সেনসেক্স : ৮১,৯০৪.৭০ (+৩৫৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,১১৪.০০ (+১০৮.৫০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

সাদা চোখে সাদা কথায়

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না, শুধু ক্ষোভেও নয়

গৌতম সরকার

কিশোরকুমারের গাওয়া গানটা মনে আছে? ... পুতুল নাচের পুতুল হয়ে/ নেচেই শুধু গেলি/ মনকে শুধা নাচার ফলে/ জীবনে কী পেলি...।

নেপালের দিকে তাকালে গানটার অর্থ নতুন করে কানে বাজে। বাংলাদেশও তারুণ্যের বিদ্রোহ দেখেছে। কিন্তু নেপালে নবযৌবনের জোয়ার নতুন মাত্রা পেল জেন জেড শব্দের ঝনঝনানিতে। কাঠমান্ডুর উদ্বেল চেহারাটা দেখে ভারতে, এই বাংলায় কত আকুতি শোনা গেল, এখানে কবে? এখানে কবে?

শুধু মতবিরোধ নয়, কোন্দল চরমে। বিপ্লবের কান্ডারিরা এখন যেন নৈরাজ্যের সেনাপতি।

এরপর বারোর পাতায়

‘শান্তিদূত’ সুশীলা

কাঠমান্ডু এখন ধ্বংসস্তূপ। এমন আবহেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল। শুক্রবার রাতে শীতল নিবাসে।

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : রক্তস্নান সেরে শান্তির পথে এক পা এগোল বুদ্ধের দেশ। কেপি শর্মা ওলির উত্তরসূরি হিসাবে শুক্রবার রাতে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠীর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা সুশীলার নামেই বৃহস্পতিবার রাতে সিলমোহর পড়ে। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল।

রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্যাবিনেট ঘোষণা করা হবে। জেন জেড আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে, প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হতে পারে। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব কিরণ পোখরেল জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুপারিশ মেনেই রাষ্ট্রপতি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

সূত্রের খবর, এর আগে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউএমএল-এর নেতা ওলি, মাওয়িস্ট সেন্টারের চিফ পুষ্পকুমার দাহাল (প্রচণ্ড) এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেউবার সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুশীলা। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে দুর্নীতির তদন্ত এবং গণ আন্দোলন প্রতিরোধে পুলিশের নির্মমতায় ২০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারীর মৃত্যুর তদন্ত চান তিনি। এব্যাপারে তাঁর হাত-পা বেঁধে দিলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আগ্রহী নন। সুশীলার শর্তে দেশের রাজনৈতিক নেতারা খুব একটা সায় দেননি। কিন্তু কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ এবং জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠী তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী চাওয়ায় তাঁদের আপত্তি আর ধোপে টেকেনি।

বুধবার পর্যন্ত জেন জেড-এর পছন্দমতো পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এগিয়ে ছিলেন ৭৩ বছর বয়সি সুশীলাই। তারপরে অবশ্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে নাম

উঠে আসে কুলমান ঘিসিংয়ের। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কুলমান নেপাল ইলেক্ট্রিক অথরিটির দায়িত্ব নিয়ে দেশের ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সমাধান করেছিলেন। দেশকে আলোর পথে ফেরাতে জেন জেড-এর একটি গোষ্ঠীর পছন্দ ছিলেন তিনিই।

সুশীলা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচন করার পক্ষপাতী।

এরপর বারোর পাতায়

অশান্ত মণিপুরে আজ মোদি

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর : হিংসার আগুনে জ্বলছিল মণিপুর। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছে ২৬০ জনের। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অনেক বেশি। সেই হিংসা শুরুর পাক্কা ২ বছর ৪ মাসের ব্যবধান শেষে শনিবার অশান্ত মণিপুরে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে কুকি ও মেইতেইরা খুব একটা উৎসাহী নয়। বরং মানুষ যে কেন্দ্রের আচরণে সন্তুষ্ট নয়,

এরপর বারোর পাতায়

জমির জন্য পিসিকে খুন

ভাইপোর যাবজ্জীবন, সহযোগীরও জেল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : সম্পত্তির লোভে পিসিকে খুন করেছিল ভাইপো। এরপর প্রমাণ লোপাটের জন্য স্থানীয় এক তরুণের সাহায্যে পিসির দেহ মাটিতে পুঁতেও দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজনকে সে কথা জানাতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল শিবা হেমব্রম। গ্রামবাসীরাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। ছয় বছর পর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ শোনালেন মালদা জেলা পঞ্চম দায়রা আদালতের বিচারক মনোদীপ দাশগুপ্ত। খুনের প্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বর্মা হেমব্রমের বিরুদ্ধে সাত বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সরকারি আইনজীবী হুমায়ুন মিয়াঁ বলেন, '১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক শুক্রবার শিবাকে খুন ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে এবং বর্মাকে প্রমাণ লোপাটে সহযোগিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের মামলায় শিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য শিবা ও বর্মাকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

২০১৯-এর ১৮ অগাস্ট খুন হন হবিবপুর থানার গোপালপুর এলাকার নীলমণি হেমব্রম (৬০)। তাঁকে মাথায় বাঁশের আঘাত করে খুন করে তাঁর ভাইপো শিবা। ওই রাতেই ভ্যানে করে মৃতদেহ এলাকারই একটি খাঁড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেয় দুজনে। কিন্তু তা গোপন রাখতে না পেরে ঘটনা শিবা জানিয়ে দেয় স্থানীয় প্রেমা চৌধুরীকে। পরদিন সকালে প্রেমার বাড়িতে গিয়ে ঘটনার কথা জানতে পারেন নীলমণির প্রতিবেশী মোনা মার্ডি। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা শিবাকে আটকে রেখে থানায় খবর দেন। ১৯ অগাস্ট দুপুরে হবিবপুর থানায় নীলমণিকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করা হয় প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করা বর্মাকেও। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে পিসির জমির দিকে তার নজর ছিল দীর্ঘদিন ধরে। পিসি মারা গেলে জমিটি তার হয়ে যাবে বলে ধারণা ছিল শিবার। সেকারণে পিসিকে খুন ভাইপোর।

প্রমাণ লোপাট

- ■ সম্পত্তির লোভে পিসিকে বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে খুন ভাইপোর
- ■ প্রমাণ লোপাটে পরিচিত সহযোগিতায় খাঁড়ির পাশে দেহ পুঁতে দিয়েছিল ভাইপো
- ■ ১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে দুজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার শাস্তি ঘোষণা আদালতের

পুজোর মুখে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা

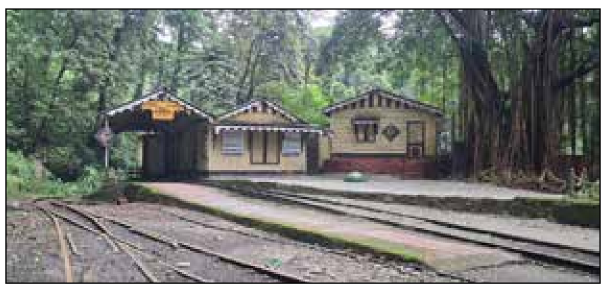
টয়ট্রেন বন্ধ, শুনসান রংটং স্টেশন। ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের পাহাড়ে ধস। পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং রুটের টয়ট্রেন পরিষেবা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ট্রেন চালাতে আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। তাই শুক্রবার থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে অগ্রিম বুকিং। টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। লাইন মেরামত করে ১৫ তারিখ ট্রায়াল রানের কথা। সফল হলেই ১৬ তারিখ থেকে ফের পাহাড়ের গা বেয়ে খেলনাগাড়ি ছুটতে শুরু করবে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ধসের কারণে ট্রেন বাতিল করা হল। সব ঠিক থাকলে ১৬ তারিখ থেকে ফের চালানো হবে।'

বর্ষায় পাহাড়ে ধস নামা নতুন বিষয় নয়। চলতি বছর পুজো-পর্যটনে গুরুত্ব দিয়ে পর্যটকদের চাহিদা মাথায় রেখে নতুন তিনটি জয়রাইড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। পুজো খানিকটা এগিয়ে এসেছে এবার। অন্যদিকে, এখনও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার রাতে রংটং থেকে তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধস নামে। টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে। ওই সময়কালে পরিষেবা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উৎসবের দিনগুলোতে এধরনের সমস্যা তৈরি হলে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, বুকিংয়ের ব্যাপক চাপ থাকে সেসময়। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। দলটি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে। ধসে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব লাইন মেরামতের জন্য তারা কাজ করবে। দুর্গাপুজোর পর দীপাবলি, বড়দিন এবং বর্ষবরণেও বিশেষ দলকে কাজে লাগানো হবে।

ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া দিগন্ত রুবির

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : রুবি জেনারেল হাসপাতাল তিন দশক ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। পূর্ব ভারতে প্রথমবার ভ্যারিয়ান টুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর (ভার্সন ৩.০) রেডিওথেরাপি মেশিন এবং উন্নত ইক্লিপ্স ভার্সন ১৮ প্ল্যানিং সিস্টেম কয়েকমাস আগে চালু করেছে রুবি ক্যানসার সেন্টার। এবার সেখানে কলকাতার প্রথম ডিজিটাল পেট সিটি স্ক্যানারের উদ্বোধন করা হল। যেখানে পাঁচ মিনিটে স্ক্যান করা যাবে। ২.৯ মিমি টিউমারও শনাক্ত করা যাবে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমল কে দত্ত বলেন, 'এই প্রযুক্তিতে সাধারণ ক্যানসার স্ক্রিনিং যেমন প্যাপ স্মিয়ার, ম্যামোগ্রাম, লো ডোজ সিটি চেস্ট স্ক্যান, কোলোনোস্কোপি ও পিএসএ টেস্টের মাধ্যমে ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব।'

হারানো-প্রাপ্তি

আমি শান্তি রঞ্জন সরকার, ঠিকানা- উত্তর চেচাখাতা, পো: আলিপুরদুয়ার জং, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার কন্যা সোনালী সরকার-এর SC সার্টিফিকেট (No- 1232/APD-1) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9609931806. (C/117081)

স্মরণে

রাধেশ্যাম বণিক, আজ ২৪তম প্রয়াণ দিন, অশ্রুনয়নে ভারাক্রান্ত মনে, তোমার স্মরণে শত শত প্রণাম। তুমি আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, তোমার প্রেরণাই আমাদের চলার শক্তি, আশীর্বাদ রেখো। বণিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলি (C/118247)

সংশোধন

১২/৯/২০২৫ তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ২য় পাতায় তুফানগঞ্জ পৌরসভার কোটেশন নোটিশ এর শেষ লাইনে ভুলবশত & web portal http://wbetenders.gov.in ছাপা হয়েছে তা বাতিল করা হল। চেয়ারম্যান। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

গত 11.09.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Majidul Islam থেকে Majidul Hak হল। (C/117082)

•

I, Nirmalendu Sen, residing at Station Road, Jalpaiguri, declare that Trisa Sen and Trisha Sen refer to the same person-my daughter. As per affidavit dated 25-06-2025 before the Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri, her name shall be read as Trisha Sen. (C/118240)

•

আমি Smt. Mousomi Ganguly, পিতা প্রদীপ গাঙ্গুলী দক্ষিণ চকোয়াখেতি আলিপুর দুয়ার, গত 11.9.25 তারিখে আলিপুর দুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 9518/25] বলে Mousomi Ganguly, Mousoimi Ganguli ও Mausumi Ganguli একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

•

আমি Rajiv Kumar Chakraborty আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম ভুল থাকায়, গত 11/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rajib Chakraborty থেকে Rajiv Kumar Chakraborty নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118243)

•

আমি Biswajit Sarkar, পিতা: বলরাম সরকার গ্রাম: গৌরাঙ্গগছ, পো: মোলানি থানা: চোপড়া, জেলা: উ:দি: পুর। আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নাম আছে Biswajit Sarkar কিন্তু ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম রয়েছে Bishwajit Sarkar। আমি গত ১১/০৯/২০২৫ তারিখে ইসলামপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ঘোষণা করি দুটি নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/118246)

•

আমি Babul Bahadur Chhetri, F/O Raj Chhetri, ক্রান্তিহাট, PS ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি, আমার ছেলের ADMIT CARD এ আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-09-2025 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M, 1st Class কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Babul Bahadur Chhetri ও Bablu Chhetri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117978)

•

আমার ভোটার আই কার্ড নং DWP2283984 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 14.09.21, E.M., সদর, কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Mamin Miya এবং Jamin Miyan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলো। সব বিষয়ে আমার স্বামী Mamin Miya নামে প্রতিষ্ঠিত হতে হলফনামা পেশ করলাম। পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118107)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড়, সতীশ লাহিড়ী স্কুলের দ্বিতীয় গেটের পাশে ২৫ কাঠা বাড়ি/হোটেল/রিসোর্ট উপযুক্ত জমি বিক্রয়। ৯৭৭৫৮১৫৬৯৮. (D/S)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য ছেলে/মেয়ে চাই। বেতন : 10000-14000 টাকা। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M: 8116589466. (C117980)

•

Teachers Vacancy [Fluency in English is mandatory] English: BA (Hon)+MA+B.Ed Social Studies : BA (Hon)+MA+B.Ed Computer : BCA/B.Sc (IT)/MCA+B.Ed Starting Salary- 14,000+ Accommodation Free. Apply within 15 days. Hessed English School Baniagaon, Samuktala, Alipurduar- 736206 Phone No.- 7063787068 hessedenglishschool@gmail.com, Open - Mon - Fri, 9 A.M. - 3 P.M. (C/118228)

URGENT REQUIREMENT

Immediate requirements of PGT/TGT-Chemistry, Computer, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679469375, 8670527177, 9064952280. (S/N)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং: DWP2823656 নাম ভুল থাকায় গত 11-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rahima Bibi এবং Rahima Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Rahima Bibi হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হলফনামা প্রদান করলাম। দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, কোতোয়ালি, কোচবিহার। পিন- 736170, প:ব:। (C/118103)

•

আমি Bijoy Harijan, পিতা Biji Harijan, দক্ষিণ বালুচর, থানা- ইংরেজ বাজার, মালদা আমার আধার কার্ডে যার নং 376558644815 আমার নাম Bijoy Harijan আছে। কিন্তু PNB ব্যাঙ্কে আমার নাম ভুল থাকায় (যার A/C নং 0233013854493) গত 20/08/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bijoy Dome থেকে Bijoy Harijan করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118244)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের রাজমহল (আরজেএল), নাথনগর (এনএটি) এবং নিমতিতা (এনআইএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-১০-২৫

ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপঃ **(১),** পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪, রাজমহল **(২),** পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর **(৩),** পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা **(৪),** পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১, রাজমহল। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-169/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
GOVERNMENT OF INDIA
আয়কর বিভাগ, প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, SILIGURI,
আয়কর ভবন, পরিবহণ নগর, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০, পশ্চিমবঙ্গ
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL, E-mail: siliguri.pcit@income tax.gov.in

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

PUBLIC NOTICE

শ্রী দীপক নাগাসিয়া, এমটিএস, যিনি প্রধান আয়কর কমিশনার, শিলিগুড়ি কার্যালয়ে ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে কোনও প্রকার অনুমোদন ছাড়া অনুপস্থিত রয়েছেন। যাকে বারংবার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি।

Shri Deepak Nagasia, MTS, posted at the office of the Principal Commissioner of Income Tax, Siliguri, has been absent without authorization since July, 2020. Despite repeated show-cause notices, he has not resumed duty.

তাকে এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ১২(২) এর অন্তর্গত সিসিএস (ছুটি) এর ১৯৭২ সালের নিয়ম অনুসারে, তিনি যে ইস্তফা দেননি তার কারণ দর্শানোর জন্য তার একটি উত্তরপত্র নিম্নে স্বাক্ষরিত কর্তৃপক্ষের কাছে ২২.০৯.২০২৫ তারিখ বা তার পূর্বে জমা দিতে হবে, অন্যথা কোনও প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেবে।

He is hereby directed to explain why he should not be deemed to have resigned from service under Rule 12(2) of the CCS (Leave) Rules, 1972. His reply must reach the undersigned on or before 22.09.2025, failing which further action will be taken without any further notice.

Sd/-
প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
Pr. Commissioner of Income Tax, Siliguri

Recruitment Notice

Memo No. 4936 Dated: 11/9/25

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Lab Technician (NPNCD), Medical Officer (RKSK), Medical Officer (Blood Service), Dental Hygienist (NOHP), Dental Technician (NOHP), NRC Attendant (Only Female), Counsellor (RKSK) (RMNCH+A), Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor(STLS) (NTEP), Senior Treatment Supervisor (STS) (NTEP), Laboratory Technician (NTEP) and Tuberculosis Health Visitor (TBHV) (NTEP) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফানডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৫-২০২৬
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা জুনিয়ার সায়েন্স

সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমের অনুরূপ ন্যাশনাল স্ট্যানডার্ড এক্সামিনেশনে (এনএসই) (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) উপস্থিত হতে হবে। যেটি ২০২৫ সালের ২২শে এবং ২৩শে নভেম্বর সংঘটিত হবে।

এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন করা এই কার্যক্রমের অনুরূপ ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা হবে।

নিবন্ধিকরণের জন্য ঃ-
এনএসই : https://www.iapt.org.in (২১শে অগাস্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫)
আরও বিশদ বিবরণের জন্য :- https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 48143/12/0008/2526

শিশু বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : বাংলা ও সিকিমের শিশু বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন 'উত্তরকন ৩.০' অনুষ্ঠিত হল নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে। আইএপি শিলিগুড়ি এবং বেঙ্গল সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজির সহযোগিতায় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিকিম এবং আশপাশের জেলাগুলির প্রায় ৪০ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু নেফ্রোলজিস্ট, শিশু সার্জন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টদের মতামত, গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

সুমন্ত্রকুমার রাউত, আইরিন দে ও নূপুর বৈজালের নির্দেশনায় এবং শ্রীময়ী কুণ্ডু, মঞ্জরি থাপা, বিডি সিং এবং মণীশ মাধবের সহায়তায় উত্তরকন ৩.০ জ্ঞান আদানপ্রদান, নেটওয়ার্কিং এবং পেশাদারি সংস্থার জগতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

e-Tender Notice
Matiali Panchayat Samiti
Matiali:: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/11/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 26-09-2025 upto 12:00 hours . For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
The Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি

১২.০৯.২৫

আমার মক্কেল, জনাব শেখ বাবলু, মণীশ হোটেল হেভেনস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর। যিনি ইকো হাটস এর কাছ থেকে একটি সম্পত্তি কিনতে চলছেন। সম্পত্তিটি জলপাইগুড়ি জেলা, মেটেলি থানার মঙ্গলবাড়ি মৌজায় অবস্থিত। যেটির জে.এল নং - ১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪, প্লট নং - ১২৩৬ এবং ১২৩৮, সম্পত্তিটির আয়তন যথাক্রমে ৬১ এবং ৬৫ ডেসিমেল। এই সম্পত্তি সম্পর্কিত কারও কোনও দাবি থাকলে, এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাজি ফারুক হোসেন
অ্যাডভোকেট, কলকাতা
- উচ্চ আদালত
৯৮৩০৮৮৪৭৪৯/৯৮৩০৬৮১৯৪৬

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৮৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি
ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পি এম শ্রী স্কুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুরে
নবম ও একাদশ শ্রেণিতে খালি আসন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
Lateral Entry Selection Test (LEST) তারিখ - ০৭.০২.২০২৬

বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহ - শিক্ষামূলক এবং সম্পূর্ণ আবাসিক।
- ত্রিভাষিক-বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি পাঠ্যক্রম।
- গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষা।
- ২০২৫ সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষায় ১০০% ফলাফল।
- ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল।
- থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক, স্টেশনারি ইত্যাদি সহ বিনামূল্যে শিক্ষা।
- ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য সহ- পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, সংগীত ও কলা, খেলাধুলা, স্কাউটস অ্যান্ড গাইড, এনসিসি, এনএসএস, স্কুলব্যান্ড এবং যোগ ইত্যাদির উপর বিশেষ মনোযোগ।
- ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল প্যানেল ও WIFI সংযুক্ত সমস্ত শ্রেণি কক্ষ।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও PWD ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

নবম শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে	একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে
০১.০৫.২০১১-৩১.০৭.২০১৩ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9	০১.০৬.২০০৯-৩১.০৭.২০১১ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্মফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন-আবেদনের শেষ তারিখ - ২৩.০৯.২০২৫ (বিকেল ০৫টা পর্যন্ত)

হেল্প ডেস্ক নম্বর
9002152916/9126824411/8918213488

আজ টিভিতে

কেশরি-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ **স্টার গোল্ড**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১.১৫ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.১৫ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ হাঙ্গামা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ অগ্নি পরীক্ষা, দুপুর ১২.৩০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৩.৪৫ প্রেমী, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.৩০ বন্দিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সুলতান, দুপুর ১২.০০ লোফার, বিকেল ৪.৩০ রূপবান, রাত ১১.০০ পরিণীতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বউরানি, সন্ধে ৭.৩০ মঙ্গলদীপ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, দুপুর ১.২৩ কৃশ, বিকেল ৪.৫০ অব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.০০ গুমনাম

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৯ নাইট ড্রাইভ, দুপুর ১.৫৩ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৫২ কসম পয়দা করনেওয়ালে কি, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ ছত্রপতি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ আলাদিন, বিকেল ৫.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৭.১৫ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, রাত ৯.০০ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান : দ্য কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্ল, ১১.১৫ গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স

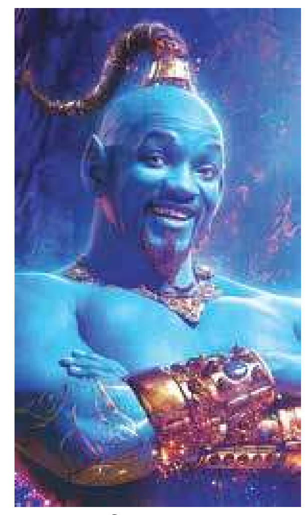
আলাদিন দুপুর ১২.৩০
স্টার মুভিজ

জামাই ৪২০ সন্ধে ৭.৩০
জলসা মুভিজ

আ গেম অফ লেপার্ড থ্রোনস রাত ৯.০৩ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে চাকরির সুযোগের খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। কর্কট : কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো শেষ করতে না পেরে অনুশোচনা হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা মিটবে। সিংহ : পারিবারিক সমস্যায় বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি থেকে সাবধান। কন্যা : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কথা শুনতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। তুলা : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : প্রেমে ছোটখাটো সমস্যা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা নামী সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। মকর : পুরোনো কোনও সমস্যা নিয়ে পরিবারে অশান্তি। কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও বদলির সম্ভাবনা আছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্যে গর্বিত হবেন। মীন : মানসিক চাপ এড়াতে ধর্মকর্মে মন দিন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২২ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৭ ভাদ, সংবৎ ৬ আশ্বিন বদি, ২০ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪২। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ১১।১৩। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ২।৫০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।৫৪। বণিজকরণ দিবা ১১।১৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।৫০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।১৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১১।১৩ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৮ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১০ মধ্যে ও ৩।৫৮ গতে ৫।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।৫০ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ১১।২ গতে ১।১৫ মধ্যে মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে গিলের অনুপ্রেরণা

১৩

এআই ভিডিওয় চর্চায় হীরাবেন

নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর মা প্রয়াত হীরাবেন মোদির আদলে তৈরি এআই ভিডিওকে কেন্দ্র করে চর্চা বিহারে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার হওয়া ভিডিওটি নিয়ে তরজাও শুরু।

১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৭°	৩২°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩২°	২৬°

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর

১১

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

অর্ধনগ্ন নাবালিকা বধূ উদ্ধার রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : নেশাগ্রস্ত, অচৈতন্য এবং অর্ধনগ্ন অবস্থায় নাবালিকা বধূকে পুরোনো জাতীয় সড়কের ধার থেকে উদ্ধার করলেন রায়গঞ্জ থানার পুলিশকর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের তুলসীপাড়া এলাকার পুরোনো জাতীয় সড়কের ধারে। পুলিশ ওই নাবালিকা বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিষয়ক ওয়ার্ডে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন। এখনও নাবালিকা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আরও জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা বধূর বয়স ১৫ বছর। বাড়ি হেমতাবাদ থানা এলাকার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাগী মোড় সংলগ্ন এলাকায়।

শুক্রবার তার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, মেয়ের সঙ্গে বর্বরতা এবং মেয়ের অসুস্থতার খবর শুনে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তার মা। তার বাবা দিল্লিতে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। মাস ছয়েক আগে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন চণ্ডীতলা এলাকার এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই নাবালিকা মেয়েটির। বেশ কয়েক মাস সংসার করার পর অন্য এক তরুণের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যম সূত্রে পরিচয় হয় তার। এক মাস আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা বধূ। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্বামী। বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ ওই নাবালিকা বধূকে জাতীয় সড়কের ধারে অর্ধনগ্ন ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় পথচলতি সাধারণ মানুষ। এরপর রায়গঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে ওই তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে। কর্তব্যরত জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'ওই নাবালিকা বধূ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই কারণে স্ত্রীরোগ বিষয়ক ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এদিকে, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগের চিকিৎসকের বক্তব্য, 'ওই নাবালিকা বধূর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বিকেলের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং বিশদে ঘটনা সম্বন্ধে জানানো সম্ভব হবে।'

এরপর বারোর পাতায়

আলো আঁধারিতে সাজছেন মৃন্ময়ী। শিল্পীর ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

কর্মবিরতিতে রোগী-ভোগান্তি

মালদা মেডিকেলে চরম ডামাডোল

অরিন্দম বাগ

মেডিকেলের বহির্বিভাগে রোগীদের লম্বা লাইন। শুক্রবার।

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : হাউসস্টাফদের জন্য নির্দিষ্ট ঘর আছে। অনেকদিন আগেই ওই ঘর বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ইন্টার্নদের হস্টেল ছাড়ছেন না। এমনই অভিযোগ তুলে শুক্রবার কর্মবিরতি করলেন ইন্টার্নরা। যার জেরে শুক্রবার কার্যত লাটে ওঠে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা। সিনিয়ার চিকিৎসকরা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও, সেই চেষ্টা কাজে আসেনি রোগীর ভিড়ের কারণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে বহির্বিভাগে চিকিৎসায় আসা অনেককে। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে সংশয়ে অনেকেই। তবে দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি মেডিকেল কর্তৃপক্ষের।

সকাল ৯টায় মেডিকেলে এসেও দুপুর দেড়টাতেও বহির্বিভাগের লাইনে দাঁড়িয়ে পুরাতন মালদার মুচিয়া এলাকার বাসিন্দা মমতা হালদার। কখন চিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে পারবেন, বুঝতে পারছেন না। মমতা বললেন, 'কলপাড়ে পড়ে যাওয়ার পর থেকেই পায়ে ব্যথার সমস্যা নিয়ে ভুগছি। শুক্রবার কিছুটা ভিড় কম থাকার জন্য এদিন সকালে আসা। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছি। শুনেছি কিছু ডাক্তার স্ট্রাইক করেছেন।' লম্বা লাইন এদিন দেখা গিয়েছে বহির্বিভাগের প্রতিটি বিভাগের সামনে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ডাক্তারের দেখা না পেয়ে অনেকেই বাড়ির পথ ধরেন। এমন পরিস্থিতির পিছনে যে ইন্টার্নদের কর্মবিরতি, অস্বীকার করছেন না কোনও চিকিৎসক বা আধিকারিক। কর্মবিরতির প্রভাব চিকিৎসা পরিষেবায় পড়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ট্রমা কেয়ার বিভাগের এক নার্স বলছেন, 'সকাল থেকে ইন্টার্নদের দেখতে পাইনি। শুনতে পেলাম ওঁদের নাকি কোনও বিক্ষোভ চলছে। আপাতত সিনিয়ার চিকিৎসকদের দিয়ে পরিষেবা চালানো হচ্ছে। ইন্টার্নরা না থাকায় পরিষেবা পেতে অনেকটা

এরপর বারোর পাতায়

সমাধানে সংশয়

- ঘর বরাদ্দ হলেও হস্টেল ছাড়ছেন না হাউসস্টাফরা, সমস্যায় কর্মবিরতি ইন্টার্নদের
- ইন্টার্নদের কর্মবিরতির প্রভাব চিকিৎসা পরিষেবায়, ভোগান্তিতে রোগী ও পরিজনরা
- সমস্যার সমাধানে দুই পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসতে চাইছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ

চোরাপথে সীমান্ত পেরোতে গিয়ে দালালদের কুনজরে

ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচল কিশোরী

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : চোরাপথে সীমান্ত পার হতে গিয়ে দালালদের ধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে কোনওমতে বাঁচল এক কিশোরী। চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে সে। ওই বাড়ির মালিক তাকে আশ্রয় দিলেও বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দেন। বিএসএফ এসে কিশোরীকে মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার পরিবার সহ ১০ জনকে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল দালালদের। পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর সঙ্গীদের এবং দুই দালালের খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লালবাজারপাড়া এলাকায়।

ওই কিশোরী জানায়, তাদের পরিবার বহু বছর ধরে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বসবাস করত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় তার দিদা অসুস্থ। তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তার মা-বাবা সহ আরও কয়েকজন দালাল মারফত অবৈধভাবে বাংলাদেশে

এরপর বারোর পাতায়

মহিলার হাড় নিয়ে ভিড় বাসে, ধৃত ২

তন্ত্রসাধনার জন্য পাচার

জয়গাঁ, ১২ সেপ্টেম্বর : ভুটানে পাচারের তালিকায় নয়া সংযোজন মানুষের হাড়। বৃহস্পতিবার রাতে মানুষের হাড় সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাকেশ প্রসাদ ও বিশালকুমার শাহ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার হাড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সেই হাড় নিয়ে আসা হয়েছিল জয়গাঁয়। তবে ভুটানে পাচারের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন এক যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে সেই ব্যাগ ভর্তি হাড় সহ দুজনকে আটক করে পুলিশ। এই পাচারচক্রে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। কেন ভুটানে সেই হাড় পাচার করা হচ্ছিল? প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশে তন্ত্রবিদ্যায় হাড় ব্যবহার করা হয়। তবে যে-সে হাড় হলে হবে না। হতে হবে মহিলার হাড়। সেদেশে তাই এমন হাড়ের দর ও কদর দুই-ই রয়েছে। একেকটি হাড়ের দাম পড়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রাকেশ জয়গাঁর বাসিন্দা। আর বিশাল হাসিমারার বাসিন্দা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। ভুটানে তান্ত্রিক মতে পুজো করতে প্রয়োজন হয় মহিলার হাড়। বাজেয়াপ্ত করা হাড়গুলিও মহিলার বলে জানা গিয়েছে। ব্যাগে ক'টি হাড় রয়েছে তা অবশ্য জানায়নি পুলিশ। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'আমরা তদন্ত করছি। আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না দেখা হচ্ছে।' শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান। তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে হাড় থাকলেও কারও কিছু সন্দেহ হয়নি। এদিকে, পুলিশের কাছে খবর ছিল ব্যাগ ভর্তি করে বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে। বাসটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতে ব্যাগ সহ দুজনকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। অনেক রাত অবধি চলে জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার ভোরে তাঁরা স্বীকার করেন ব্যাগে রয়েছে মানব হাড়। সেগুলি তাঁরা কোনও সমাধিস্থল থেকে কবর খুঁড়ে পেয়েছেন। পুরোনো হাড় বলেই হয়তো তা থেকে কোনও গন্ধ বের হয়নি।

ধৃতদের মধ্যে রাকেশের বাড়ি জয়গাঁ শহরের দাড়াগাঁও এলাকায়। এলাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে

এরপর বারোর পাতায়

পর্দা ফাঁস

- ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান
- তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন
- তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে মহিলার হাড় ছিল
- পুলিশের কাছে খবর ছিল, বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে
- তাই জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে
- বাস থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই পর্দা ফাঁস

মা আসছেন

১৫

দিন পর

ভাঙনে আতঙ্ক, জলে ডুবে মৃত্যু

এখনও জলে ডুবে লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১২ সেপ্টেম্বর : একদিকে গঙ্গার ভাঙন, অন্যদিকে বন্যার জলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা— দুইদিকের দুঃসংবাদে শোক আর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বৈষ্ণবনগরের মানুষ। কালিয়াচক-৩ ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারিটোলা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে নতুন করে গঙ্গার ভাঙনে প্রায় ১৫০ মিটার এলাকা নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। বসে গিয়েছে বিশাল বাঁশ বাগান। হঠাৎ এই ভাঙনে চরম আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসী।

এদিকে, বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাপুর গ্রামে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী শামিমা খাতুনের (১১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে চার বান্ধবী মিলে বইখাতা রেখে বন্যার জলে স্নান করতে যায়। সেই সময় চারজনই জলে তলিয়ে যায়। এলাকাবাসী এসে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু শামিমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। টানা দুই থেকে তিন ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তার দেহ উদ্ধার হয়, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মৃতার বাবা উজির শেখ বলেন, 'আমরা ভাবতেই পারিনি এমন কিছু ঘটতে পারে। চোখের সামনে মেয়েকে হারালাম।' ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শোভাপুর গ্রামে।

এরপর বারোর পাতায়

পথ দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ

পতিরাম, ১২ সেপ্টেম্বর : দশমাইল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক বৃদ্ধ ফজলু মণ্ডল। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে আগে থেকেই ভর্তি তাঁর ছেলে লাবু হোসেন মণ্ডল। ছেলের বদলে ফজলু কাজ করছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে একটি টোটো তাঁর সাইকেলে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান এবং টোটোটি বেশ কিছুদূর তাঁকে ছেঁচড়ে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত ফজলুকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে বাবা ও ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মুরগির ছানা বিলি

তপন, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার তপন ব্লকের ২১২ জন উপভোক্তার হাতে মুরগির ছানা সহ নানা সামগ্রী তুলে দেওয়া হল কৃষি দপ্তরের তরফে। এদিন কিষান মান্ডিতে উপভোক্তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় ৫০টি করে মুরগির ছানা, এক কুইন্টাল খাবার, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও দিকনির্দেশমূলক একটি পুস্তিকা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অমিত চট্টোপাধ্যায়, মালদা জেলার সয়েল সার্ভে অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রায়গঞ্জ থানার বারদুয়ারি সংলগ্ন মধুপুর গ্রামে এক ব্যক্তির কাদামাখা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম শম্ভু বর্মন (৪২)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। এদিন ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতের ভাই ভাসান বর্মন বলেন, 'বাড়ি থেকে কিছু দূরে কাদামাখা অবস্থায় আমার দাদার মৃতদেহটি পড়েছিল। কী কারণে দাদার মৃত্যু হয়েছে তা বুঝতে পারছি না।' পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

পুজো বৈঠক

বামনগোলা, ১২ সেপ্টেম্বর : বামনগোলা ব্লকের জগদলা এবং পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক করল পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার পাকুয়াহাট পুলিশ ফাঁড়িতে বৈঠকটি হয়। শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে পুজো উদ্যোক্তারা সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

পুজোর আগে মাটির প্রলেপ। সেওয়াই গ্রামে। শুক্রবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কৃষক

গাজোল, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার গাজোলের আলাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সুরমণি গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মাজেদ আলি (৫৫)। এদিন মাজেদ তাঁর বাড়ির সাবমার্সিবল পাম্পটি মেরামতি করছিলেন। মেরামতি করার সময় লোডশেডিং চলায় তিনি বাড়ির বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করতে ভুলে যান। মেরামতি চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎ এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে মাজেদের ভাইপো রিন্টু শেখ বলেন, 'এদিন বেলা দুটো নাগাদ আমাদের বাড়ির সাবমার্সিবল পাম্পের তার ছিঁড়ে যায়। কাকু মেইন সুইচ বন্ধ না করে সাবমার্সিবলের তার ঠিক করছিলেন। সেই সময়ই বিদ্যুৎ চলে আসে।' পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

উদ্বোধন

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ জেলা আদালতে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক প্রসিকিউটারের নতুন কক্ষ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন জেলা বিচারক আতাউর রহমান। নতুন কক্ষ উদ্বোধনের পর পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন জেলা বিচারক সহ উপস্থিত অন্য অতিথিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আগে একটি পুরোনো অফিস ছিল। ছোট ঘরে প্রায় ২৮ জন সরকারি আইনজীবীকে বসতে হত। সঙ্গে বসতেন আরও ৬ জন কর্মী। কাজে অনেক সমস্যা হত। তাই নতুন একটি কক্ষের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।'

জলাশয় ভরাট করে নির্মাণ

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ১২ সেপ্টেম্বর : জলাশয় ভরাট করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে সরব হলেন করণদিঘির এক ব্যক্তি। এবিষয়ে বৃহস্পতিবার করণদিঘি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার বাসিন্দা কুণাল দত্ত। তিনি বলেন, করণদিঘি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আজিজ মুখিয়া নামে এক ব্যক্তির একটি জলাশয় রয়েছে। তিনি ওই জলাশয়টির একাংশ ভরাট করে নির্মাণ করছিলেন। ঘটনাটি আমি জানতে পেরেই ভূমি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। এরপর দপ্তরের আধিকারিকরা এসে কাজ বন্ধ করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী একদিকে সরকারি জমি থেকে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু করণদিঘিতে জাতীয় সড়কের জমিতে কীভাবে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। এরপর শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তরেও নালিশ জানিয়েছে কুণাল।

আজিজ মুখিয়ার পরিবারের তরফে মুমতাজ আলম জানালেন, বাজারের সব আবর্জনা পুকুরে ফেলায় সেখানে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। তাই পুকুরের পাড় বেঁধে আবর্জনা ঢাকা দেওয়ার জন্য মাটি ফেলা হয়েছিল। প্রশাসন এসে কাজে বাধা দেয়। করণদিঘি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধীমান বর্মনের মন্তব্য, 'করণদিঘি বাসস্ট্যান্ড, বাজার সংলগ্ন এলাকার সব জল, আবর্জনা এই পুকুরে জমা হয়। পুকুরের একাংশ ভরাট করে নির্মাণকাজ চলছিল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগে ভূমি দপ্তরের কর্মীরা নির্মাণকাজ ভেঙে ফেলার কথা বলা সত্ত্বেও নির্মাণকাজের কিছু অংশ ভাঙা হলেও বাকিটা তেমনিই রয়ে গিয়েছে।' পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার আরিফ আলির বক্তব্য, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। করণদিঘি ব্লক ভূমি দপ্তরের আধিকারিক সুমিত ভট্টাচার্য জানালেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে।

> করণদিঘি বাসস্ট্যান্ড, বাজার সংলগ্ন এলাকার সব জল, আবর্জনা এই পুকুরে জমা হয়। পুকুরের একাংশ ভরাট করে নির্মাণকাজ চলছিল। বাসিন্দাদের অভিযোগে ভূমি দপ্তরের কর্মীরা নির্মাণকাজ ভেঙে ফেলার কথা বলা সত্ত্বেও নির্মাণকাজের কিছু অংশ ভাঙা হলেও বাকিটা তেমনিই রয়ে গিয়েছে।
>
> **ধীমান বর্মন,** প্রধান

বজ্রপাতে ক্ষতি টোল প্লাজার

গাজোল, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বিকেলে বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে গাজোলের বাগসরাই টোল প্লাজার। নষ্ট হয়ে গিয়েছে টোল প্লাজার বিভিন্ন দামি যন্ত্রাংশ। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা। ঘটনার জেরে টোল প্লাজা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

টোল প্লাজার ম্যানেজার অভিজিৎ দাস বলেন, 'বিকেল ৩টে বেজে ৭ মিনিটে আমাদের টোল প্লাজার ওপরে বজ্রপাত হয়। ঘটনার জেরে একাধিক সিস্টেম বিকল হয়ে যায়। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চারটি উইম কন্ট্রোলার বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র, ১৬টি লোড সেল, ২টি কম্পিউটার, ২০ কিলোভোল্টের ইউপিএস এবং একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা। ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে টোল প্লাজা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছি।'

গ্রেপ্তার ২

হেমতাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : বকেয়া পণ না দেওয়ায় স্ত্রী ও সন্তানকে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার স্বামী সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ লিয়াকত আলি (২৮), বাড়ি হেমতাবাদ থানার তুলিবন এলাকায়। খতিবুর রহমান (৩২), বাড়ি সমষপুর সংলগ্ন মাধবপুর গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন তাদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'বধূ নির্যাতনের অভিযোগে দুজনকে ধরা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

দেড় মাস পর প্রেমিক সহ উদ্ধার নিখোঁজ নাবালিকা

প্রেমের টানে ওড়িশায়

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১২ সেপ্টেম্বর : 'পিরিতি কাঁঠালের আঁঠা লাগলে পড়ে ছাড়ে না!'

প্রেমের টানে প্রায় দেড় মাস আগে বাড়ি থেকে আটশো কিলোমিটার দূরে পাড়ি দিয়েছিল সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত এক নাবালিকা। সঙ্গে ছিলেন প্রেমিক। তিনি অবশ্য তরুণ। যদিও তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। বুধবার ওড়িশার ঢ্যানকানাল জেলা থেকে দুজনকে উদ্ধার করে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চাইল্ডলাইন মারফত নাবালিকাকে হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃত তরুণকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশি বাবা-মা।

এক বছর আগের কথা। প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এক নাবালিকা। যদিও বয়স কম হওয়ায় প্রকাশ্যে মেলামেশা দুজনের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাই তাদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল মোবাইল ফোন। এখন নাবালিকার বাবার আক্ষেপ, পড়াশোনার সুবিধার্থে মেয়ে তাঁর কাছে ফোন কেনার বায়না ধরেছিল। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি মেয়ের কাছে মোবাইলটি ছিল কেবল সম্পর্ক বজায় রাখার একমাত্র অবলম্বন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দুই পরিবারই দুঃস্থ। নাবালিকার বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। অভাবের সংসার। কষ্ট হলেও মেয়ের পড়াশোনা যেন

কোনওভাবেই বন্ধ না হয়, সেটাই চেয়েছিলেন বাবা। মোবাইল কিনে দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মেয়ে বলেছিল জামাকাপড় কিছু চাই না। শুধু একটা মোবাইল দাও। মোবাইল থাকলে টিউশন দরকার হয় না। মোবাইলেই সব উত্তর পাওয়া যায়। তাই মোবাইল কিনে দিয়েছিলাম।'

ধৃত তরুণের পরিবারেও 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। অভাবের জেরে মাঝপথেই তিনি পড়াশোনা বন্ধ করে কাজ শুরু করে দেন। পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কিছুদিন ভিনরাজ্যেও ছিলেন। তবে ফোনে নাবালিকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন। এরপর তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। ৩ অগাস্ট ওই তরুণের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে ওড়িশা চলে যায় নাবালিকা। তরুণ সেখানে এক ঠিকাদার মারফত কাজের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

এদিকে বাড়ি ফিরছে না দেখে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। তবে দুজনের ফোন বন্ধ থাকায় পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়। তবে নাবালিকার বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রেমের কথা পুলিশ জানতে পারে। তরুণের পরিবারও ছেলের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছিল বলে অভিযোগ।

তবে এক মাস পর মোবাইল খুলতেই পুলিশ জানতে পেরে যায় দুজনের অবস্থান। এরপর ঢ্যানকানাল জেলায় গিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহার দাবি, 'গত এক বছরে এলাকা থেকে যতজন নাবালিকা প্রেমের টানে ঘরছাড়া হয়েছে, তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

ঘটনাক্রম

গত ৩ অগাস্ট বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ওড়িশা চলে যায় নাবালিকা

দুজনের ফোন বন্ধ থাকায় তদন্তে নেমে বেশ বেগ পেতে হয় পুলিশকে

প্রায় দেড় মাস পর ফোন খুলতেই তদন্তকারীরা তাদের অবস্থান জানতে পারেন

ওড়িশার ঢ্যানকানাল জেলা থেকে বুধবার দুজনকে উদ্ধার করে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ

বোর্ড গঠন বিজেপির

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রয়োজনীয় সদস্য না থাকা সত্ত্বেও বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিদের নিয়ে বোর্ড গঠন করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বাড়ির পাশে ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের সমবায় সমিতির বোর্ড দখলের ঘটনায় উচ্ছ্বসিত পদ্ম শিবির। এদিকে, নিশ্চিত বোর্ড হাতছাড়া করে কার্যত হাত কামড়ানোর জোগাড় হয়েছে তৃণমূল নেতাদের। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কপালের দোষে পঞ্চায়েতের বোর্ড হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। এবারে সমবায় সমিতির বোর্ডও ছিনিয়ে নিল বিজেপি। ভাটপাড়া কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতির এই বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ফের একবার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। গত ১৭ অগাস্ট এই সমিতির নির্বাচন হয়। ছয়টির মধ্যে

তৃণমূল সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতা

তিনটি করে আসনে জয় লাভ করে তৃণমূল ও বিজেপি। একমাত্র সরকারি নমিনি যেহেতু তৃণমূলকেই সমর্থন দেবে, তাই বিজেপি কার্যত এই বোর্ড গঠন থেকে দূরেই সরে গিয়েছিল। কিন্তু বোর্ড গঠনের দিনে আচমকা বিজেপিকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন তৃণমূলের দুই বিদ্রোহী নির্বাচিত সদস্য। তৃণমূল শিবির থেকে জেতা নিত্যানন্দ পাল ও চৈতালী বর্মন বিজেপির সমর্থন চেয়ে মিলিজুলি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দিয়ে দেন। তৃণমূলের বিদ্রোহী নেতা নিত্যানন্দ পালকে সম্পাদক ও বিজেপির জেলা নেতা বিনয় বর্মনকে চেয়ারম্যান করে ওই সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন করা হয়। তৃণমূলের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'দুজন নির্বাচিত সদস্য কথার খেলাপ করেছেন। তার ফলেই আমাদের নিশ্চিত বোর্ড হাতছাড়া হয়েছে।'

নিখোঁজ পরিযায়ী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশে। গত সোমবার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর নাম উসমান আলি। মোবাইলও বন্ধ থাকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার। নিখোঁজ তরুণের মা বুধো বিবি বলেন, 'ছ'মাস আগে ছেলে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার ভোপুরা এলাকায় কাজ করতে যায়। আমার আরও এক ছেলে হরিয়ানার নিজামপুরে থাকে। ভাইয়ের কাছেই যাওয়ার সময় থেকেই এই নিয়ে চারদিন আর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। সেখানকার থানায় ডায়েরি করেছি।'

নতুন রেল সেবার প্রবর্তন

রেল নং. ২৬৩০২/২৬৩০১ দানাপুর-যোগবানী-দানাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন) এবং রেল নং. ১৫৭০১/১৫৭০২ কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন-কাটিহার এক্সপ্রেস (দৈনিক) এর নিয়মিত সেবা প্রবর্তন করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং

আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় **রেল নং. ০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ**, যোগবানী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় **রেল নং. ০৬৬০২ যোগবানী-ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ (ওয়ান ওয়ে)** এবং আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় **রেল নং. ০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট-শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ** রেলের শুভারম্ভ করা হবে। এই উদ্বোধনী বিশেষ এবং নিয়মিত রেলসেবা সমূহের সময়সূচী এবং স্টপেজ নিম্ন অনুসারে দেওয়া হল:

উদ্বোধনী চলাচল

০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) ফরবেসগঞ্জ থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
ফরবেসগঞ্জ	—	১৫.৩০
আরারিয়া কোর্ট	১৫.৫৫	১৫.৫৭
পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	১৬.৫০	১৭.০০
সহরসা (রিভারসেল)	১৮.২০	১৮.৩০
দানাপুর	২৩.৪০	—

গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: বনমাখি, দৌরাম মাধেপুরা, খগড়িয়া, সলৌনা, হাসানপুর রোড, সমস্তিপুর, মুজাফফরপুর এবং হাজীপুর।

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ২৬৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দানাপুর থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (মঙ্গলবার ছাড়া)

রেল নং. ২৬৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যোগবানী থেকে ১৮-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (বুধবার ছাড়া)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৭.১০	দানাপুর	১১.৩০	—
২১.০০	২১.০২	খগড়িয়া	০৭.১৩	০৭.১৫
২৩.৪০	২৩.৫০	পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	০৪.৫০	০৫.০০
০০.১৮	০০.২০	আরারিয়া কোর্ট	০৪.০০	০৪.০২
০০.৪৮	০০.৫০	ফরবেসগঞ্জ	০৩.৩৫	০৩.৩৭
০১.২০	—	যোগবানী	—	০৩.২৫

গঠন: গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: হাজীপুর, মুজাফফরপুর, সমস্তীপুর, হাসানপুর রোড, সলৌনা, সহরসা (রিভারসেল), দৌরাম মাধেপুরা, বানমাখি।

উদ্বোধনী চলাচল

০৬৬০২ যোগবানী - ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ			
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
যোগবানী	—	১৫.৩০	১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার)
ফরবেসগঞ্জ	১৫.৪৪	১৫.৪৬	
আরারিয়া কোর্ট	১৬.০৯	১৬.১১	
পূর্ণিয়া	১৬.৪৫	১৬.৪৭	
কাটিহার	১৭.৪০	১৭.৫০	
বারাউনি	২১.৩০	২১.৪০	
বক্সার	০২.৩১	০২.৩৩	১৬-০৯-২০২৫ (মঙ্গলবার)
জব্বলপুর	১৭.৪৫	১৭.৫৫	
ইরোড	০৭.২০	—	১৮-০৯-২০২৫ (বৃহস্পতিবার)

গঠন: স্লীপার শ্রেণী- (আট), দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (এগারোটি), হট বাফেট কার (একটি), এলএসএলআরডি (দুটি) = ২২ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: নওগছিয়া, মানসি, খগড়িয়া, বেগুসরায়, শাহপুর পাটোরী, হাজীপুর, সোনপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, রঘুনাথপুর, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়, চুনার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগরাজ ছিউকি, জাসরা, মাঝৌরা, মানিকপুর, সাতনা, মাইহার, কাটনি, গদারওয়ারা, পিপারিয়া, ইটার্সি, জুন্নারপুর, ঘোরাডোংরি, বেতুল, নাগপুর, সেবাগ্রাম, চন্দ্রপুর, বালহারশাহ, মঞ্চেরিয়াল, ওয়ারাংগল, খাম্মাম, বিজয়ওয়াড়া, ওংগোল, গুদুর, নায়ুদুপেটা, পেরাম্বুর, আরাক্কোনাম, কাটপাডি, জোলারপেট্টাই জং., সালেম।

উদ্বোধনী চলাচল

০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট- শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) আরারিয়া কোর্ট থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
আরারিয়া কোর্ট	—	১৫.৩০
রহমতপুর	১৫.৩৮	১৫.৪০
বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৪৯	১৫.৫০
খাওয়াসপুর	১৫.৫৮	১৬.০০
লক্ষ্মীপুর	১৬.১০	১৬.১২
বরধা হল্ট	১৬.২৪	১৬.২৫
কালিয়াগঞ্জ	১৬.৩৫	১৬.৩৭
তেরাগাচ	১৬.৪৮	১৬.৪৯
বিবিগঞ্জ	১৬.৫৮	১৭.০০
তুলসিয়া হল্ট	১৭.১০	১৭.১১
পাওয়াখালি	১৭.২৫	১৭.২৭
কাদোগাঁও হল্ট	১৭.৩৮	১৭.৩৯
ভোগধর হাল্ট	১৭.৫০	১৭.৫১
ঠাকুরগঞ্জ	১৮.০৫	১৮.০৭
গলগলিয়া	১৮.২৪	১৮.২৫
নক্সালবাড়ি	১৮.৪৮	১৮.৫০
বাগডোগরা	১৯.১০	১৯.১২
শিলিগুড়ি জংশন	১৯.৪৫	—

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আট), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি- (একটি) = ১০ এলএইচবি কোচ

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ১৫৭০১ কাটিহার থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)

রেল নং. ১৫৭০২ শিলিগুড়ি জংশন থেকে ১৬-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৫.০০	কাটিহার জংশন	১৮.০৫	—
০৫.২৫	০৫.২৭	পূর্ণিয়া জংশন	১৭.০০	১৭.০২
০৫.৩৫	০৫.৩৭	কাসবা	১৬.৪৬	১৬.৪৮
০৫.৪৮	০৫.৫০	জালালগড়	১৬.৩৩	১৬.৩৫
০৬.১০	০৬.১২	আরারিয়া কোর্ট	১৬.১২	১৬.১৪
০৬.১৮	০৬.২০	রহমতপুর	১৬.০২	১৬.০৪
০৬.২৯	০৬.৩০	বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৫২	১৫.৫৩
০৬.৩৮	০৬.৪০	খাওয়াসপুর	১৫.৪২	১৫.৪৪
০৬.৫০	০৬.৫২	লক্ষ্মীপুর	১৫.৩০	১৫.৩২
০৭.০৩	০৭.০৪	বরধা হল্ট	১৫.১৮	১৫.১৯
০৭.১৩	০৭.১৫	কালিয়াগঞ্জ	১৫.০৬	১৫.০৮
০৭.২৫	০৭.২৬	তেরাগাছ	১৪.৫৫	১৪.৫৬
০৭.৩৫	০৭.৩৭	বিবিগঞ্জ	১৪.৪৪	১৪.৪৬
০৭.৪৬	০৭.৪৭	তুলসিয়া হল্ট	১৪.৩৩	১৪.৩৪
০৭.৫৮	০৮.০০	পাওয়াখালি	১৪.১৮	১৪.২০
০৮.০৯	০৮.১০	কাদোগাঁও হল্ট	১৪.০৮	১৪.০৯
০৮.১৯	০৮.২০	ভোগধর হল্ট	১৩.৫৮	১৩.৫৯
০৮.২৬	০৮.২৮	ঠাকুরগঞ্জ	১৩.৫০	১৩.৫২
০৮.৪০	০৮.৪১	গলগলিয়া	১৩.৩৭	১৩.৩৮
০৯.০০	০৯.০২	নক্সালবাড়ি	১৩.১৪	১৩.১৬
০৯.২০	০৯.২২	বাগডোগরা	১২.৫৯	১৩.০১
১০.১৫	—	শিলিগুড়ি জংশন	—	১২.৪৫

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আট), ব্রেক লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ১০ টি এলএইচবি কোচ।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

রংদার

পরনের সুতোয় সুবাস

শুধুই কি আর শিউলি ও ধূপধুনোর সুবাস মেখে পুজো আসে? আগমনীর বাতাস তো নতুন পোশাকেরও গন্ধ মাখা। হাটে কিংবা বড় দোকানে শত শত শাড়ির ভিড়ে পছন্দেরটা বেছে নেওয়ার আনন্দ ও গন্ধ একরকম। আবার শপিং মলের সুদৃশ্য ট্রায়াল রুমে শখের জামা বা কুর্তি পরে দেখার সময় অনেক ধরনের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। আজকাল অনলাইন কেনাকাটার ধাক্কায় নতুন পোশাকের গন্ধ কি আর তেমনভাবে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়? তিন লেখকের উপলব্ধি সাজানো রইল।

প্রচ্ছদ কাহিনী রণজিৎ দেব, অনিন্দিতা গুপ্ত রায় ও অগ্রদীপ দত্ত
ছোটগল্প সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
কবিতা বিপুল আচার্য, গণেশচন্দ্র রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, সুলগ্না বাগচী, উজ্জ্বল আচার্য, বিভা দাস ও আশিস সরকার

পুজো এসেছে আবার আমিই শোস্টপার
শোস্টপার কালেকশন
₹149 থেকে শুরু
STYLE BAAZAR
পুজোর সেরা সাজ
PRIORITY
₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499
cello 14 pcs
₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
65 cm
₹499-এ
হার্ড ট্রলি
₹7999 শপিং করলেই
MRP 6999
65 cm
₹199-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999
Brands Available
FOR MEN
square up CASUAL WEAR
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Awaya ETHNIC WEAR
Miss19 CLOTHING
MISS DESI
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
CELEBRATING 250 STORES
মেনস্‌ওয়্যার | লেডিসওয়্যার | কিডস্‌ওয়্যার | হোমনিডস | বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.
আজ শুভ উদ্বোধন মালদা-এ সুকান্ত মোড়ে (দ্বিতীয় স্টোর) | শীঘ্রই আসছি বাখরাহাট-এ | আমরা এখন গুসকরাতে (গ্রহরাজ মন্দিরের বিপরীতে)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার | ইসলামপুর | কালিয়াচক | কোচবিহার | গাজোল | চাঁচল | জলপাইগুড়ি | তুফানগঞ্জ | দিনহাটা | ধুপগুড়ী | পাকুয়াহাট | বালুরঘাট | মালবাজার | মালদা | রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়) | রতুয়া
শিলিগুড়ী দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা | আরামবাগ | ইলামবাজার | উলুবেড়িয়া | এগরা | করিমপুর | কৃষ্ণনগর | কাটোয়া | কাঁথি | কাঁচরাপাড়া | কাকদ্বীপ | কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা ·
মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান) | খড়গপুর | চাকদহ | চুঁচুড়া | ডানকুনি | ডোমকল | দুর্গাপুর | ধুলিয়ান | নলহাটী | নৈহাটী | পান্ডুয়া | বোলপুর | বহরমপুর | বাঁকুড়া | ব্যারাকপুর
বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) | বসিরহাট | বনগাঁও | বাগনান | বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়) | বেলুড় (রঙ্গোলি মল) | বরানগর | মেমারী | মালঞ্চ | রঘুনাথগঞ্জ
রামপুরহাট | রানাঘাট | রামরাজাতলা | শ্রীরামপুর | সোদপুর | সালকিয়া | সিঙ্গুর | সাঁতরাগাছি | সিউড়ী | হাবড়া | হাওড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দ অ্যাপার্টমেন্ট মার্কেটের পাশে · 545/1, জি. টি. রোড)

চাকরির প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা

পতিরাম, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রায় দুই লক্ষ টাকা প্রতারণার সম্মুখীন হলেন বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটী পঞ্চায়েতের গুটিন এলাকার তরুণ বাপ্পা বর্মন। জানা গিয়েছে, চাকরির প্রলোভনে পড়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, হোমগার্ড পদে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেন এক ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে প্রায় দেড় বছর আগে ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল বাপ্পার। প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝে বাপ্পা সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এবং পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। বালুরঘাট থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় ট্রেনে বাপ্পার সঙ্গে আলাপ হয় ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির। পরের মাসে দুটি ফোন নম্বর থেকে বাপ্পাকে ফোন করে জানানো হয়, তাঁর হোমগার্ডে চাকরি হয়েছে এবং তাঁকে কলকাতার ভবানী ভবনে যেতে হবে। গত বছরের ৫ অগাস্ট তিনি ভবানী ভবনে পৌঁচালে তাঁকে ১ নম্বর দরজার সামনে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সেখানে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা এসে তাঁকে ভবনের একটি ঘরে নিয়ে যান, যেখানে আরও কয়েকজন ছিলেন। দুপুর ২টা থেকে ৪টার মধ্যে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হয়। পরে ফোনে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন এবং জানান নিয়োগপত্র ই-মেল বা ডাক মারফত পাঠানো হবে।

এর কিছুদিন পরে আবার ফোন আসে। অভিযোগ, বাপ্পাকে জানানো হয়, চাকরির জন্য দুই লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ও ট্রেনিং ফি জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার অ্যাকাউন্টটি ইন্দ্রজিতের নামে ছিল। নির্দেশমতো ২৭ অগাস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধাপে ধাপে দুই লক্ষ টাকা জমা দেন বাপ্পা। এর কিছুদিন পর তাঁর ই-মেল আইডিতে একটি জয়েনিং লেটার আসে। কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুর এসপি অফিস থেকে কোনও নিয়োগপত্র না আসায় এবং ফোন নম্বর দুটি সুইচড অফ থাকায় বাপ্পা বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, 'মামলা দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানানো হয়েছে, চাকরির নামে টাকা লেনদেন না করতে এবং সন্দেহজনক প্রস্তাব পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

যদিও বাপ্পা নিজে এই ঘটনার বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

ক্যানসার আক্রান্তের পাশে মন্ত্রী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলদার গ্রামে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন সবিতা দাস। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে আর্থিক অনটনে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গ্রামে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

রোগীর খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানান তিনি। সবিতার চিকিৎসার খরচে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই কঠিন সময়ে সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি পরিবারের পাশে আছি।'

স্থানীয় মানুষ মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এলাকার প্রবীণ এক বাসিন্দা বলেন, একজন সাধারণ পরিবারের পাশে এভাবে দাঁড়ানো সত্যি প্রশংসনীয়।

ডেপুটেশন

বুনিয়াদপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতি ডেপুটেশন দিল গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসককে। গঙ্গারামপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আইসিডিএস কর্মীরা শুক্রবার দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়ে ১২ দফা দাবিতে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দিলেন। কাজে স্থায়ীকরণ, ন্যূনতম বেতন ২৬০০০ টাকা, জ্বালানি, সবজির বিল বাড়ানো, ৫জি মোবাইল প্রদান, অবসরকালীন পেনশনের দাবি ছাড়াও পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মে দিবসের ছুটি, পদোন্নতি, কর্মীদের মৃত্যুতে মৃতার কন্যাসন্তানকে কাজে নিযুক্তিকরণ সহ বিভিন্ন দাবি ছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদিকা অনীতা দাম সহ অন্যরা। গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা তাঁদের দাবিগুলি শোনেন। জেলা প্রকল্প আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে দাবিগুলি ওপরমহলে পাঠানো হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

অনলাইনে বিনিয়োগের ফাঁদ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : এক চাঞ্চল্যকর সাইবার প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে কুমারগঞ্জে। অনলাইনে বিনিয়োগের প্রলোভনে পড়ে প্রায় ষোলো লক্ষ টাকা খুইয়ে ফেললেন জাকির সরকার নামের এক শিক্ষক। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও প্রতারিত শিক্ষক জাকির সরকার সংবাদমাধ্যমের কাছে কিছু বলতে চাননি।

গত ২৪ জুলাই ফেসবুকে একটি 'স্টক মার্কেট লার্নিং'-এর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে জাকিরের। বিজ্ঞাপনের লিংকটি ক্লিক করলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন রাজীব এউনি নামে এক ব্যক্তি। রাজীব তাঁকে নিরাপদ বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে নিজের সহকারী তন্বী দেশপান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। হোয়াটসঅ্যাপে কথোপকথনের পর তন্বী তাঁকে একটি সংস্থার ইকুইটি ফান্ডে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন এবং একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি খুলে নিতে বলেন।

প্রতারকদের কথায় আস্থা রেখে জাকির মোবাইল অ্যাপটি ডাউনলোড করেন। এরপর ধাপে ধাপে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তিনি প্রায় সাড়ে পনেরো লক্ষ টাকা জমা করে দেন। তারপর আরও টাকা জমা করতে তাঁকে চাপ দেওয়া হয়। এই সময়ে সন্দেহ হয় জাকিরের। তখন তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তে সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞরা যুক্ত হয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'আমরা সর্বদা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন সচেতনতা সভা, জেলার ও রাজ্যের পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া পেজের মাধ্যমে নিয়মিত সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। প্রতারিত হলে কী করণীয় সে বিষয়েও দিকনির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।' বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন বা অনলাইনে বিনিয়োগের প্রলোভন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যাচাই না করে তড়িঘড়ি বিনিয়োগে নামলে বড়সড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়।

সন্তান কোলে গন্তব্যের পথে। শুক্রবার গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

হবিবপুরের গ্রামে ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্স

বাড়িতেই সন্তান প্রসব

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন এক গর্ভবতী। কিন্তু বেহাল রাস্তার জেরে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার উপায় নেই। অসহায় হয়ে ওই মহিলাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না পরিবারের। অবশেষে বাড়িতেই সন্তান প্রসব করেন ওই মহিলা। বৃহস্পতিবার কোনওমতে রাত পার করে সকালে প্রসূতি ও সদ্যোজাতকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে ওই পরিবার। অবশেষে শুক্রবার মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিতে গ্রাম থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত খাটিয়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মা ও সদ্যোজাতকে খাটিয়ায় চাপিয়ে হাসপাতালের পথে নিয়ে যাওয়ার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পেট্রোলগড় সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজন। যদিও সমাজমাধ্যমে এ বিষয়ে ভাইরাল ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কিন্তু এমন ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাণ্ডব সিংহ।

অতীতে, রাস্তা খারাপ থাকায় রোগীকে খাটিয়ায় করে মূল রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। এবার রোগীর পরিবর্তে প্রসূতি ও সদ্যোজাত। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তির জেরে হবিবপুরের পেট্রোলগড় এলাকার উন্নয়ন নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, বেহাল রাস্তার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছাতে না পারায় প্রসবযন্ত্রণায় কাতরানোর পরও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি নমিতা হাঁসদাকে। বাড়িতেই পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। শুক্রবার সকালে খাটিয়ায় করে মা ও সদ্যোজাতকে পেট্রোলগড় থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন মা ও নবজাতক।

খাটিয়ায় হাসপাতালের পথে।

> পেট্রোলগড় থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরত্ব। তার মধ্যে দুই কিলোমিটার রাস্তা খুব খারাপ। অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে না পারায় বৃহস্পতিবার বাড়িতে প্রসব করেছেন গর্ভবতী। রাস্তার জন্য গ্রামবাসী লিখিত দাবি জানিয়েছেন। পঞ্চায়েতের পক্ষে এত বড় কাজ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।
>
> **পাণ্ডব সিংহ**
> *প্রধান, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত*

রাস্তা বেহাল

- বেহাল রাস্তার জেরে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার উপায় নেই
- বাড়িতে প্রসবযন্ত্রণায় কাতর গর্ভবতী
- বৃহস্পতিবার রাতে সন্তান প্রসব, শুক্রবার খাটিয়ায় হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা
- প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও অবস্থার উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর

নমিতাদেবীর স্বামী সঞ্জিত সোরেন বললেন, 'বেহাল রাস্তার কারণে আমাদের গ্রামে কোনও গাড়ি ঢোকে না। সেই কারণে প্রসূতি স্ত্রীকে হাসপাতালে আনতে পারিনি। বাড়িতেই স্ত্রী সন্তানের জন্ম দেয়। আজ খাটিয়ায় করে স্ত্রী ও সন্তানকে মূল রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে আসি। তারপর গাড়ি করে হাসপাতালে। বর্তমানে স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ রয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ফিলিপ হেমব্রম বলেন, 'এর আগেও গ্রামে এধরনের ঘটনা ঘটেছে। আমরা কোন যুগে বসবাস করছি? আমরা বারবার রাস্তার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। আজ আমরা গ্রামবাসীরা মিলে ফের পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিতভাবে রাস্তার জন্য আবেদন জানিয়েছি।'

শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাণ্ডব সিংহ বলেন, 'পেট্রোলগড় থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরত্ব। তার মধ্যে দুই কিলোমিটার রাস্তা খুব খারাপ। অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে না পারায় বৃহস্পতিবার বাড়িতে প্রসব করেছেন প্রসূতি। রাস্তার জন্য গ্রামবাসী লিখিত দাবি জানিয়েছেন। পঞ্চায়েতের পক্ষে এত বড় কাজ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।'

জেলা শাসকের দ্বারস্থ কৃষকরা

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : নির্ধারিত মূল্যে কৃষকরা সার কিনতে পারছেন না। সরকারি মূল্যে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার যাতে কৃষকরা কিনতে পারেন তার জন্য পদক্ষেপ করার দাবিতে শুক্রবার জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতি। কৃষকদের দাবি, রাসায়নিক সারের প্যাকেটে যা এমআরপি লেখা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি দামে তা কিনতে হচ্ছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, সঠিক দামে কৃষকরা সার যাতে পান, সে নিয়ে প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। আগামী রবি মরশুমে সমস্যায় পড়তে হবে কৃষকদের। তাঁদের দাবি মানা না হলে কৃষকরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক বৈঠক

পতিরাম, ১২ সেপ্টেম্বর : পতিরাম থানার উদ্যোগে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৪০টি দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে শুক্রবার আলোচনা সভা ও আসান পোর্টাল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবির হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিডিও প্রগতি নওটিয়াল, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টারের বিক্রম প্রসাদ, পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো সহ ভূমি, বিদ্যুৎ ও দমকল দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বংশীহারীর বাজেবিকর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম হাসান আলি (৬২)। শুক্রবার সকালে বাড়ির বারান্দায় তাঁর দেহ পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাদক পাচারে জড়িত দম্পতি, গ্রেপ্তার স্ত্রী

হেমতাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশে কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

প্রায় ৫০ হাজার টাকার কাফ সিরাপ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে ধৃত ইসমাতুন খাতুনের কাছ থেকে। জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ইসমাতুনের স্বামী জাহিরুল ইসলাম সেখান থেকে কাফ সিরাপ কিনে কুরিয়ারের মাধ্যমে বাড়িতে পাঠাতেন। হেমতাবাদ থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সমষপুর সংলগ্ন মিনাপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে তা সীমান্তবর্তী মালন বিওপি, চৈনগর বিওপি, মহিষাগাঁও বিওপি দিয়ে ভারতীয় মাদক কারবারিদের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতেন ইসমাতুন।

কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর এমন কারবার সম্পর্কে কিছুই টের পাননি মিনাপাড়ার বাসিন্দারা। কিন্তু বিশেষ সূত্রে ইসমাতুনের সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যায় হেমতাবাদ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বাড়ি থেকেই বাজেয়াপ্ত করা হয় পার্সেল বক্সের মধ্যে থাকা ২২৮টি বোতল কাফ সিরাপ। এরপরেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার ইসমাতুনকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের এনডিপিএস কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'অভিযুক্ত ওই মাদক কারবারির বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশ আদালতকে জানিয়েছে।' অন্যদিকে, এই ঘটনায় ধৃত মহিলার স্বামী জাহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করে পুলিশ। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'এই পাচারের সঙ্গে ওই মহিলার স্বামীও যুক্ত রয়েছে। তদন্তে একাধিক নাম পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকের খোঁজ শুরু হয়েছে।'

মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। - সংবাদচিত্র

সেপটিক ট্যাংকে শ্রমিকের দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার একটি মাখনা প্রক্রিয়াকরণ ফড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে বিহারের এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। মৃত শ্রমিকের নাম সানিকুমার সিংহ (২৫)। তাঁর বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙ্গা এলাকার মোস্তফাপুর গ্রামে। তিন মাস আগে সে এলাকায় এসেছিল মাখনা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে। ওই শ্রমিক হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকার একটি ফড়িতে কাজ করতেন। গত ১০ তারিখ থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গতকাল রাত দশটা নাগাদ ওই ফড়িতে থাকা একটি বাচ্চা মেয়ে শৌচকর্ম করার জন্য পাশের শৌচালয়ে যায়। ফিরে এসে মা-বাবাকে বলে, তাদের শৌচালয়ের ট্যাংক ভাঙা রয়েছে। এরপর সেখানে তার বাড়ির লোক ট্যাংক পরীক্ষা করতে গেলে দেখতে পান, ভেতরে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

সচেতনতা শিবির

গঙ্গারামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের নিয়ে শুক্রবার সচেতনতা শিবির হল। গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, ডেপুটি লেবার কমিশনার সৌমজিৎ রায়, ইনস্পেকটর শুভজিৎ বড়ুয়া সহ অন্য আধিকারিকরা। এদিন পরিবহণ শ্রমিকদের শ্রম দপ্তরের তরফে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়। বেশ কয়েকজনের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামীদিনে পরিবহণ শ্রমিকরা যাতে শ্রম দপ্তরের তরফে আরও বেশি করে সরকারি অনুদান বা সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করেন, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সংরক্ষণের দাবিতে ক্ষোভ

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : ওবিসি 'এ' ও ওবিসি 'বি' ক্যাটিগোরির মধ্যে সংখ্যালঘুদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ওবিসি অধিকার রক্ষা মঞ্চ। তোষণমুক্ত সংরক্ষণের দাবিতে মিছিল করে সংগঠনের সদস্যরা জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে গিয়ে মাইক হাতে বিক্ষোভ দেখান।

সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক প্রদীপকুমার সরকার বলেন, 'ওবিসি সংরক্ষণের নামে রাজ্যে সংখ্যালঘু তোষণের অপচেষ্টা চলছে। প্রকৃত দাবিদাররা বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা এই নিয়ে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছি। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

বিধায়কের সাহায্য

সামসী, ১২ সেপ্টেম্বর : অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনদিন আগে চাঁচল-২ ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোরখপুর গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিক ফারুক আলি ও সাদ্দাম হোসেনের বাড়িতে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। ঘটনায় তিনটি ঘর, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে দুটি পরিবার। ফারুক ও সাদ্দাম দুজনেই বর্তমানে ভিনরাজ্যে কর্মরত। বিধায়ক ব্যক্তিগতভাবে কিছু আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি বিডিওকে বলে তাঁদের বাংলা আবাস যোজনার অধীনে পাকা ঘর করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অবসরপ্রাপ্তদের দাবি

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হেলথ স্কিমে ক্যাশলেস সুবিধা ও প্রতিবছর মূল পেনশনের ৩ শতাংশ বৃদ্ধির মতো ৬ দফা দাবিতে শুক্রবার জেলা শাসক মারফত রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠাল সারা বাংলা পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শেখর রায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে তাদের দাবিপত্র দেয়।

দুঃসাহসিক চুরি

পতিরাম, ১২ সেপ্টেম্বর : বদলপুর এলাকায় বুধবার গভীর রাতে লালবিহারী দাসের গোডাউন ও দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। ৪৫ বস্তা ধান, চার বস্তা গম, প্রায় ২৫ কেজি রসুন, পাম্পসেট, ওজন মেশিন, স্প্রে মেশিন, নগদ টাকা সহ কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী, বিস্কুট, চালভাজা, চিপস ও সিগারেট ভর্তি কার্টনও উধাও হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : একগুচ্ছ অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার বিকেলে কালিয়াচকের এক নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশিকা জারি করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ। পাশাপাশি ওই নার্সিংহোমের ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট বা সিই লাইসেন্স বাতিলের জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ অগাস্ট ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের একটি প্রতিনিধিদল কালিয়াচক এলাকার একটি নার্সিংহোমে হানা দেয়। তাতে ধরা পড়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রোগীকে চেকআপ করছেন একজন অ্যানাস্থেটিস্ট। একইসঙ্গে অসুস্থ রোগীকে রক্ত দেওয়া এবং রক্ত সংরক্ষণের বিষয়েও বেশকিছু বেনিয়ম ধরা পড়ে বলে অভিযোগ। নার্সিংহোমে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ছিল না বলে দাবি।

অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ জানান, একগুচ্ছ গাফিলতিতে কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই নার্সিংহোমের সিই লাইসেন্স বাতিল করার জন্যও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বলা হয়েছে।

স্মারকলিপি

বামনগোলা, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের বামনগোলা ইউনিটের তরফে বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিট সম্পাদক প্রশান্ত প্রামাণিক সহ সংগঠনের সদস্যরা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সমান্তরালে।। রাজাভাতখাওয়ায় ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সান্যাল।

পাঁচদিন ধরে দুর্গার সঙ্গে আরাধনা চলে মা কালীরও

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : একটাই মন্দির। মন্দিরে দুটো আলাদা আসনে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মা দুর্গার সঙ্গে পূজিত হবেন মা কালী। ১৯৪ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য মেনে এইভাবেই পুজো হয়ে আসছে হরিরামপুর ব্লকের বেটনা গ্রামের চক্রবর্তীবাড়িতে।

হরিরামপুর থেকে মালদা, রায়গঞ্জ কিংবা বালুরঘাট যাওয়ার জন্য ছিল মাটির সরু আলপথ। গোরুর গাড়ি চলাচলের জন্য ছিল মাটির রাস্তা। জঙ্গল ঘেরা হরিরামপুরে বাঘের দেখা পেয়েছেন এমন গল্প কান পাতলেই শোনা যায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে গিয়েছে হরিরামপুর। দুর্গা ও কালীপুজোর প্রচলন শুরু করেছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী। নানা ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হরিরামপুরবাসীর মঙ্গলকামনায় এই পুজোর প্রচলন হয়েছিল। যখন এই পুজো শুরু হয়েছিল, তখন ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোথাও দুর্গাপুজো হত না। হরিরামপুর বংশীহারীর একাধিক গ্রাম থেকে ধামসা-মাদল নিয়ে ছুটে আসতেন আদিবাসী মানুষজন। চলত মণ্ডপজুড়ে নাচ। অষ্টমীতে আসর বসত মনসা পালাগানের। কিন্তু এখন তা আর হয় না।

তবে বেটনা গ্রামের চক্রবর্তীবাড়ির পুজো প্রথম দিন থেকেই সর্বজনীন পুজোর রূপ নেয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একচালার দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মাটির দেওয়ালের মাথায় টিনের চাল দিয়ে আটকানো পুরোনো মন্দিরেই এবারও পুজোর আয়োজন চলছে। দীর্ঘদিন ধরেই নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে চক্রবর্তীবাড়ির পুজো। সপ্তমীতে খিচুড়ি, অষ্টমীতে লুচি-পায়েস, নবমীতে অন্নভোগ হয়। পুজোর জোগাড়, ভোগ রান্না সবকিছু করেন চক্রবর্তীবাড়ির মেয়ে-বৌরা। দীর্ঘকাল ধরে পুজো চক্রবর্তীবাড়ির ছেলেরাই করতেন। করোনার পর থেকে বাইরের পুরোহিত দিয়ে পুজো হয়। পুজো শেষে দুর্গা ও কালী প্রতিমার নিরঞ্জন হলেও সারা বছরই এই মন্দিরে নিত্যপুজো হয়।

পুজোর উদ্যোক্তা অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন, 'দুর্গাপুজোর সঙ্গে কেন কালীপুজো শুরু হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা নেই। তবে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গাপুজোর পরে রোজ কালীপুজো করা হয়। এখানে বলি দেওয়ার প্রচলন নেই।' হাতেগোনা কয়েকদিন পরেই পুজো। তাই এখন থেকেই চক্রবর্তীবাড়িতে দুর্গাপুজোর সঙ্গে কালীপুজোর জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বেটনার চক্রবর্তীবাড়ির ১৯৪ বছরের মন্দির। -সংবাদচিত্র

> দুর্গাপুজোর সঙ্গে কেন কালীপুজো শুরু হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা নেই। তবে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গাপুজোর পরে রোজ কালীপুজো করা হয়।
>
> **অরুণাভ চক্রবর্তী**
> *পুজো উদ্যোক্তা*

খুব যত্নে আঁকি... কুমোরটুলিতে শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন যাদবপুরে

ছাত্রীমৃত্যুর পর জারি একগুচ্ছ নির্দেশিকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের একটি মৃত্যুর পর টনক নড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। শনিবারই নির্দেশিকা জারি করে প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনসাধারণের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে। সন্ধে ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে পরিচয়পত্র দেখানো আবশ্যক। কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ ও অনৈতিক কার্যকলাপ করা যাবে না। দু-চাকা ও চার চাকা গাড়ির প্রবেশের ক্ষেত্রেও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর মৃত্যুতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমস্ত জায়গায় যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই, তা শুক্রবার স্বীকার করেছেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত। ৪ নম্বর গেট থেকে ঢুকেই ডানদিকে কলা বিভাগের উলটোদিকের ঝিল থেকে পড়ুয়াকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল সিল করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এদিন পৌঁছোন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় টাস্ক ফোর্সও আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ওই পড়ুয়ার পরিবার এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৪ নম্বর গেটের কাছে গৌরদাস বাউল ও তাঁর দলকে নিয়ে 'ড্রামা ক্লাব' একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। নিমতার বাসিন্দা অনামিকার মৃত্যুতে এদিন সহ উপাচার্য জানান, রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অনুমতি ছিল না। এক্ষেত্রে কত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছে তার পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ঘটনা অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটেছে কি না তাও তিনি জানেন না। তবে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। তবে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরে কোনও মাদক দ্রব্য ছিল কিনা, তা জানতে ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে। পড়ুয়াদের একাংশ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২০২৩ সালে র‍্যাগিং কাণ্ডে মৃত পড়ুয়ার বাবাও এদিন এই ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বিবৃতি জারি করে সিসিটিভি ও ক্যাম্পাসের অন্দরে পুলিশি নিরাপত্তার দাবি করেছেন।

কাজে দেরি নয়

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নবান্নে অর্থ দপ্তর 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে সারতে জরুরি সার্কুলার জারি করেছে। নবান্নের খবর, পুজোর সময় নিজের নিজের এলাকায় নজর রাখার পাশাপাশি বিধায়কদের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের শিবিরগুলির সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অমান্য

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : মেয়ো রোডে প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের সভায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা উপস্থিত থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিরোধী দলনেতা আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, এই অভিযোগে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য।

মেয়াদ শেষ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সোমবারই কার্যকাল শেষ হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। ওইদিন তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবে আইনজীবীদের সংগঠনগুলি। মাদ্রাজ হাইকোর্টে ২০২১ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথমে অস্থায়ী, তারপর স্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে বসানো হয়েছিল তাঁকে।

কমিশনের নয়া ফরমান

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৪-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে সাধারণ ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। দু-দিনের সফরে ইআরওদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তালিকা সংশোধন খতিয়ে দেখতে কয়েকটি জেলাতেও যেতে পারেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এদিন বলেন, 'আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে এই তালিকা যাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমস্ত ইআরও (ডিএম) দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' রাজ্যে ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি ধরে এসআইআর হবে। ইতিমধ্যেই সেই কথা জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। ওই ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ কোন নথি দরকার, তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মূলত এই বিভ্রান্তি দূর করতেই কমিশনের এই উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ওই ভোটার তালিকার ছবি বা নথি সঙ্গে রাখলেই হবে। কিন্তু এই নথিও গরিব প্রান্তিক মানুষের পক্ষে জোগাড় করা কঠিন হতে পারে। সেইজন্য কমিশন নিজেই এই দুটি ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, সেই ভোটারদের আলাদা করে চিহ্নিত করে ওয়েবসাইট মারফত তাঁদের জানিয়ে দিতে চায়। যাতে এসআইআর শুরু হলে নতুন করে তাঁদের কোনও তথ্যতালাশ করতে হবে না।'

১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দেশের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি বৈঠকে বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতারা এসআইআর নিয়ে গেলো গেলো রব তুললেও বিহারের মানুষ এমনকি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসআইআরকে স্বাগত জানিয়েছেন। গরিব মানুষের কাছে নথি না থাকার ফলে তাঁদের বেনাগরিক হয়ে পড়া নিয়ে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিল, বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দাবি, তা সঠিক নয়। কমিশন দেখেছে, নথি না থাকা ভোটারের সংখ্যা শহর এবং নগরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই বেশি।

খাদান ধসে মৃত ৬

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : বীরভূম জেলার নলহাটি থানা এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামের পাথর শিল্পাঞ্চলের পাথর খাদানে ধসে মৃত্যু হল ছয় শ্রমিকের, আহত আরও চারজন। তাদের বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতরা হলেন রথীন দফাদার, লালবাবু শেখ, সামিউল মোল্লা, হযরত আলি, রথু মণ্ডল, জিয়াউল শেখ। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এর আগেও রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই এলাকার পাথর খাদানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারপরেও এই ঘটনা কী করে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পাথর ফাটানোর জন্য ড্রিল মেশিন দিয়ে খাদানের দেওয়ালে গর্ত করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। সেই গর্তে বিস্ফোরক ভরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর ফাটানো হয়। যেখানে ড্রিল করা হচ্ছিল তার নীচেই কাজ করছিলেন আরও কিছু শ্রমিক। ড্রিল করার সময়েই পাথরে ধস নামে। সেই পাথরে আঘাত লেগে জখম হন দশজন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওখানকার অধিকাংশ পাথর খাদনে অবৈধ বলেন জানা গিয়েছে। যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাঁদেরও নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয় না। রাস্তার দু-ধারে মরণফাঁদের মতো খাদানগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায়ই সেখানে পথচলতি মানুষ পড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু এতকিছুর পরেও বিষয়টি নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। কেউ মারা গেলে শাসকদলের নেতারা মৃতদেহ কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। মৃত শ্রমিকের পরিবারও টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখেন, ফলে পাথর শিল্পাঞ্চলে দুর্ঘটনা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃতের আত্মীয় কল্যাণ মণ্ডল বলেন, 'সব অবৈধ খাদান। পুলিশ, প্রশাসনের মদতে এই সমস্তটা চলছে। অবিলম্বে অবৈধ খাদান বন্ধ করতে হবে।'

বিষয়টিতে সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরাও। সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিকের কথায়, 'এই দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসন এবং শাসকদল দায়ী। কারণ, তাদের মদতেই দিনের পর দিন এই সমস্ত অবৈধ পাথর খাদান রমরমিয়ে চলছে। মাঝে খাদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে ছয়টি প্রাণ অকালে চলে গেল।' এলাকার বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং বলেন, 'খবর পেয়ে হাসপাতালে এলাম। তবে কীভাবে হয়েছে বলতে পারব না।'

মেট্রোয় বন্ধুর ছুরির আঘাতে খুন ছাত্র

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বচসার জেরে ছুরির আঘাতে খুন হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। এই ঘটনার পর কলকাতা মেট্রোয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় নিহত মনোজিৎ যাদব বরানগরের বাসিন্দা। সে বাগবাজার হাইস্কুলের ছাত্র। এদিন ৬-৭ জন বন্ধু দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর টিকিট কাউন্টারে যায়।

সেখানেই তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরই এক ছাত্র মনোজিৎকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। বাকি ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ঘটনার সময় স্টেশন ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন না। খবর পেয়েই তিনি এবং আরপিএফ-এর এক ইনস্পেকটর ঘটনাস্থলে যান। ওই এলাকা ঘিরে রেখেছে আরপিএফ। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মেট্রো স্টেশনে এই ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্টেশনে ঢুকলে ব্যাগ সহ প্রত্যেকের শরীরের পরীক্ষা পর্যন্ত করার নিয়ম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মতো ব্যস্ত স্টেশনে এক ছাত্র ছুরি নিয়ে প্রবেশ করল এবং অপর ছাত্রকে আঘাত করা সত্ত্বেও আরপিএফ-এর নজরে কেন এল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেট্রো কর্তৃপক্ষ কোনও বিবৃতি দেয়নি।

বঙ্গ সফরে রাহুল-প্রিয়াংকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধি। প্রদেশ কংগ্রেসকে নতুনভাবে গুছিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে এআইসিসি। জোট নয়, বরং সংগঠনে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরেছেন কেসি বেণুগোপাল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবারও ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের সঙ্গে হাইকমান্ডের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ছিলেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, গোলাম আহমেদ মীর, দীপা দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা উপাসানা তামাং - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34L 62838 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম না যে কীভাবে তা বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে পারবো। তারপর আসে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি, যারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার ফলে আমি সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উপায় পেয়েছি। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ ভাদ্র ১৪৩২

সাংবিধানিক চেতনা

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল- উপমহাদেশের তিন দেশে গণ অভ্যুত্থানের চেহারায় যতই পার্থক্য থাকুক, চরিত্রটা মোটামুটি একরকম। স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের পরিবর্তন। অনাচার বন্ধের লক্ষ্যে সরকারকে গদিচ্যুত করা। ভারতের তিনদিকে তিন দেশে গত তিন বছরে জনগণের হাত ধরে এই রাজনৈতিক পালাবদল উপমহাদেশের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায়নি।

তবে গণ অভ্যুত্থানের পর এখনও পর্যন্ত শুধু শ্রীলঙ্কাতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের সরকারের অবসানের পর দ্বীপরাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসেছে দিশানায়েকের নেতৃত্বে বামপন্থী সরকার। এখনও পর্যন্ত সেই সরকারের কাজকর্ম নিয়ে শ্রীলঙ্কার জনসাধারণের বিশেষ কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা কমেনি।

নেপালেও গণ অভ্যুত্থানের কারণে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর সরকারের পতন ঘটেছে। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে। তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি না কুলমান ঘিসিং কিংবা অন্য কারও হাতে শেষমেশ ক্ষমতা যাবে কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তিন প্রতিবেশী দেশে কমবেশি একইরকমের গণ অভ্যুত্থান ঘটায় ভারতে অনুরূপ ঘটতে পারে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রে হোক বা রাজ্যে, শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ উর্ধ্বমুখী।

বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রুজিরুটির সমস্যা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে খরচ বৃদ্ধির মতো সমস্যা সারা দেশকে গ্রাস করেছে। এর সঙ্গে আছে ভোট চুরি, নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থার সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাতের অভিযোগ। বিরোধীরা কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার অভিযোগ তুলছে। দেশের নাগরিককেই নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কাঠগড়ায় তোলায় ক্ষোভ যথেষ্ট।

আবার পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগে দুর্নীতি, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, অভয়া-তামান্না খুনের মতো ঘটনায় অসন্তোষ যথেষ্ট। সরকারি সিদ্ধান্তের জাঁতাকলে মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে ক্ষোভ-অসন্তোষের আগুনে বিদ্রোহের রূপ নেওয়ার বহু উদাহরণ ইতিহাসে আছে। তবে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপালের সঙ্গে ভারতের বড় পার্থক্য হল রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ। এদেশে মানুষের হাতে সবথেকে বড় অস্ত্রটি হল ভোটাধিকার।

ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আছে। এর নেপথ্যেও সংবিধান। বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচনা হয়েছিল তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে ভারতের হাজার বছরের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন। প্রতিটি পরতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা। ভারতের সংবিধান তাই প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ষাকবচও। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভালোভাবেই জানে, জনসাধারণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

আজ যে শাসক, জনতার ভোটে কাল তাকে হয়তো বিরোধী আসনে বসতে হতে পারে। আজ যাকে বিরোধী বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, আগামীদিনে যে তার হাতে ক্ষমতার রাশ উঠবে না- একথা হলফ করে ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে বলা অসম্ভব। এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা উপমহাদেশের পড়শি রাষ্ট্রগুলিতে অতীতেও ছিল না। আগামীদিনে থাকবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। ভারতে প্রতিবাদ, আন্দোলন অতীতে হয়েছে। আগামীদিনেও হবে। সেই আন্দোলনের ফলে কখনো-কখনো সরকারের পতনও হয়েছে ঠিকই। তবে সবটাই হয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে।

মহাত্মা গান্ধির দেশে সত্যাগ্রহ, অহিংস শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যে সরকারকে পিছু হটানো সম্ভব, সেটা কৃষকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘটনায় প্রমাণিত। যতদিন ভারতে সংবিধান, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চেতনা অক্ষত এবং অটুট রয়েছে, ততদিন এদেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উথালপাথাল পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। অসম্ভবও বটে। ভারতীয় জনতার সার্বিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের চেতনা সেক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় পাবি?

জনবিক্ষোভ শুধু উপমহাদেশে হচ্ছে না। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আজ পৃথিবীজুড়ে। জনতা সর্বত্র ক্ষুব্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো একবারেসাদা।ছোটখাটো চেহারা। মধ্যবয়সিনী। তো তিনি যখন 'ব্রেক ডিসি' স্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে হাজার হাজার মানুষের সামনে কথা বলছেন আমেরিকার রাজধানীতে, উচ্চারণ শুনলে বাঙালি মনেই হবে না।

অবাক হবেন না, তিনি বাঙালিনীই। কেয়া চ্যাটার্জি নাম। ওয়াশিংটনের নিরাপত্তার দায়িত্ব ট্রাম্প প্রশাসন স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ সেখানকার নানা ভাষী মানুষ। ইংরেজি, স্প্যানিশে নানারকম স্লোগান লিখে আনা হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষকে শপথ নেওয়ালেন কেয়া। এক একটা করে বাক্য তিনি বলছেন। তা শুনে উচ্চারণ করছে জনতা। তিনবার বলা হল, 'উই হ্যাভ নাথিং টু লুস বাট আওয়ার চেইনস।' কার্ল মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহুচর্চিত শেষ লাইনটা।

বাংলার শিকল ভাঙার গান মনে পড়বে, মনে পড়বে অমর লাইন। শিকল ছাড়া আমাদের হারানোর কিছু নেই।

এই ধরনের কথা বলতে বলতেই আমেরিকার রাজধানীর রাস্তায় দু'দিন আগে নেমেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। ট্রাম্প যে রেস্তোরাঁয় খাচ্ছেন, সেখানে পর্যন্ত ঢুকে স্লোগান দিয়েছেন জনা কয়েক মহিলা। প্যালেস্তাইন নিয়ে, ভেনিজুয়েলা নিয়ে।

নেপালে ক্ষিপ্ত জনতার তাড়া খেয়ে ক্যানালের জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী, হেলিকপ্টারে বাড়ির ক'জনকে নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে পালাচ্ছেন আর এক ক্ষমতাবান নেতা। এসব দৃশ্য দেখে অনেকেরই সাফ দেশগুলোর চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মনে পড়ছে।

বাস্তব কিন্তু তা বলছে না। বাস্তব বলে, ইউরোপ-আমেরিকা সহ সব মহাদেশেই মানুষের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। পৃথিবী মোটেই সুখী নেই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির এক কবিতার লাইন সামান্য পালটে বলা যায়, 'শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় আছে, শান্তি কোথায় পাবি?' মুক্তিও নেই, শান্তিও নেই।

বিক্ষোভের কারণগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম। আবার ইন্দোনেশিয়া থেকে স্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা থেকে উগান্ডা, ভারত থেকে থাইল্যান্ড-- অনেক দেশেই প্রতিবাদের একটা কারণ সরকারের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। এবং সেই প্রতিবাদের এক এক স্টাইল।

সেদিন জার্মানিতে উগ্র দক্ষিণপন্থী পার্টি এএফডি নেতা এলিস উইডেলের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন এক টিভি সাংবাদিক। এক পার্কে খোলা মঞ্চে। হঠাৎই দেখা গেল সেখানে একটি বাস পার্ক করা। সামান্য দূরে ওই পার্টির বিরোধী সমর্থকরা গান করছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন। এবং সেই গান বাসের মাইক্রোফোন মারফত ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা পার্কে। উইডেল প্রকাশ্যে বলেন, তিনি লেসবিয়ান। তাঁর সঙ্গিনী শ্রীলঙ্কা জাত সারা বসার্ড। সারাকে দত্তক নিয়েছিলেন এক সুইস দম্পতি।

নেত্রী ভদ্রমহিলা ইন্টারভিউ দেবেন কী, তাঁর কোনও কথাই আর টিভিতে শোনাই যাচ্ছিল না ভালো করে। ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গিয়েছে, ফলে আর থামানো যায়নি। ওই অবস্থায় শোনাতে হয়েছে। কিন্তু এলিসের অধিকাংশ কথাই মানুষ শুনতে পারেনি। শুনেছে গান ও স্লোগান।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সত্যিই কত রকম হয়, আজ তা বিশ্ব টের পাচ্ছে।

লন্ডনে এই সপ্তাহে যে বিক্ষোভগুলো হতে চলেছে, তা বিষয় বৈচিত্র্যে চোখ টানবে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিছিল। নার্সদের পক্ষে বিক্ষোভ। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তরুণদের পদযাত্রা। গ্রেট ব্রিটেনে ফ্রি স্পিচের দাবিতে মিছিল। এত বিষয় বৈচিত্র্য ভারতের কোন শহর দেখাবে?

নেপালে যখন লন্ডভন্ড করে দেওয়া হচ্ছে পার্লামেন্ট, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোটেলে, ঠিক তখনই প্যারিসের রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার মানুষ।

শুধু প্যারিস বলাটা ভুল, গোটা ফ্রান্স জুড়েই চলল প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীরা হাইওয়ে আটকে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল ব্যারিকেড। জলকামান দিয়ে তাদের থামিয়েছে ৮০ হাজার পুলিশ। এখানে প্রতিবাদ ছিল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর নানা নীতি নিয়ে। ম্যাক্রোঁ তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী করায় আরও রাগ মানুষের। প্রতিবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার'।

ফ্রান্সে তো বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে, কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইদানীং সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ ইউরোপ দেখেছে সার্বিয়ায়। ওখানে আবার সরকার এবং সরকার বিরোধী জনতার মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে বারবার। বিভিন্ন শহরে। এ পক্ষ ও পক্ষকে আক্রমণ করছে বাজি, পাথর, কাচ দিয়ে।

লন্ডনের গার্ডিয়ান কাগজে এ নিয়ে সরকার বিরোধী কড়া সম্পাদকীয় বেরোনোর পর সার্বিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচ নিজে চিঠি লিখেছেন সেই কাগজে। এমনটা সচরাচর হয় না। সচরাচর কেন, কোনও দিনও এরকম শুনিনি যে, বিদেশি প্রেসিডেন্ট অন্য দেশের কাগজে প্রতিবাদে চিঠি পাঠাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের যুক্তি, গত ৯ মাস ধরে তেইশ হাজার বেআইনি মিছিল বেরিয়েছে সার্বিয়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তবু পুলিশ নাকি কিছু করেনি। বাস্তব বলছে ছবিটা অন্য।

অ্যান্টিট্যুরিজম প্রোটেস্ট— এই শব্দটা কি আগে শুনেছেন? পর্যটকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গত এপ্রিলে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা সহ স্পেনের ৪০টি শহরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে জনতা। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটকরা আসায় গণহারে দাম বেড়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর ও রোজকার খরচ বৃদ্ধি, পরিবেশের দুর্দশা নিয়েই তাদের বেশি ক্ষোভ। এই ক্ষোভ শেষপর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ইতালি বা পর্তুগালে। এমনকি মেক্সিকোতেও। ট্যুরিজম প্রোটেস্ট নিয়ে একটা কথা চালু হয়েছে এখন। সেটা এই কারণেই।

ভেনিস শহরের এক তরুণী শিক্ষক মার্তা সত্তরোভার গল্প বলা যাক। তাঁর ইন্টারভিউ পড়েছিলাম ক'দিন আগে। অ্যামাজনের মালিক জেফ বেজোস যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন ভেনিসে। মার্তা ভেনিসকে বাঁচানোর জন্য নানাভাবে প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদেই ভেনিসের বিখ্যাত লেগুনে ঢুকতে পারেনি বড় বড় জাহাজ। কোটিপতি বিদেশিরা রাজকীয় টেন্ট ব্যবহার করতে পারেননি। এই মার্তাই প্রশ্ন তোলেন বেজোসের রাজকীয় বিয়েতে কীভাবে ক্ষতি হচ্ছে ভেনিসের পরিবেশের। ১১ বছর আগে ভেনিসেই বিখ্যাত অভিনেতা জর্জ ক্লুনির বিয়ে নিয়ে হইচই হয় খুব। তখন মানুষ ছিল ক্লুনির পক্ষে। এবার বেজোস ছিলেন ভিলেন। মার্তার প্রতিবাদ সংগঠনের ফলে।

অনেকের মনে থাকতে পারে, গত দু'বছরে ইউরোপের কতগুলো জায়গায় কৃষকরা ট্র্যাক্টর নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। ফ্রান্সকে ছেড়ে দিন, এখন সেটা বিক্ষোভেরই দেশ। ফরাসিদের পাশাপাশি জার্মানি, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, স্পেন, ইতালি ও নেদারল্যান্ডস-- সব দেশের কৃষকরাই ছিলেন বিক্ষোভে।

ইউক্রেন যে ইউক্রেন, যুদ্ধে বিধ্বস্ত সেখানে পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ সম্প্রতি যোগ দেন মিছিলে। জেলেনস্কি ক্ষমতায় আসার পর এত বড় ধরনের বিক্ষোভ এই প্রথম। যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল ইউক্রেনের 'অরেঞ্জ প্রোটেস্ট'কে। এখানেও কিন্তু দুর্নীতির প্রসঙ্গ জড়িয়ে। ওদেশে দুর্নীতি আটকানোর জন্য দুটো স্বাধীন সংস্থা ছিল। জেলেনস্কি সরকার করছিল কী, তাদের সরকারি আওতায় এনে ফেলেছিল। তাতেই খেপে যায় মানুষ। শেষপর্যন্ত জনগণের চাপে সিদ্ধান্ত পালটাতে হয়েছে জেলেনস্কিকে।

নেপালে 'নেপো কিড'দের বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিল জনতা। ইন্দোনেশিয়ায় খেপে ওঠার কারণ 'কোরাপ্ট এলিট'রা। দুর্নীতিতে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল মানুষ। এর মধ্যে সরকার পার্লামেন্ট সদস্যদের মাইনে বিশাল করে দেয়। যা ইন্দোনেশিয়ার ন্যূনতম মাইনের তুলনায় ১০ গুণ। প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছিল মানুষ। তার মধ্যে পুলিশের গুলিতে একজন মারা যাওয়ায় খেপে যায় জনতা।

আফ্রিকা? সেখানে এখন সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের নাম কেনিয়া। গতবার সেখানে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সরকার কর বাড়ানোয়। এই জুন থেকে প্রতিবাদ এভারেস্টে ব্লগার আলবার্ট ওজওয়াংয়ের নিহত হওয়ার ঘটনায়। অধিকাংশেরই ধারণা, সরকারই মেরে ফেলেছে তাঁকে।

ওদিকে আবার মোজাম্বিকে চলছে নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে প্রতিবাদ। অ্যাঙ্গোলায় বেকারত্ব, পেট্রোলের দাম বাড়ানো। কঙ্গোতে পূর্বদিকে অশান্তির আগুন। ইথিওপিয়ায় সংবিধান পালটানো, উগান্ডায় দুর্নীতি নিয়ে মানুষ সোচ্চার।

লাতিন আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, পেরু— কোথায় মানুষ খুশি? বিক্ষোভ তো সর্বত্র। ইস্যু হয়তো আলাদা। কোথাও রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোথাও আর্থিক অস্থিরতা। কোথাও নির্বাচনে কারচুপি, কোথাও সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রাইম নিয়ে লোকের রাগ তীব্র।

ব্রাজিলে সব বিতর্কের কেন্দ্রে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো। দুর্নীতির দায়ে, অভ্যুত্থান চেষ্টার দায়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেলে পাঠিয়েছে। ঝামেলা চলছে বলসোনারো বিরোধী ও ভক্তদের। আর একটা ইস্যু মানবাধিকারের। বলা হচ্ছে, গত দু'বছরে মেরে ফেলা হয়েছে ৩০৬০ জন মহিলা ও কিশোরীকে।

পেলের দেশে যখন এসব নিয়ে উত্তেজনা, তখন মারাদোনার দেশে মার্চ থেকে চলছে তুলকালাম। পেনশন কম বলে পথে নেমেছেন প্রবীণরা, ফুটবল ক্লাবগুলোর ম্যাচে লাগাতার ঝামেলা চলছে পুলিশের সঙ্গে। এখন প্রেসিডেন্ট মিলেইয়ের বোন এবং কিছু ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। একটা বিল নিয়ে রাস্তায় অশান্তিতে পুলিশ গুলি পর্যন্ত চালিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়েও চলছে তুমুল গণ্ডগোল।

যা বুঝছি, তাতে চিন-উত্তর কোরিয়া-রাশিয়া-আরব রাষ্ট্রগুলোর মতো কিছু দেশ, যেখানে ঘরের আসল খবর কিছুতেই বাইরে যায় না, সে সব দেশ ছাড়া সব জায়গাতেই কিছু না কিছু বিক্ষোভ চলছে এখন। দক্ষিণ কোরিয়াতে মাস পাঁচেক আগে রাস্তায় জনস্রোত নেমেছিল প্রেসিডেন্টকে আদালত ইমপিচ করার পর। এখন চলছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। হুন্ডাইয়ের তিনশো শ্রমিককে আমেরিকায় আটকে দেওয়ায়।

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবাদ কী? স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। খ্রিস্টপূর্ব ১১৭০ সালে মিশরে তখন কবর তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় এক শ্রমিক অর্থ না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। তারও আগে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিপ্লব ঘটেছে। ১৩৮১ সালে আবার ইংল্যান্ড দেখেছিল কৃষকদের বিদ্রোহ।

সেই সময়ের পৃথিবী কিন্তু আজকের মতো এত জটিল ছিল না। এত প্রতিবাদীও ছিল কি? মনে তো হয় না!

আজ

১৯৭৩

নেপালি বংশোদ্ভূত ভারতীয় অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

বাংলা গানের বিশিষ্ট শিল্পী ইমন চক্রবর্তী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেকের ধারণা, প্যালেস্তাইনে নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে বলা মানে আমার দেশের শাসকদলের বিরোধিতা করা। কিন্তু আমি তো কেবল হাজার শিশু ও নির্দোষদের হত্যার বিরোধিতা করেছি। আমার আশপাশের অনেকের মানসিকতায় এই হিংস্রতা প্রকাশ পায়। আমি কেবল সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি।

- অনুপর্ণা রায়

ভাইরাল/১

বাংলা ছেড়ে সদ্য গিয়েছেন বেঙ্গালুরু। হাতে গুনে দিনতিনেক হয়েছে কি না, সন্দেহ! এরমধ্যে এক্স ডটকমে কন্নড় শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে ভাইরাল রাজরাজেশ্বরী নগরের কলেজ পড়ুয়া এক তরুণ।

ভাইরাল/২

জ্বলছে নেপাল। শিরোনামে সাগরমাথার দেশ। তবে এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী নাকি আগেই করেছিলেন লাকি বিস্ট নামে এক প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দাকর্মী! গত ডিসেম্বরের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'দিনকয়েকের মধ্যে পতন হবে ওলি সরকারের।'

জনমত

ব্যক্তি আক্রোশের ওপর পরিবেশিত গান বেশিদিন টেকে না

'হুলি গানের হজম' নাকি 'শহুরে খেউড় গান'-এর আগমন? সাধারণত যাত্রাপালায় একটা 'বিবেক' নামক এক চরিত্র থাকে। সেই চরিত্রের মাধ্যমে গানের আকারে তখনকার সামাজিক ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এখনও অবশ্য কোথাও কোথাও গ্রামেগঞ্জে 'খেউড় গান'-এর প্রচলন আছে, তবে তা লুপ্ত হওয়ার পথে।

বর্তমানে সংস্কৃতির নামে 'শহুরে খেউড় গান'-এর আগমন এবং তা শুনে বর্তমান তরুণ সমাজকে উল্লসিত হতে দেখে আশ্চর্য লাগে। অপরকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমাজের বর্তমান ঘটনাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও খোঁচা দিয়ে গানের আকারে পরিবেশন করা অবশ্যই বাংলা গানের ঐতিহ্য ও মর্যাদাবিরোধী। এটা কোনও সংস্কৃতি মননের কাজ করে না। ব্যক্তি আক্রোশের উপর একটা পুরো গান পরিবেশিত হবে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বেশিদিন স্থায়ী হবে না বলেই আমার ধারণা। বর্তমান তরুণ সমাজ একটা অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে 'হুলি গান হজম' করে বাঁচতে হবে। গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করতে হবে। তাহলেই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

প্রযুক্তি নির্ভরশীলতায় হারাচ্ছে মেধা

কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরটা পড়েছিলাম যে, ছাত্ররা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনশির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ ওদের এই বয়সটা কল্পনার বয়স, মুখস্থ করা বা নকল করার নয়। বাংলা রচনা কিংবা অঙ্কের কোনও সমাধান এআই সবই লিখতে পারে ঠিকভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে সেই ছাত্রটি কোথায় গেল যে সেই বিষয়ে ডুবে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তির ছুড়বে? সহজ কথায় এআই যদি সবই সমাধান করে দেয় তাহলে তো ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের বিকাশ হবে না, যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। কেউ কোনও বিষয় বুঝতে না পারলে এআইয়ের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নিতে পারে ঠিকই, কিন্তু যদি পড়াশোনার সব কাজ এআই করে তাহলে মানসিক পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আশা করছি, তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, না হলে গোটা সমাজের ভবিষ্যৎ ছাত্ররা না হয়ে এআই হবে।

বিনায়ক রায়, আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বজনপোষণের অভিধানে নেপো-কিডস

নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত 'নেপো-কিডস' আসলে 'নেপো-বেবি' শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

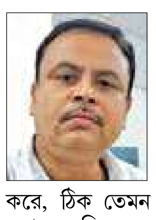

অগ্নিগর্ভ নেপালের আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অন্যতম হাতিয়ার সমাজমাধ্যম। যে মাধ্যমকে ব্যবহার করে তারা নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিধিকে একদিকে যেমন প্রসারিত করে, ঠিক তেমন নিজস্ব ভাবনাকে পরিশীলিত করে। তাই সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদরা তাদের জেন জেড নাম দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে আন্দোলনরত জেন জেড-এর স্লোগান থেকে ভেসে আসা এক নতুন শব্দবন্ধ 'নেপো-কিডস।' শব্দটি নতুন বলে মনে হলেও এর অর্থ কিন্তু অজানা নয়। বরং খুব বেশি চেনা। এর প্রভাব সমাজজীবনে কতটা গভীরে এবং এর প্রভাবে সাধারণ মানুষ কতটা দিশেহারা, তা কেবল ভুক্তভোগীরা জানেন।

প্রথম প্রথম অনেকের মনে হয়েছিল এর উৎস বুঝি যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শব্দবন্ধটির সঙ্গে নেপালের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। বরং সম্পর্ক রয়েছে মধ্যযুগে উদ্ভূত এক জনপ্রিয় শব্দ Nepotism-এর সঙ্গে। ল্যাটিন nepos কথার অর্থ নাতি। মধ্যযুগের পোপেরা যখন প্রভাবপ্রতিপত্তি খাটিয়ে রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিজের আত্মীয়পরিজনকে (nephew বলা হত) জায়গা করে দিতেন, তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়কে ব্যঙ্গ করতেই নেপোটিজম শব্দটির উৎপত্তি।

আধুনিক যুগে ২০২২-এ 'নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিন' একটি কভার স্টোরি প্রকাশ করে, যার শিরোনাম, 'দ্য ইয়ার অফ দ্য নেপো-বেবি।' যেখানে দেখানো হয়েছে, দক্ষতা কম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে হলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁদের আত্মীয়পরিজনকে অন্যায়ভাবে বড় বড় কাজ পাইয়ে দিচ্ছেন। এরপর থেকেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান ও পরিজনকে ব্যঙ্গ করতে 'নেপো-বেবি' বিশেষণ নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে।

অতএব নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত 'নেপো-কিডস' আসলে 'নেপো-বেবি' শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ, যার শিকড় সেই মধ্যযুগের নেপোটিজম। সংস্করণ নতুন হলেও এর আক্ষরিক অর্থ স্বজনপোষণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। একাধারে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত অযোগ্য সন্তান ও আত্মীয়দের বিলাসবহুল জীবনযাপন, সহজেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা, সামাজিক প্রতিপত্তি, অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের চরম বেকারত্ব, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, এমনকি চাকরি হারানো ইত্যাদি তো আমাদের অত্যন্ত চেনা দৃশ্যপট।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্র যদি মুদ্রার এক পিঠ হয়, অপর পিঠ অবশ্যই স্বজনপোষণ। পরিবারতন্ত্রের হাত ধরেই একশ্রেণির মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। একবার ক্ষমতাসীন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারলেই কেল্লা ফতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে উচ্চপদ, রাজনৈতিক দলের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতৃত্ব, এমনকি যাবতীয় সামাজিক প্রতিপত্তি হাতের মুঠোয়। তাই তো পরিবারতন্ত্র এবং স্বজনপোষণ পাশাপাশি হাত ধরে হেঁটে চলে।

এর বিরুদ্ধে আমাদের কি সত্যিই কিছুই করার নেই? আমাদের শরীরে কি রাজ অনুগ্রহের রক্ত বইতে দেব নাকি লড়াই জারি রাখব- তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। এই সামাজিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। সঠিক শিক্ষাই কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে আমাদের অধিকারবোধ। আর যদি সেটা না পারি, তবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এক যে ছিল রাজা' শিরোনামের সেই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি সত্য হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'সিংহাসনে চোখ পড়তেই/ ওঠে সবাই আঁতকে/ রাজা না থাক, কিন্তু রাজার/ গোঁফ যে আছে আট কে।'

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৩

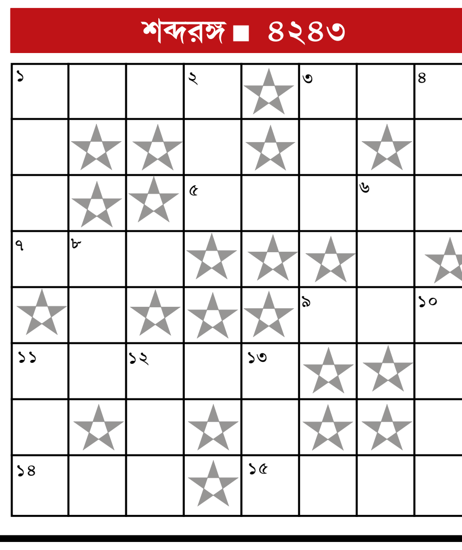

পাশাপাশি : ১। প্রায় অর্ধেক ৩। শরীরের সূক্ষ্মতা ৫। কৌতুক বা হাসিঠাট্টা ৭। নারীর কেশবিন্যাস ৯। আপন বলে ভাবা ১১। ধার্মিকতার ভানধারী ১৪। সমুদ্রমন্থনকালে ব্যবহৃত পর্বত ১৫। অবস্থা অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা।

উপর-নীচ : ১। নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে ২। অবজ্ঞা বিরক্তি প্রভৃতির প্রকাশ ৩। সরু, নরম ও ফাঁপা বাঁশবিশেষ ৪। সরাজাতীয় মাটির বড় ও গভীর পাত্রবিশেষ ৬। বোধ, উপলব্ধি ৮। বাঙালি হিন্দুর পদবিশেষ ১০। তাড়িত, আহত, ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদিত হচ্ছে এমন ১১। বাঁকা, ঈষৎ বাঁকা, কুটিল ১২। ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তালবিশেষ, উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ ১৩। কোরক, কুঁড়ি, কলি।

সমাধান ■ ৪২৪২

পাশাপাশি : ১। ধমক ৩। দুম ৫। দুরি ৬। মরাই ৮। জম্বির ১০। কলাদ ১২। তুফান ১৪। দাস ১৫। কদ্রু ১৬। মন্ত্রক।

উপর-নীচ : ১। ধড়িবাজ ২। কদুত্তর ৪। মন্দিরা ৭। ইন্দু ৯। ইতু ১০। কমসম ১১। দণ্ডকাক ১৩। ফাটক।

বিন্দুবিসর্গ

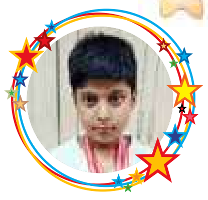

ছোট্ট তারা

বালুরঘাটের সাহেব কাছারিপাড়ার পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া দেবাঞ্জন সান্যাল (১০) রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কুমি বিভাগে সোনা ও কাতা বিভাগে রুপো পেয়েছে।

জেন জেড-এর পুজোযাপন

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আসতে মাত্র ক'দিন বাকি। পুজো উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন শপিং মল এবং দোকানে চলছে দেদার কেনাকাটা। প্রতি বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে শহরের জেন জেড-এর আলাদা পরিকল্পনা ও উন্মাদনা থাকে। এবছর জেন জেড-এর পরিকল্পনা কী? কীভাবে পুজোর চারটে দিন কাটাতে চায় ওরা? সেই বিষয়েই খোঁজ করলেন রাহুল দেব

এল এল পুজো এল

পুজো মানে ঘরে ফেরা। পুজো মানে কয়েকটা দিন জীবনের ইঁদুর দৌড় থেকে একটুখানি বিরতি। মা উমার ঘরে ফেরার ক'টা দিন আমাদের দুঃখ, কষ্ট মাখা জীবনে এনে দেয় একরাশ স্বস্তির হাওয়া। দিন বদলেছে, সাবেকি পুজোর ধরন ভেঙে এসেছে থিম আর আলোর ঝলকানি। বদল এসেছে পুজোর ক'টা দিনের যাপনেও। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের নেট দুনিয়ার 'কুল' নাম জেন জেড। এই প্রতিবেদনে আমরা জেন জেড-এর পুজোযাপনের হালহকিকত খতিয়ে দেখব।

বন্ধুদের আড্ডা

বাঙালির সেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আর বাঙালি আড্ডা দেবে না এমন কি আর হয়। পুজোর দিনগুলোতে বিশেষ করে অষ্টমীর দিন অঞ্জলির পর পাড়ার মণ্ডপে আড্ডা জেন জেড-এর 'টু ডু লিস্ট'-এ একদম প্রথমে থাকে। সারাবছর অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, আড্ডা দেওয়ার সময় হয়ে ওঠে না। তাই এই ক'দিন পাড়ার মণ্ডপের বাইরে জমিয়ে আড্ডা বসে। তরুণ আকাশ রায় বলেন, 'সারাবছর কাজের জন্য সময় পাই না, তাছাড়া অনেক বন্ধুবান্ধব বাইরে থাকে। পুজোর সময় সবাই বাড়ি ফেরে। তাই অষ্টমীর অঞ্জলির পর মণ্ডপের বাইরে চেয়ার নিয়ে গোল করে বসে ওই আড্ডা কোনওভাবেই মিস করা যায় না।'

প্যান্ডেল হপিং

রাসবিহারী মার্কেট এলাকার তরুণী বাসিন্দা পূর্বাশা সাহা বলেন, 'সপ্তমীতে পাড়া এবং আশপাশের ঠাকুর দেখব। অষ্টমীতে বান্ধবীরা সবাই মিলে বেরিয়ে কাছে, দূরের সমস্ত ঠাকুর দেখব।' রায়গঞ্জ শহরে পুজোয় প্যান্ডেল হপিং অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। রাত ৮টার পর থেকে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড় বাড়ে। এই ভিড় ভোরের আগে খুব একটা কমে না। পুজোতে ঠাকুর দেখা বা প্যান্ডেল হপিং নিয়ে ভীষণ উৎসাহ নিয়ে রুচিরা দাস। তিনি বলেন, 'বছরের অন্য সময় রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে না ছাড়লেও পুজোর মধ্যে একদিন বান্ধবীরা মিলে রাতে ঠাকুর দেখতে বেরোই। খুব মজা হয়।'

পুজোর সময় রাত ২টো পর্যন্ত শহরের রাজপথে বাইক ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ে জেন জেড কৌশিক সেন বলেন, 'বাইকে করে বন্ধুরা মিলে দাপিয়ে না বেড়ালে পুজো বলে মনেই হয় না।'

পেটপুজো

দুর্গাপুজোয় খাওয়াদাওয়া হবে না তা কি আর হয়। বাঙালির তো অলিখিত স্লোগানই আছে ৮ থেকে ৮০, আমরা খেতে ভালোবাসি। পুজোতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে ওঠে কয়েকদিনের রেস্তোরাঁ। এর সঙ্গে নামীদামি রেস্তোরাঁ তো আছেই। পুজর সময় বাড়িতে খাওয়াদাওয়া একেবারেই নাপসন্দ জেন জেড-এর। মোগলাই থেকে চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল থেকে ইন্ডিয়ান, পেটপুজো বেশ ভালোভাবেই চলে। পুজোতে খাওয়াদাওয়া নিয়ে রুচিরা বলেন, 'পুজো মানেই খাওয়াদাওয়া। খালি মুখে কি আর পুজো ঘোরা হয় নাকি?' যদিও কিছু রসিক জেন জেড-এর খাওয়াদাওয়ার লিস্টে গ্যাস-অম্বলের ওষুধকেও অত্যন্ত জরুরি বলে টিপ্পনী কাটেন।

ধরন পালটায়, ধারণা পালটায় না। পুজোর যাপন হয়তো খানিক পালটেছে, পুজো পালটায়নি। পুজোর আবেগ যে চিরন্তন তা টের পাওয়া গেল বীরনগর এলাকার বাসিন্দা পিয়ালী বসাকের কথায়। তিনি বলেন, 'আমার কাছে পুজো শুধু পুজো নয়, হাসি ও মজারও উৎসব। প্রচুর সেলফি তুলব। অষ্টমীতে অঞ্জলি দিয়ে খিচুড়ি ও লাবড়া খেয়ে পুজোর আসল স্বাদ গ্রহণ করব। এছাড়াও বান্ধবীদের মধ্যে ফুচকা খাওয়ার প্রতিযোগিতা হবে নবমীতে। পুজো মানেই মিষ্টি স্মৃতি, কিছুটা আবেগ আর অফুরন্ত আনন্দের ঝুলি।'

জেন জেড হোক বা প্রবীণ, সবার কাছেই পুজো আসছে, পুজো আসছে এই রবটাই ভালো। পুজো চলে গেলেই এক অসীম শূন্যতা গ্রাস করে সমস্ত বাঙালিকেই। তখন সব প্রজন্মের এক জিজ্ঞাসা, পরের বার পুজো কবে শুরু গো!

প্রশ্নপত্র নিয়ে বিভ্রান্তি

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের প্রশ্নপত্র নিয়ে বিভ্রাট দেখা দিল। গত ২৭ অগাস্ট স্নাতকের কম্পালসারি ইংরেজি প্রশ্নপত্র নিয়ে বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের। শুক্রবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোর্সের চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। চরম হয়রানির শিকার হতে হল ছাত্রছাত্রীদের। শেষপর্যন্ত উপাচার্যের হস্তক্ষেপে ৪৫ মিনিট পর প্রশ্নপত্র বদল করে দেওয়া হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ইংরেজি বিভাগ নিয়ে আমরা বিব্রত হয়ে আছি। পরপর তিনবার এমন ঘটনা ঘটল। এই ধরনের উদাসীনতার জন্য প্রোগ্রাম কোর্সের প্রশ্নপত্র ভুলভাল হয়েছে। আমরা সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।'

এদিন সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ছিল। এদিন ৫০ নম্বরের পরীক্ষা ছিল। ওল্ড সিলেবাসের এদিন ৯ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। পরীক্ষা শুরু হতেই তাঁরা দেখেন নিউ সিলেবাসের প্রশ্ন তাঁদের দেওয়া হয়েছে। এরপর পরীক্ষা কক্ষে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এদিন এই ঘটনার পর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও ডিনদের নিয়ে বৈঠক করেন উপাচার্য। জানা

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

গিয়েছে, বৈঠকের শেষে বিভাগীয় প্রধান নির্ঝর সরকারকে সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অশোক দাসকে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নির্ঝর সরকারের মতে, 'মর্নিং সেকশনের প্রোগ্রাম কোর্সের পঠনপাঠন, সিলেবাস, প্রশ্নপত্র তৈরি ও মূল্যায়নের বিষয়টি আমরা দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মর্নিং সেকশনের প্রোগ্রাম কোর্সটি দেখেন। ওটা আলাদা ইউনিট।' তিনি বলেন, 'ওল্ড সিলেবাসের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিউ সিলেবাসের প্রশ্নপত্র দেওয়ায় সমস্যা হয়। পরে উপাচার্যের নির্দেশে প্রশ্নপত্র বদল করে দেওয়া হয়।' দুই পরীক্ষার্থী রাহুল বেসরা ও গৌতম বেসরা বলেন, পুরোনো সিলেবাস অনুযায়ী যেভাবে প্রশ্নপত্র পড়ে এসেছিলাম সেভাবে প্রশ্ন না আসায় লিখতে পারিনি। আমাদের কথা ভেবে প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর ঢোকার প্রতিবাদে সরব হল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। শুক্রবার এনিয়ে সংগঠনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের প্রদেশ কার্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেবশর্মা জানালেন, এব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

পুজোর আগে শহরে তাঁত বস্ত্রমেলা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি আর মাত্র ১৬ দিন। ইতিমধ্যে পুজোর কেনাকাটায় মেতে উঠেছে বাঙালি। তবে কাশ্মীরি সুট, ফুলকারি সুট থেকে শুরু করে বাংলার বিখ্যাত কাঁথা স্টিচ এতকিছু যদি এক জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে কেমন হবে? এবছর পুজোর আগে মালদা শহরবাসী পাচ্ছেন এমন সুযোগ। হস্ততাঁত উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার থেকে মালদা কলেজ ময়দানে শুরু হয়েছে তাঁত বস্ত্রমেলা। বাজারের থেকে অনেক কম দামে এখানে বাংলার হস্তশিল্পীদের তৈরি কাপড়গুলি পাওয়া যাবে। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মেলার উদ্বোধন হয়। মেলা চলবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা চলবে। মেলায় জামাকাপড়ের মোট ৩২টি স্টল রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাতের কাজ, খাবার ও প্রসাধনী সামগ্রীর স্টল রয়েছে।

আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সবরকমের জিনিস পাওয়া যাবে এই মেলায়। বোলপুরের বিখ্যাত কাঁথা স্টিচের শাড়ি যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি কাশ্মীরি কাজ করা কুর্তি ও চুড়িদারও থাকবে। পুজোর আগে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতশিল্পীরা যাতে তাঁদের তৈরি কাপড়গুলি বিক্রি করতে পারেন তাই এই পরিকল্পনা। জেলা হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিক আনন্দমোহন দাস বলেন, 'মালদায় এবছর প্রথম তাঁত বস্ত্রমেলার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এই মেলা হবে। পুজোর আগে সবাই নতুন জামাকাপড় কেনেন। তাই এই সময় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।'

মূলত এই মেলায় মহিলাদের শাড়ির বিপুল সম্ভার থাকলেও পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি ও অন্যান্য জামাকাপড় রয়েছে। শেখ আলি হোসেন বলেন, 'এই মেলার মাধ্যমে আমরা সরাসরি বিক্রির সুযোগ পাচ্ছি। সামনেই পুজো, এই সময় সবাই কেনাকাটা করে। তাই আশা করি ভালো বিক্রি হবে।'

শুধুমাত্র মালদা জেলা নয়, বীরভূম, হুগলি, নদিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্রেতারা এই মেলায় এসেছেন। মেয়েদের শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি সহ বিভিন্ন আধুনিক পোশাক রয়েছে। সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত দামের কাপড় বিক্রি হচ্ছে মেলায়। বিক্রেতা জয়াবতী ধীবর বলেন, 'আমি বোলপুর থেকে এসেছি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি মেলায় ঘুরে ঘুরে জিনিস বিক্রি করি। আমরা নিজেরা জিনিসগুলি বাড়িতে তৈরি করি।' জামাকাপড় ছাড়াও এই মেলায় অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যাবে। মহিলাদের প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানও রয়েছে।

ক্রেতার অপেক্ষায়। মালদা কলেজ ময়দানের বস্ত্রমেলায়।

> মালদায় এবছর প্রথম তাঁত বস্ত্রমেলার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এই মেলা হবে। পুজোর আগে সবাই নতুন জামাকাপড় কেনেন। তাই এই সময় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
>
> **আনন্দমোহন দাস**
> *জেলা হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিক*

বিশ্বকর্মাপুজোয় নজরকাড়া মডেল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজো প্রায় দোরগোড়ায়। প্রতিবারের মতো এবারও শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মাপুজোয় মেতে উঠবেন কলকারখানা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীরা। সব জায়গায় জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। তবে রায়গঞ্জের এনবিএসটিসি-র পুজোর ছবিটি এবার যেন একটু ভিন্ন। প্রতি বছর বিশ্বকর্মাপুজোয় এখানে একাধিক মডেল তৈরি করা হয়। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হয়। যদিও দর্শনার্থীরা এখানে মূলত আসেন পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি মডেলগুলি দেখতে। এই পুজো ৬১ বছর ধরে হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা মূলত এই পুজোর দায়িত্বে থাকেন।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ্ত ঘোষের মতে, 'আমাদের এই বিশ্বকর্মাপুজো দেখার জন্য শহরবাসী অপেক্ষা করে থাকেন। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই পুজোয় এসে খুব আনন্দ পায়। ওদের কথা মাথায় রেখে এবছর চারটি আকর্ষণীয় মডেল তৈরি করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা মিলে মডেল তৈরির কাজ করছেন।' অন্যদিকে, রায়গঞ্জ পুর বাসস্ট্যান্ডে বিগ বাজেটের বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়।

সারাবছর ধরে গাড়ির যেসকল অংশগুলি বিকল হয়ে যায়, যেগুলি আর ব্যবহার করা যায় না সেইসব অংশ দিয়ে কর্মীরা মডেল তৈরি করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও এই মডেলগুলি তৈরি করেন। যদিও এনবিএসটিসি-র কর্মীরা এই মাসে দেরিতে বেতন পেয়েছেন, তাই পুজো নিয়ে যেন সেরকম আনন্দ নেই। মডেল তৈরি হলেও সেরকম উৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

রায়গঞ্জের বাস ডিপোতে বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি বাঁশের কাঠামো তৈরি হয়েছে। যদিও মণ্ডপ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। মডেল তৈরির কাজ শুরু হলেও কোথাও যেন উৎসাহে ভাটা পড়েছে। গত বছর পাঁচটি মডেল তৈরি করা হয়েছিল। এবছর চারটি মডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। একটি মডেল তৈরি হচ্ছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের বার্তা দেওয়ার জন্য। এছাড়াও কৈলাস পর্বত, বাঘের গলা থেকে বকের কাঁটা বের করার গল্পের ওপর মডেল তৈরি হচ্ছে।

মডেল তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন এনবিএসটিসি-র কর্মী নকুল মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা চার-পাঁচজন মিলে মডেলগুলি তৈরি করছি। কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় একটু সমস্যা হচ্ছে। নতুন কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। তাই সব কাজকর্ম সচল রেখে আমাদের মডেল তৈরি করতে হচ্ছে। এছাড়াও বেতন ঢুকতে দেরি হওয়ায় এবার কর্মীদের উৎসাহ একটু কম। তবে পুজোর আগে মডেল তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। শুক্রবার বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

পুজোর অনুদান

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া সভাকক্ষে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির হাতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার সরকারি অনুদান তুলে দিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার সহ একাধিক প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিক। তাঁদের উপস্থিতিতে বালুরঘাট থানার ১৫৬টি পুজো উদ্যোক্তা ও প্রতিটি থানা থেকে ৪টি করে ক্লাবকে চেক দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, এই বছর জেলায় ৫৬১টি পুজো উদ্যোক্তা এই অনুদান পাবে। বালুরঘাট থানা সহ এদিন বালুছায়াতে কুশমণ্ডি মিতালি সংঘ, হাসপাতালপাড়া, শ্যাওড়াতলা ক্লাব ও হিলির বিপ্লবী সংঘ, যজ্ঞতলা, সীমান্ত শিখা ও ত্রিমোহিনী অমর ফ্রেন্ডস স্টাফ ক্লাব এবং পতিরামের অরবিন্দপল্লি দুর্গাপুজো সমিতি ও স্পোর্টিং ক্লাব, কদমতলি স্বস্তিকা স্পোর্টিং ক্লাব, পাগলিগঞ্জ বিদয়পুর দশভুজা মহিলা পুজো কমিটি ও পার পতিরাম দক্ষিণ পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদপুর সুকান্ত ভবনে বংশীহারী ব্লক ও বুনিয়াদপুর পুর এলাকার ৭৪টি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রতিষ্ঠা দিবস

গঙ্গারামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : গঙ্গারামপুর শহরের পুনর্ভবা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার বালক ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত সন্তানদলের ৪৬তম নাম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। গৈরিক পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সন্তানদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সঞ্জিত দাস, ফিরোজ আলি, চিত্তরঞ্জন রায় প্রমুখ। নেতৃত্বরা দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বার্তা দেন।

জমি বিতর্কে বাগযুদ্ধ পদ্ম-ঘাসফুলের

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জামতলা এলাকার একটি সরকারি নয়ানজুলি ভরাট করে দখল করার অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেন ওই জমির ক্রেতা, বিক্রেতা সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পাশাপাশি, বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব হলেন জমি বিক্রেতা রাজকুমার হালদার।

রাজকুমার বলেন, বিতর্কিত ওই জায়গাটিতে মার্কেট তৈরির জন্য বিগত দিনে ৮২ জন কিনেছিলেন। কিন্তু মার্কেট তৈরি হয়নি বলে ওই জায়গাটি মার্কেট কর্তৃপক্ষ বিক্রি করে দিয়েছে। ওই সময় আমি আইন মেনে জায়গাটি কিনে রেজিস্ট্রি করেছি। তার সরকারি বৈধ নথিও রয়েছে। এরপরও পরিকল্পিতভাবে আমাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও বললেন, সম্প্রতি স্থানীয় কিছু বিজেপি কর্মীরা আমার কাছে ৫ লাখ টাকা তোলা চেয়েছিল। আমি সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় বিজেপি নেতৃত্ব আমাকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করছে।

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা মার্কেট কমিটির সদস্য নরোত্তম হালদারের মন্তব্য, যে জায়গা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেখানে সামান্য কিছু সরকারি জায়গা ঢুকে থাকতে পারে। তবে বেশিরভাগ জায়গা রায়তি সম্পত্তি। তার উপযুক্ত তথ্য এবং নথি আমাদের কাছে রয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, টাকা দিয়ে ভুয়ো নথি বের করে জমি বিক্রি, দখল এবং নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। আগামীদিনে সমস্ত নথি নিয়ে মহকুমা শাসক এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরে যাব। প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হব। বিজেপি কর্মীদের তোলাবাজি প্রসঙ্গে বিধায়ক জানালেন, বিজেপি বিরোধী দল। বিজেপির এখনও এত সাংগঠনিক শক্তি তৈরি হয়নি যে তৃণমূল নেতাদের থেকে তোলা তুলবে। এই সমস্ত মিথ্যে আষাঢ়ের গল্প। গোটা ব্যাপারটি নিয়ে গঙ্গারামপুরের বিএলইঅ্যান্ডএলআরও সুখেন রায়ের কথায়, অভিযোগ পেয়েছি। আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পালটা অভিযোগ

- সরকারি নয়ানজুলি ভরাট করে দখল করার অভিযোগ
- অভিযোগ অস্বীকার জমির ক্রেতা, বিক্রেতা সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের
- পালটা বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব জমি বিক্রেতা

পুজোর থিমে ফুটে উঠবে ফুটপাথের জীবন

এল এল পুজো এল

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : ৭৫ বছরের পুজোয় মালদা দিলীপ স্মৃতি সংঘের থিম 'ফুটপাথই জীবন'। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শহুরে মানুষের একটা বড় অংশ রাস্তার ধারে ফুটপাথে বসবাস করেন। কোথাও বা প্লাস্টিকের ঝুপড়ি, কিংবা কোথাও বড় হিউমপাইপের ভিতরে মাথা গোঁজার একটা ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলেন তাঁরা। রাস্তার ধারে পাতা সংসারের সেই খণ্ডচিত্র এবার মডেল আকারে সাজিয়ে তোলা হবে দিলীপ স্মৃতি সংঘের মণ্ডপ চত্বরে। জেলার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিত যে জন্য ৩৫টি মডেল তৈরি করছেন। সেইসঙ্গে থাকছে তিন চালার সাবেকি দুর্গা প্রতিমা। গোটা ভাবনা ফুটিয়ে তুলছেন পুজো কমিটির সভাপতি শিল্পী কৃষ্ণকুমার দাস। অভিনব এই থিম দেখতে শহরের রাজমহল রোডে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে বলেই আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা।

জেলার মাঝারি বাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে দিলীপ স্মৃতি সংঘ অন্যতম। বরাবর স্বল্প বাজেটে অভিনব থিম গড়ে মালদায় আলোড়ন ফেলে থাকে এই পুজো। বিগত বছরগুলিতে তাঁদের বৃদ্ধাশ্রম, রসগোল্লা বাংলার, সার্কাস, আ-মরি বাংলা ভাষা, বাংলাভাগের মতো থিম জেলায় নজর কেড়েছিল। বিশ্ববাংলা সহ শতাধিক পুরস্কার রয়েছে তাঁদের ঝুলিতে। এবছর এই পুজোর প্ল্যাটিনাম জুবিলি। সেজন্য ব্যতিক্রমী কিছু চিন্তাভাবনা প্রথম থেকেই ছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। পুজো কমিটির সভাপতি কৃষ্ণকুমার দাস জানান, প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে তাঁদের পুজোর থিম ফুটপাথই জীবন। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই সহ ছোট শহরগুলিতে গেলে আমাদের চোখে আসে রাস্তার ধারের ফুটপাথগুলিতে ঝুপড়ি। রাস্তার এক কোণে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সংসার পেতে রেখেছেন

এক শ্রেণির মানুষ। তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়েই তাঁদের পুজোর থিম। বড় বড় কাটআউটে শহরের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। আর সেই রাস্তার ধারে শিশুদের খেলাধুলা, খাবার খাওয়া, স্নানপর্ব থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের মাটির তৈরি মডেল দিয়ে সাজানো হবে। দর্শনার্থীরা একপলকে মডেলগুলোকে দেখে আসল মানুষ মনে করবেন। মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিতের মুনশিয়ানায় জীবন্ত হয়ে উঠবে মডেলগুলি। দর্শনার্থীরা আনন্দ পাবেন তাঁদের পুজোমণ্ডপে এসে বলে তাঁর বিশ্বাস।

পুজো কমিটির সভাপতি শুভময় বসু বলেন, 'দিলীপ স্মৃতি সংঘের মণ্ডপে এসে মানুষ কখনও নিরাশ হয় না। সেই ঐতিহ্য আমরা বজায় রেখে চলেছি। ফুটপাথবাসীদের জীবনযাত্রার থিম অত্যন্ত জীবন্ত মনে হবে দর্শনার্থীদের। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুজোর উদ্বোধন করবেন এই শহরের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা।' ক্লাব সম্পাদক সর্বজিৎ দাস জানান, প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে বছরভর তাঁদের নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। দুর্গাপুজোয় মহালয়ার দিনে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা, দুঃস্থ মানুষদের পুজোর উপহার স্বরূপ বস্ত্রদান করা হবে। দ্বিতীয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডপের দুয়ার দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। তাঁদের এবারের পুজোর বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা।

বাইশে শ্রাবণে রবিযাপন

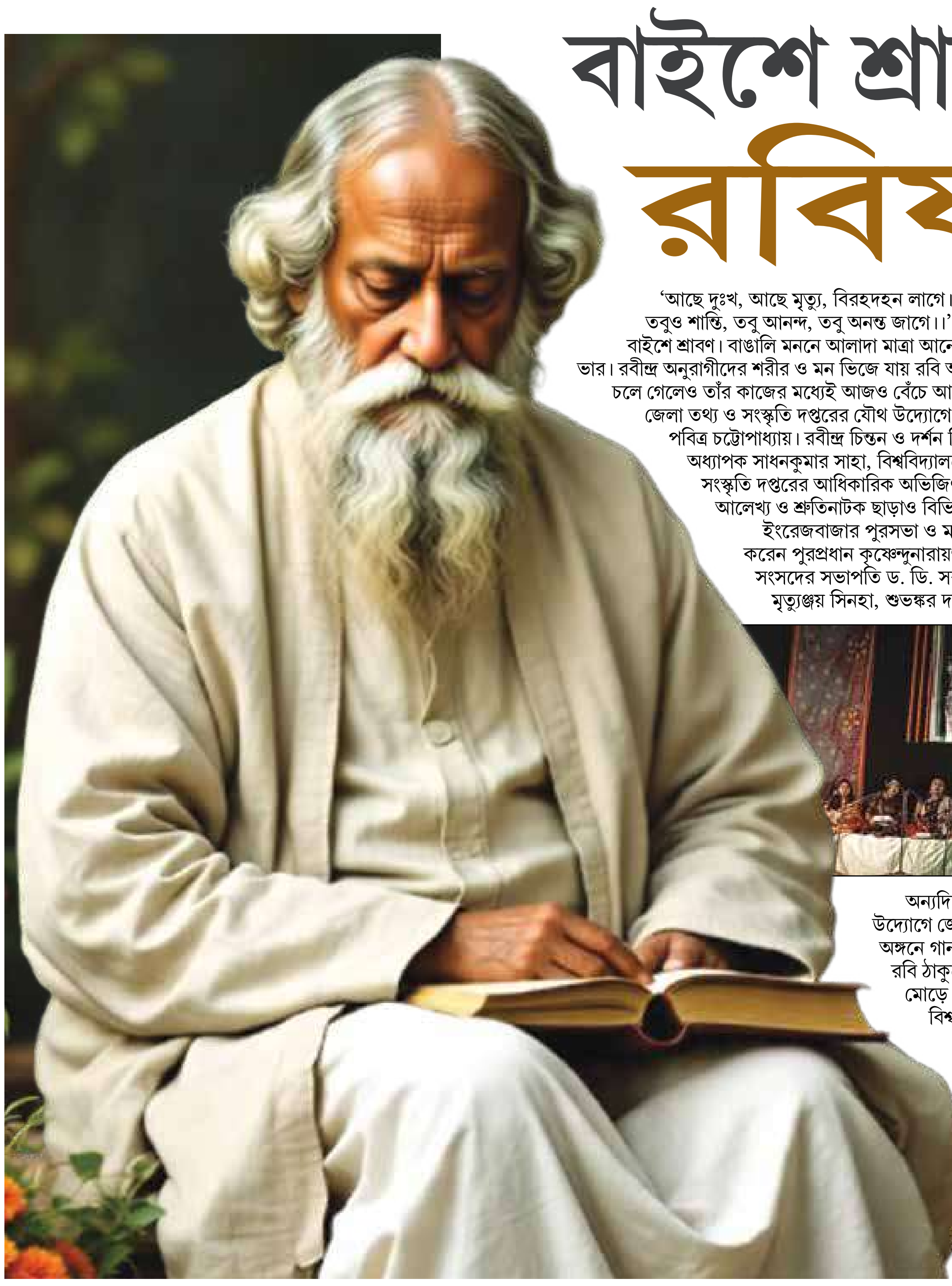

‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।’

বাইশে শ্রাবণ। বাঙালি মননে আলাদা মাত্রা আনে। ক্যালেন্ডারের তিথি মেনে সেদিন আকাশেরও মুখ ভার। রবীন্দ্র অনুরাগীদের শরীর ও মন ভিজে যায় রবি অনুভবে। বাঙালির প্রাণের কবি নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর কাজের মধ্যেই আজও বেঁচে আছেন তিনি প্রেরণা হয়ে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র চিন্তন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সাধনকুমার সাহা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ও গ্রন্থাগারিক ড. বিশ্বজিৎ দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যগীতি আলেখ্য ও শ্রুতিনাটক ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা গান, আবৃত্তি, নাচ পরিবেশন করে। ইংরেজবাজার পুরসভা ও মালদা শিল্পী সংসদের তরফে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলার শুভময় বসু, আশিস কুণ্ডু, শিল্পী সংসদের সভাপতি ড. ডি. সরকার, সম্পাদক মলয় সাহা, শিল্পী মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় সিনহা, শুভঙ্কর দাস, মানস মিত্র প্রমুখ।

অন্যদিকে কবিগুরুর ৮৪ তম প্রয়াণবার্ষিকীতে সরকারি উদ্যোগে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গান, আবৃত্তি আর কথায় উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ে রবি ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা। রায়গঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে ঘড়ির মোড়ে পালিত হয় কবির প্রয়াণ দিবস। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোও এদিন রবিস্মৃতি যাপন করে। রায়গঞ্জ কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে পবিত্র স্মৃতিকক্ষে আয়োজিত হয় কবি প্রণাম। গান, কথা এবং আবৃত্তি দিয়ে স্মরণ করা হয় প্রাণের ঠাকুরকে।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চন্দ্রিমা ডান্স ক্যানভাস ও রামধনু মিউজিক্যাল ট্রুপের মঞ্চে বিশেষ উপস্থাপনা রবীন্দ্র কাব্যগীতি আলেখ্য ‘অভিসার’ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের এই গল্পটিতে প্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং মিলন ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা।

তথ্য : সৌকর্য সোম ও সুকুমার বাড়ই

শতবর্ষে শতকণ্ঠে সুকান্ত স্মরণ

সুকুমার বাড়ই

বাংলা সাহিত্যের কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতা মূলত শোষণ, নিপীড়ন এবং সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। অল্প বয়সে তাঁর প্রয়াণ সত্ত্বেও তিনি তারুণ্য ও বিপ্লবী চেতনার প্রতীক হিসেবে আজও স্মরণীয়। জন্মশতবর্ষের আলোয় তাঁকে স্মরণ করল রায়গঞ্জের সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি। ১৬ অগাস্টের বিকালে দেবীনগরে কবির আবক্ষমূর্তি প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে জমায়েত হয় রায়গঞ্জের শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। সেখানেই ‘শতবর্ষে শতকণ্ঠে সুকান্ত’ শীর্ষক সম্মিলিত আবৃত্তিতে গলা মেলাল ১০০ কচিকাঁচা। তাদের জোরালো কণ্ঠে ভাসল সুকান্তের কবিতা ‘ভালো খাবার’। কবিতাটি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, মানুষের অভাব এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বের ওপর আলোকপাত করে। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উঠে এল সাম্প্রতিক সময়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি অবহেলার কথা।

সাহিত্য আসরে সুকান্ত স্মরণ : অন্যদিকে পূর্বাশাপাড়ায় রায়গঞ্জ কবিকথার ৫২ তম সাহিত্য আসরে কথামুখ পরিবেশনে সংস্থার সম্পাদক যাদব চৌধুরী বলেন, সুকান্তের জন্মতারিখ ও মৃত্যুসাল ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে একটা সম্পর্কে বাঁধা। তাঁর জন্ম ১৫ অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস এবং ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরেই তাঁর মৃত্যু। যদিও তিনি ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাননি। স্বাধীনতার তিন মাস আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মাত্র ২১ বছর বেঁচেছিলেন, তার মধ্যে সাহিত্যচর্চা করেছেন মাত্র সাত বছর । কিন্তু এই স্বল্প সময়ের সাহিত্যচর্চা দিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর রচনা পরিসরের দিক থেকে স্বল্প, কিন্তু ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। সুকান্তের সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শুভব্রত লাহিড়ী, বাসুদেব ভট্টাচার্য, রীমা দাস প্রমুখ। কবিতাপাঠ করেন সমর আচার্য, আভা সরকার মণ্ডল, সুচিত্রা লাহিড়ী ভট্টাচার্য, খুশি সরকার, গৌতম চক্রবর্তী, তাপসী লাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সুদেবকুমার রায়।

রাজপথ জুড়ে অন্ধকারের মিছিল

অনিন্দ্য সরকার

মালদা দুর্গাকিঙ্কর সদনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেই পৌঁছে যাওয়া যায় কলকাতার শ্যামবাজারে। ঠিক এমনটাই করে দেখাল দমদম বিশ্বরূপম। মঞ্চের ওপর রাজপথ, শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ের নেতাজি মূর্তি ও আস্ত একটি দোতলা বাস। বাদল সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মালদা শিল্পী সংসদের আয়োজনে দুর্গাকিঙ্কর সদনে মঞ্চস্থ হল বাদল সরকারের লেখা ‘মিছিল’ অবলম্বনে দমদম বিশ্বরূপম প্রযোজিত নাটক ‘অন্ধকারের মিছিল’। নির্দেশনায় বিদিশা চট্টোপাধ্যায়, মুখ্য কারিগরিতে বিশ্বরূপম চট্টোপাধ্যায়। খোকার পথ খোঁজা এবং পথ খুঁজতে খুঁজতে বুড়ো হয়ে যাওয়াই এই নাটকের আলো। আর তার মাঝে এসে পড়ে মিছিল। কখনও রাজনৈতিক, কখনও বা ধর্মীয়, স্বার্থান্বেষী মিছিল। মিছিল থেমে থাকে না। মিছিলের কোনও বয়স, জাতি, ধর্ম হয় না।

মঞ্চ, আলো, আবহ সবদিক থেকেই এই নাটক

সম্পূর্ণ কারিগরি-নির্ভর। দোতলা বাস, নেতাজি মূর্তি, স্ট্রিট লাইট, বিজ্ঞাপন দিয়ে তৈরি সুবিশাল মঞ্চসজ্জা এনে দেয় পুরোনো কলকাতার নস্টালজিয়া। অভিনেতারা কখনও বাসের দোতলায় উঠে অভিনয় করছেন, কখনও বা একতলা হয়ে ওঠে রেট্রো বার। যদিও বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার নাটকে এসব কারিগরি অতিরঞ্জিত লাগে। এই নাটকে আলোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাসের হেডলাইট থেকে বেরিয়ে আসা তির্যক আলো স্পষ্ট করে চরিত্রের গভীরতা। আলোক প্রক্ষেপণে ধনপতি মণ্ডল। আবহ আর গানের কথা নাটকের বোধকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। সুরকার অভিজিৎ আচার্য, আবহে অনুপ ধর। অভিনয় করেছেন সুদীপ্ত চৌধুরী, রানা গুহ, তথাগত চক্রবর্তী প্রমুখ। এক দীর্ঘ সময়কালে অন্ধকারের মধ্যে আলোর পথ খোঁজার গল্প বলে এই নাটক। নাটকের শেষে সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করে যখন নেতাজি মূর্তি কথা বলে ওঠে, তখন দর্শকাসনে বসা সকল দর্শকের অন্তর্নিহিত বোধও যেন জেগে ওঠে।

ফোটোস্টোরি

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুনিয়াদপুরের বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ে। এদিন সাঁওতালি ও উর্দু ভাষায় নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি ছাড়াও প্রবন্ধ রচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়েছে। প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ী, গঙ্গারামপুর মহকুমা সম্পাদক কল্লোল রায় প্রমুখ।

প্রবাহের বাচিক সন্ধ্যা

বালুরঘাট রবীন্দ্রভবনে প্রবাহের প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন। সূচনায় প্রবাহের শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি এবং গণেশ বন্দনার পর সম্পাদক সনাতন পাল স্বাগত ভাষণ দিলেন। প্রবাহের শিক্ষার্থীদের সমবেত এবং একক আবৃত্তি ও কবিতা কোলাজ ছাড়াও বনানী মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ক্রমে ক্রমে প্রস্থান’, ধনঞ্জয় ঘোষালের ‘তাহলে তো নাটক’ এবং ‘থেমো না এখানে’ নাটক হয়। ‘ভানু সিংহের পদাবলী’র নির্বাচিত অংশের সঙ্গে নৃত্য এবং বাচিকশিল্পী নরেশ নন্দীর আবৃত্তি মুগ্ধ করে। সর্বশেষ পরিবেশনা ছিল ‘শব্দের শক্তি’ নাটক।

মাটির তারা

সৃজনশীল অর্ধেন্দু

সুকুমার বাড়ই

বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই। নাম অর্ধেন্দু রায়। উত্তরের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের পুরোনো মানুষের কাছে কান পাতলেই এই নামটি ভাসে। বহুমুখী প্রতিভাধর অর্ধেন্দু প্রকৃতই প্রচারবিমুখ মানুষ। রায়গঞ্জের ফুলপ্রেমী এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে একডাকে মানুষটাকে চেনেন সকলে। দক্ষিণ বীরনগরের ছোট্ট বাড়িটায় ঢুকলেই চারিদিকে শৈল্পিক ছোঁয়ায় ভরে যায় মন। সিঁড়ি-বারান্দা আর ছাদে হরেকরকমের ফুল আর গাছের সাম্রাজ্য। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ।

এছাড়া অঙ্কনশিল্প, সজ্জাশিল্প এবং ভাস্কর্যশিল্পের এক সরল-সাধারণ জীবনযাপনকারী সৃজনশীল মানুষ অর্ধেন্দু। যাঁর হাতের তুলির টানে ‘যেমন খুশি সাজো’তে শিশুরা হয়ে উঠত কেউ মীরাবাই, কেউ বা নেতাজি। বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের ক্যানভাস রঙিন হত একসময়। তিনি আজ অসুস্থ। যে হাতে তুলি ধরে ছবিতে প্রাণ দিতেন, সেই হাত আজ কাঁপে। তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দুর্বোধ্য ভাষা নয়, সহজ-সরল কবিতা লিখতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। ইতিমধ্যে তাঁর খেয়াল-খুশির ছড়া কাব্যগ্রন্থ পাঠকমহলের মন কেড়েছে। ছড়াগুলিতে পরিবার আর প্রকৃতি-পরিজনদের ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে আছে।

সম্প্রতি অতিরিক্ত সুগার থেকে লিভার ড্যামেজ হওয়ার কারণে শুধু বয়েল করা খাবার খেতে খেতে মনে জেগেছে বিষাদ। এক নিমেষে বিলিয়ে দিয়েছেন ফুলগাছের সাম্রাজ্য। তিনি পেশায় ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী, কিন্তু নেশায় ছিলেন বহুমুখী শিল্পী। এই মাটির মানুষটির জন্ম অসমের দরঙ্গ জেলার রাঙ্গাপাড়াতে ১৯৫৮ সালের ২৪ জানুয়ারি। পরে অবশ্য রায়গঞ্জে চলে এসে স্থায়ীভাবে এখানেই গড়েছিলেন নিজের সৃষ্টির সাম্রাজ্য। আজ তা শুধুই স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করছে।

বইটই

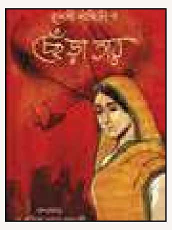

তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার

অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জয়দুর্গা লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তুলসী লাহিড়ীর কালজয়ী নাটক ‘ছেঁড়া তার’। বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় এই বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অধ্যাপকের লেখা প্রথম দুটি নিবন্ধ ‘তুলসী লাহিড়ীর জীবন ও নাট্যপ্রতিভা’ এবং ‘নবনাট্য আন্দোলনের সূচনাপর্বের মাইলস্টোন হিসাবে ছেঁড়া তার’ নাটকের নানা দিক আলোচনা করে রয়েছে আরও দশটি নিবন্ধ। সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নাবলি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ।

পাদরি লঙের প্রবাদমালা সমগ্র

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রবাদ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্য শাখা। প্রবাদবাক্যগুলি কবিতা নয়, নাতিকথা নয়, তত্ত্বকথাও নয়, অথচ লোকসংস্কৃতিতে চিরকাল চলে আসছে। বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এইসব অসংখ্য বাংলা প্রবাদের সংকলক ও সম্পাদকের কৃতিত্ব কোনও বাঙালির নয়, প্রথম সংকলক মিশনারি উইলিয়াম মর্টন। এরপর যিনি বাংলা প্রবাদ নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর নাম পাদরি জেমস লং। ১৮৫১ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা প্রবাদচর্চায় মগ্ন থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থগুলিতে ভারত, ইউরোপ ও এশিয়ার প্রবাদ সংগ্রহ রয়েছে। অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে তাঁর সম্পাদিত ‘পাদরি লঙের প্রবাদমালা সমগ্র’ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করে উদ্ধৃতি সহ দেখিয়েছেন, কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাদরি লং এই সুবিশাল কাজটি করেছেন।

নাট্যবিহান

নাটকের বই। নাম নাট্যবিহান। ‘বিহান’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘ভোর’। নাট্যবিহানের অর্থ নাটকের ভোর। লেখিকা পত্রাবলী চক্রবর্তী। সম্পাদনা করেছেন সুমন্ত অধিকারী। নাট্যবিহান নাট্যগ্রন্থে নাটকের বিষয়বস্তু দিয়ে জাগরণের ভোরকে আহ্বান করা হয়েছে, যে ভোর সমাজের জন্য নতুন বার্তা বয়ে আনবে। ১১৬ পাতার বইয়ে ঠাঁই পেয়েছে নয়টি নাটক। ‘উমার কথা’, ‘তুরুপের তাস’, ‘গিরগিটি’, ‘ভোগ’, ‘ইতিহাস’, ‘পরিচয়’, ‘মন্দবর্ণ’, ‘মশা’ এবং ‘ফিনিক্স ইন ম্যাট্রিক্স’ এই নাটকগুলির মধ্য দিয়ে লেখিকা সময়কে ধরতে চেয়েছেন। এই নাটকগুলিতে বড় জগতের সন্ধানের সঙ্গে রয়েছে মানবিক টানাপোড়েন। মূল্যবোধযুক্ত মানুষ নিজেকে বারবার ক্ষয় করেই খাঁটি হতে চায়। আর এই চাওয়াতেই যত আনন্দ। এইসবেরই প্রতিচ্ছবি রয়েছে নাটকগুলিতে। দেশি নাটকের পাশাপাশি বিদেশি নাটকের ধাঁচে ‘ফিনিক্স ইন ম্যাট্রিক্স’ নাটকে পুনর্জন্ম লাভের বাতাস ওড়ানো হয়েছে, যেখানে সহজ-সরল ভাষা ও ভাব বিকশিত।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

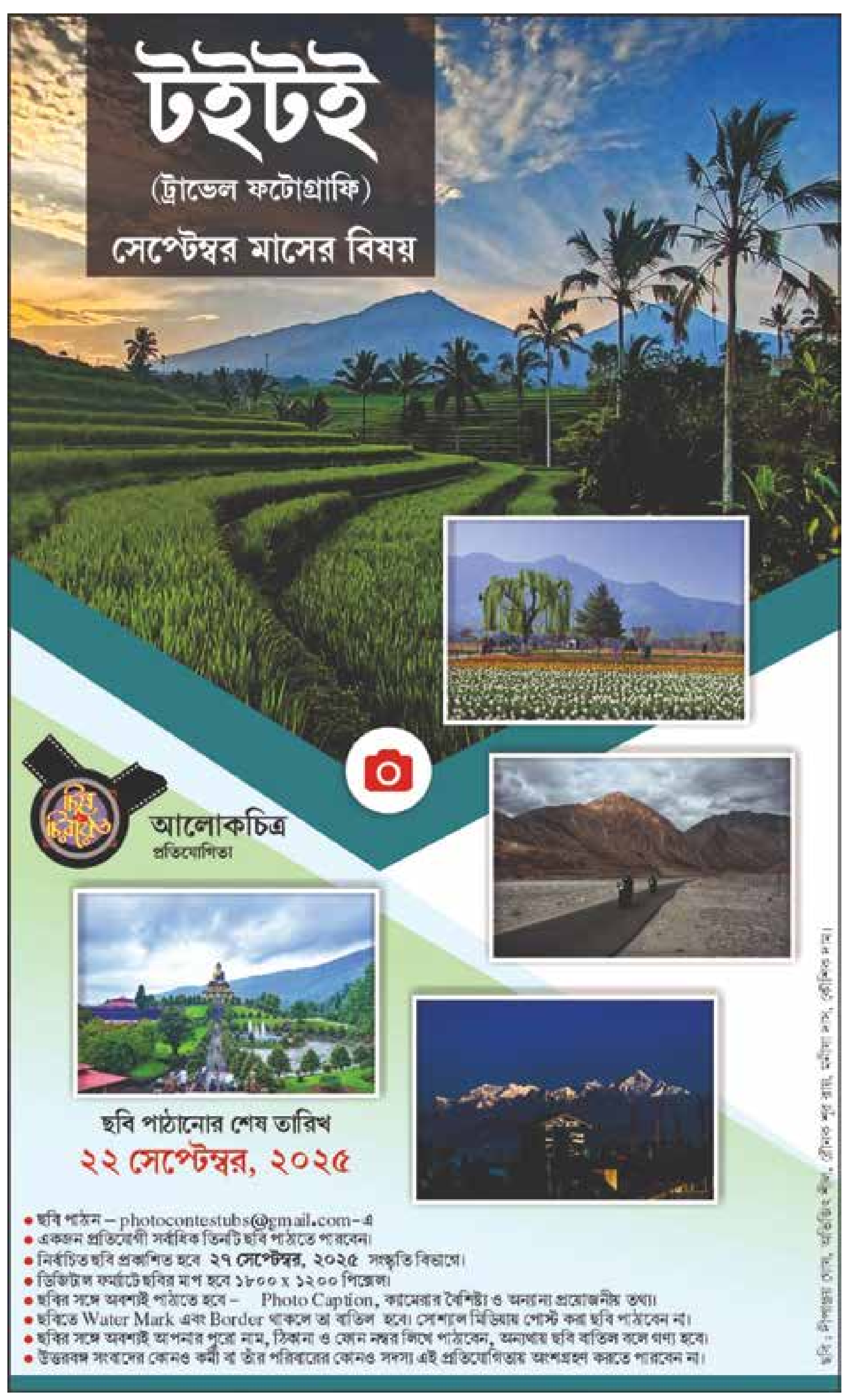

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে অয়নের জামিন খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি কোনও সাধারণ মামলা নয়, শুক্রবারের শুনানিতে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি পিএস নরসীমা বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, একাধিক পৌরসভার তদন্ত বাকি।'

শুক্রবার পৌর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি পিএস নরসীমা ও বিচারপতি অতুল এল চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানায়, এই মুহূর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে হুগলির এই ব্যবসায়ী-প্রোমোটারকে।

এদিন অয়ন শীলের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী মিশা রোহতোগির যুক্তি ছিল, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেয়েছেন, সেখানে এই মামলায় আড়াই বছর তদন্ত সত্ত্বেও মাত্র একটি চার্জশিট জমা পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা বাকি, ১৬টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৫টির তদন্ত শেষ হয়েছে। তাই তিন মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

সিবিআই আদালতে দাবি করে, ইতিমধ্যে ১৫টি পৌরসভার তদন্ত শেষ। ওএমআর শিট বিকৃতির ঘটনায় আরও কিছু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা বাকি। তদন্তে বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা এই মামলার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। সিবিআই তাই তদন্ত শেষ করতে ছ'মাস সময় চায়। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর আদালত নির্দেশ দেয়, ছ'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। এরপর অয়ন শীল ফের জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

> এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি।
>
> **পিএস নরসীমা**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

অয়ন শীলকে প্রথমে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল শিক্ষক-অশিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

ছ'সপ্তাহে কার্যকর করতে হবে রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ফের কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, ডিএলএড (ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে কোনও অবস্থায় কার্যকর করতে হবে। বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই রায় কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারকে সর্বোচ্চ ছ'সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে।

২০২২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যে ১১,৭৬৫টি প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাতে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট ৯,৫৩৩ জনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক টেট উত্তীর্ণ ছিলেন যাঁরা ২০20 সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণ শুরু করলেও ২০২২ সালে নিয়োগের সময় প্রশিক্ষণ সমাপ্তির শংসাপত্র পাননি। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে তাঁরা শংসাপত্র হাতে পেয়ে যান। এনসিটিই-র (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন) নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ সম্ভব নয়। তাই তাঁদের নিয়োগে সমস্যা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাঁদের নিয়োগের চেষ্টা করলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তা মঞ্জুর করেছিলেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এরপরই ডিএলএড প্রশিক্ষণরত প্রার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখে। এর ফলে রাজ্যে ২,২০০-রও বেশি শূন্যপদে ডিএলএড প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রাস্তা খুলে যায়। এখনও পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীরা।

বিচারপতি নরসীমা কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা বারবার নিজেদের অবস্থান বদলাবেন না। আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হবে। এই রায় কার্যকর করতে হবে এবং তা করতে হবে ছ'সপ্তাহের মধ্যে।' বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণের পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, রাজ্য সরকার অবশ্যই শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করবে। এদিকে এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত বিকাশ পাত্র আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আপনি অযোগ্য। আমাদের কিছু করার নেই।'

তিন প্রাক্তনীর সঙ্গে নতুন উপরাষ্ট্রপতি। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ অনুষ্ঠানের পর খোশমেজাজে তাঁরা।

এআই ভিডিয়োয় চর্চায় হীরাবেন, শুরু তর্জা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : তিনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন বহু আগেই। কিন্তু তারপরও বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরাবেন মোদি। সম্প্রতি বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্ভর ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।

৩৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ধাঁচে তৈরি একটি চরিত্র যাঁর নাম সাহেব। তিনি রাতে শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপন মনে তিনি বলছেন, 'আজকের ভোট চুরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি শুতে যাই।' তাঁর পাশেই রাখা রয়েছে ভোটার তালিকা, ইভিএমের বাক্স। ঘুমোনোর সময় সাহেব তাঁর বৃদ্ধা মাকে স্বপ্নে দেখেন। প্রয়াত হীরাবেনের আদলে তৈরি ওই চরিত্রটি ছেলেকে তিরস্কার করে বলছেন, 'বাবা আমার, প্রথমে তুমি আমাকে নোটবন্দির লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর আমার পা ধোয়ার রিল বানিয়েছিলে। আর এখন বিহারে আমার নামে রাজনীতি করছ। অপমানজনক ব্যানার পোস্টার ছাপালে। তুমি আবার বিহারে নাটক করার চেষ্টা করছ। রাজনীতির নামে আর কত নীচে নামবে?' এরপরই ঘুম ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি চরিত্রটির।

স্বাভাবিকভাবেই এমন ভিডিও সামনে আসতেই রে রে করে উঠেছে বিজেপি। এর আগে রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে বলে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক্সে লেখেন, 'জনতার দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কংগ্রেস মরিয়া হয়ে গিয়েছে। বিকৃত মানসিকতা নিয়ে প্রতিদিনই নীচে নামার নতুন রেকর্ড তৈরি করছে তারা।' আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্যের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির নির্দেশেই প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ মানেনি কংগ্রেস। দলের নেতা পবন খেরার পালটা বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর মায়ের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে কোথায়? আমাকে একটা শব্দ, একটা আচরণ দেখান যেখানে অসম্মানজনক কিছু বলা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। উনি শুধু তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এবার যদি সেই সন্তান ওই শিক্ষাকে অসম্মানজনক বলে ভাবেন তাহলে সেটা তাঁর মাথাব্যথা। আমার বা আপনার নয়।' খেরার খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির জগতের মানুষ। বিরোধীদের হাসি-মজাও ওঁকে সহ্য করতে হবে। আর ওই ভিডিওতে মজার কিছু নেই। রয়েছে উপদেশ।'

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দেশের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন চন্দ্রপুরম পন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণান। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ হাজির থাকলেও শপথ-মঞ্চে সবার নজর কাড়েন সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। ২১ জুলাই রাতে আচমকা ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি সরে গিয়েছিলেন। যদিও এদিন তাঁকে দেখে অসুস্থ বলে কারও মনে হয়নি। ধনকরের সঙ্গে হাজির ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকরও। বিজেপির সঙ্গে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির দূরত্ব নিয়েও জল্পনা চলছে। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে এদিন তিনি উত্তরসূরির শপথ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। পরে রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাধাকৃষ্ণানের আরও দুই পূর্বসূরি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং হামিদ আনসারিও। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শপথের অনুষ্ঠানে বিরোধী শিবিরের লোকসভা ও রাজ্যসভার দলনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীকে 'অতিরিক্ত সম্মান' দেখানো হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন উপস্থিত থাকলেও তাঁদের প্রথম সারিতে বসানো হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন।

অন্যদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এদিনের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকায় বিতর্ক বাধে। বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কেন তিনি দেশের উপরাষ্ট্রপতির শপথে উপস্থিত থাকলেন না? জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, 'প্রশ্নটা রাহুল গান্ধি ছিলেন কি না, সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, ধনকর সেখানে ছিলেন কি না? আমাদের প্রশ্ন, তাঁকে কথা বলার অনুমতি কবে দেওয়া হবে?'

দুই হাইকোর্টে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বোমাতঙ্কের জেরে নাস্তানাবুদ হল দিল্লি ও বম্বে হাইকোর্ট। এদিন দিল্লি হাইকোর্টের আধিকারিকদের ই-মেলে বিচারপতিদের ঘরে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি বার্তায় লেখা ছিল, বেলা দু'টোর আগে যেন কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করেন। খবরকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে যায়। আদালত চত্বর ফাঁকা করা হয়। একই দিনে বম্বে হাইকোর্টেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকিবার্তা আসে আধিকারিকদের সরকারি ই-মেলে। বিচারক, আইনজীবী, কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের সরানো হয়। দুটি হাইকোর্টে তল্লাশি চালিয়েও সন্দেহজনক কিছু পায়নি পুলিশ।

পুলিশের গুলিতে নিহত ছেলের দেহের সামনে কান্না মায়ের। শুক্রবার কাঠমাণ্ডুতে।

কাল যাত্রা শুরু

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর : রবিবার থেকে ফের শুরু হচ্ছে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে যে, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পুণ্যার্থীরা ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করতে পারবেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য সাময়িকভাবে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। ২৬ অগাস্ট থেকে বন্ধ হয়ে যায় বৈষ্ণোদেবী যাত্রা।

হত মাওবাদী

রায়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম মিলেছে।

থারুরের নিশানায় ট্রাম্প

সিঙ্গাপুর ও নাগপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খামখেয়ালির খেসারত দিতে হচ্ছে ভারতকে। এদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ট্রাম্প সরকার যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে তার ফলে ভারতে লক্ষাধিক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। একথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ট্রাম্প একজন অস্বাভাবিক মানুষ। আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রেসিডেন্টকে আশ্চর্যজনকভাবে বেশি ক্ষমতা দিয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে জরিমানা এবং বাড়তি শুল্ক বাবদ যে পরিমাণ বোঝা চাপানো হয়েছে, তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মানুষ চাকরি হারাচ্ছে। সুরাটে রত্ন ও অলংকার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কূটনীতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধ্যানধারণা ট্রাম্প বদলে দিয়েছে বলে থারুর জানান।

কংগ্রেস নেতা বলেন, 'তাঁর (ট্রাম্প) আগে আমেরিকায় ৪৪-৪৫ জন প্রেসিডেন্ট এসেছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসের তরফে এ ধরনের পদক্ষেপ কখনও দেখা যায়নি।' রাশিয়া থেকে তেল আমদানি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটি আসলে নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য এটি আমাদের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অন্যায্য। কারণ, চিন রাশিয়া থেকে অনেক বেশি তেল এবং গ্যাস আমদানি করছে।'

সরব সংঘও

ভারতের ওপর আমেরিকার চড়া শুল্কের কড়া সমালোচনা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের মতে, ভারতের উন্নয়নের গতিকে ভয় পেয়ে শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা।

শুক্রবার নাগপুরে ব্রহ্মকুমারী বিশ্ব শান্তি সরোবরের ৭ম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বে অনেকে ভয় পাচ্ছে যে, ভারত যদি উন্নতি করে, তবে তাদের প্রভাব ক্ষেত্র হ্রাস পাবে। তাই তারা শুল্ক আরোপ করছে। আমরা কিছুই করিনি, কিন্তু যারা এটি করেছে তারা ঠিক করছে না। এইভাবে ভারতকে চাপে ফেলা যাবে না।'

১৫ সেপ্টেম্বর দেশ থেকে বর্ষা-বিদায়

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : বর্ষা বিদায় আসন্ন। দেশ থেকে এবছরের মতো পাততাড়ি গোটাতে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়া শুরু করবে। সাধারণত প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সারা দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নেয়। তবে এবছর নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষার আসে। ১ জুনের পরিবর্তে ২৪ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে, যা ২০০৯ সালের পর দ্রুততম আগমন। এবার পুরো দেশে ৯ দিন আগে অর্থাৎ ৮ জুলাইয়ের আগেই বর্ষা এসেছিল। এই বছর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেশে ৮৩৬.২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছিল, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ১০৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত হতে পারে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত কৃষিক্ষেত্রে বেশ উপকারী বলে মনে করা হচ্ছে।

কেবল দিল্লিতে কেন বাজি নিষিদ্ধ?

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দীপাবলির আগে বাজি নিষিদ্ধের বিষয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বাজি নিষিদ্ধ করার নীতি কেবল দিল্লির 'অভিজাত' নাগরিকদের জন্য হবে, দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য নয়? তিনি বলেন, যদি দূষণমুক্ত বাতাস উপভোগ করা দিল্লির মানুষের অধিকার হয়, তবে তা দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার। প্রধান বিচারপতির মতে, দূষণের সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা এবং এর সমাধানও সারা দেশজুড়ে হওয়া উচিত।

বিচারপতি গাভাই আরও বলেন, গত শীতকালে তিনি অমৃতসরে ছিলেন এবং সেখানে দূষণের মাত্রা দিল্লির চেয়েও খারাপ ছিল। বাজির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, তা সারা দেশে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এর ফলে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র শ্রমিকদের জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাই তাদের কথাও ভাবতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় নীতি তৈরির জন্য কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট-এর কাছে একটি রিপোর্ট চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি দুই সপ্তাহ পরে হবে।

নোবেল কমিটির বার্তা

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ১০ তারিখে নোবেল পুরস্কারের নাম ঘোষিত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দাবি করছেন, তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। যদিও নরওয়ের নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ট্রাম্পের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কমিটির সচিব ক্রিস্টিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেছেন, 'মনোনীত প্রার্থীকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।'

কঙ্গোয় নৌকাডুবি

কিনশাসা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ নৌকাডুবিতে মৃত্যু হল অন্তত পক্ষে ৮৬ জনের। বুধবার কঙ্গোর উত্তর পশ্চিমের ইকুয়েটার প্রদেশে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত যাত্রীর ভারেই নৌকাটি টাল সামলাতে না পেরে ডুবে যায়।

কংগ্রেস শীর্ষে, সর্বনিম্ন সিপিএম

ভারতের রাজনীতিতে বংশানুক্রমিক প্রভাবের নতুন চিত্র

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দেশের রাজনীতিতে বংশ পরম্পরায় রাজনীতির ধারা নতুন নয়। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ঠিক কতটা? সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্ট সেই চিত্রই তুলে ধরেছে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (নিউ)-এর একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট ৫,২০৪ জন সাংসদ, বিধায়ক এবং বিধান পরিষদের সদস্যের মধ্যে ২১ শতাংশেরই রাজনৈতিক পারিবারিক পরিচয় রয়েছে। এই ধারা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে লোকসভায়, যেখানে ৩১ শতাংশ সাংসদই কোনও না কোনও রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই পারিবারিক শাসনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে কংগ্রেসে। দলের মোট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩২ শতাংশই 'ডাইন্যাস্ট'। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি, যেখানে এই হার ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে, বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে কম। সিপিএম-এর ক্ষেত্রে মাত্র ৮ শতাংশ সদস্যই রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকারী। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, ভারতের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলিতে পারিবারিক প্রভাব কতটা গভীর।

রাজ্যভিত্তিক চিত্র এবং প্রবণতা

রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সেখানে ১৪১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক পটভূমি থেকে এসেছেন। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (১২৯), বিহার (৯৬) এবং কর্ণাটক (৯৪)। যদিও শতাংশের নিরিখে চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৪ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৩২ শতাংশ এবং কর্ণাটকে ২৯ শতাংশ নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন।

তবে শুধু বড় দল বা রাজ্য নয়, আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যেও এই প্রবণতা প্রবল। শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সে এই হার ৪২ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস (১০ শতাংশ) এবং এআইএডিএমকে (৪ শতাংশ) এই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম পারিবারিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার

এই রিপোর্টে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৮ শতাংশ রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য, সেখানে নারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৭ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক পরিবারের নারীদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ অনেক সহজ হয়েছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে নারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারিবারিক উত্তরাধিকারের হার অনেক বেশি। এটি একদিকে যেমন নারীদের জন্য রাজনৈতিক দরজা খুলেছে, তেমনি প্রথম প্রজন্মের নারীদের জন্য স্থান সীমিত করেছে।

কারণ ও সমাধান

কেন এই পরিবারতন্ত্র? এডিআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মূল কারণ হল 'জিততে পারার ক্ষমতা' (winnability)। রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই এমন প্রার্থীদের পছন্দ করে, যাদের পূর্বপুরুষদের কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অর্থ, ক্ষমতা এবং প্রভাব রয়েছে। এতে নির্বাচনের খরচও কমে আসে।

এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট, ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র একটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব এবং নির্বাচনের উচ্চ ব্যয় এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে যেখানে দলগুলি ক্যাডার-ভিত্তিক এবং আদর্শগত, সেখানে পারিবারিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে, সিপিএম এবং আম আদমি পার্টি-র মতো দলগুলি তাদের আদর্শের কারণে পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতর শিরশ্ছেদ, ধৃত সহকর্মী

অস্টিন, ১২ সেপ্টেম্বর : অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকর্মীর হাতে খুন হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া। সহকর্মী তাঁর মাথা কেটে দিয়েছে। বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাসে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ম্যানেজারের স্ত্রী ও পুত্রের সামনে। অভিযুক্ত ইয়োরডোনিস কোবোস মার্টিনেজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে। বর্তমানে মার্টিনেজ ডালাস কাউন্টি জেলে বন্দি। একটি খারাপ ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার না করার নির্দেশ। এই নির্দেশ সরাসরি না দিয়ে মোটেলের এক কর্মীর মাধ্যমে মার্টিনেজকে জানিয়েছিলেন ম্যানেজার। তাতে রেগে আগুন হয়ে মার্টিনেজ মোটেল থেকে নিয়ে আসে ধারালো অস্ত্র। বছর ৫০-এর মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলির জন্ম কর্ণাটকে।

প্রয়াত এডিআর প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার কাকভোরে প্রয়াত হলেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি জগদীপ ছোকার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বুদ্ধিজীবী মহলে। রেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ছোকার। পরে আহমেদাবাদ আইআইএমের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ভারতের নির্বাচনি রাজনীতির সংস্কারের জন্য লড়াই এবং এডিআর প্রতিষ্ঠা ছোকারের জীবনের অন্যতম মাইলফলক। সহকর্মী ত্রিলোচন শাস্ত্রী ১৯৯৯ লোকসভা ভোটে আহমেদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখার সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ত্রিলোচন শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন এডিআর। ২০০০-এর নভেম্বরে তাঁদের তরফে দায়ের করা একটি মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, সম্পত্তির খতিয়ান, অপরাধে জড়িত থাকার মামলা সহ হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

ধৃত হত্যাকারী

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : 'বন্ধু' চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে হত্যাকারীকে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এফবিআই আততায়ী সম্পর্কে তথ্য দিলে একলক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নাম টাইলার রবিনসন। ২২ বছরের ওই ব্যক্তি উটার বাসিন্দা। এই তথ্য দিয়েছেন পাঁচ ঊর্ধ্বতন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে মনে করছি, আমরা ঠিক লোককেই ধরেছি।' ধৃতের পরিবারের এক সদস্য আততায়ীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিস্মিত ট্রাম্প

ব্রাসিলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইল বলসোনারোকে ২৭ বছর ৩ মাসের কারাদণ্ড দিল সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের সবকটিতেই দোষী সাব্যস্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বলসোনারোর শাস্তিতে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন বলসোনারো। আমি সত্যিই বিস্মিত।'

প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

শেখ পান্না

রতুয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : রতুয়া-১ ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত সামসী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনীষা দাসের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত অফিস সংস্কারে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সামসীর কয়েকজন বাসিন্দা প্রধানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জেলা শাসক, জেলা পরিষদ, মহকুমা শাসক, বিডিওর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। খোদ প্রধানের বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, 'সবকিছুই নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। আমাকে বদনাম করতেই কিছু মানুষ মিথ্যে অভিযোগ করেছেন।'

মহিদার রহমান নামে এক অভিযোগকারী বলছেন, 'পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত অফিস সংস্কার সহ অন্য আনুষঙ্গিক কাজ দরপত্র না ডেকেই নিজের পছন্দের লোককে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। এনিয়ে নির্মাণ সহায়ককে বলেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতের কাজ করে আসছি। কিন্তু এক মাস ধরে অন্ধকারে রেখে গোপনে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে।'

আরেক অভিযোগকারী মহম্মদ জাকারিয়ার অভিযোগ, সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থায়ী ইএ থাকা সত্ত্বেও অন্য এক পঞ্চায়েত থেকে ইএ এনে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। একাজে প্রধানকে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক মদত দিচ্ছেন বলে দাবি তাঁর। এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত ভবনের সৌন্দর্যায়ন, সাবমার্সিবল বসানো, ফলস সিলিং, দেওয়াল লিখন সহ একাধিক কাজ হয়েছে। এসব কাজ টেন্ডার না ডেকেই হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মহিদার, জাকারিয়ারা।

যদিও এব্যাপারে সামসী পঞ্চায়েত প্রধানের সাফাই, 'ইএকে বসিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তিনি অসুস্থ থাকায় ছুটি নিয়েছিলেন। যাঁরা অভিযোগ তুলছেন তাঁরাই তো সারা বছর কাজ করে থাকেন। ষড়যন্ত্র করে অভিযোগ আনা হচ্ছে।'

এদিকে, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবিরও। কংগ্রেসের রতুয়া-১ ব্লকের যুব সভাপতি আবদুল আজিজ বলেন, 'পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে তিনি সম্প্রতি বিডিওর কাছে আরটিআই করেছি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি।'

বিজেপির উত্তর মালদা জেলার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া কটাক্ষ করে বলেন, 'সামসী পঞ্চায়েতের দুর্নীতিতে প্রশাসনের কেউ মদত দিতে পারেন। তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি নতুন ঘটনা নয়, এটাই ওদের সংস্কৃতি।'

তবে বিরোধীদের অভিযোগকে নস্যাৎ করে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রফিকুল হোসেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসন জানানো হবে।'

শ্রমিক খুন

কালিয়াগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাতে কালিয়াগঞ্জে খুন হয়েছেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। মৃতের নাম সাদিকুল রহমান (৩১)। তাঁর বাড়ি পুরিয়া এলাকায়। ওই শ্রমিককে ছুরি দিয়ে পেটে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় সাদিকুলকে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কে বা কারা তাঁকে খুন করল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলছে।

বধূ উদ্ধার

তিনের পাতার পর

এদিকে, ওই নাবালিকা বধূর এহেন ঘটনা শুনে তার বাবা দিল্লি থেকে হেমতাবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরপরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মুর্শিদাবাদের ওয়াসেফ মঞ্জিলে উপচে পড়ে ভিড়

পুনরায় শুরু বেড়া ভাসান উৎসব

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ওয়াসেফ মঞ্জিলে পালন করা হল ঐতিহাসিক বেড়া ভাসান উৎসব। করোনা এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণের জন্য প্রায় ৫ বছর ধরে বন্ধ ছিল এই উৎসব। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিচার বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে ওয়াসেফ মঞ্জিলে ভিড় করেন অনেক দর্শনার্থী। কলা গাছের ভেলার ওপর বাঁশ দিয়ে মসজিদের কাঠামো তৈরি করে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। রংবেরঙের কাগজ, মোমবাতি, সোনা এবং রুপোর প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে জলদেবতাদের উদ্দেশ্যে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই ভেলা। ভাগীরথীর জলে ভাসানো প্রায় ৭০০ ফুটের ভেলার ওপর আলোর এই রোশনাই এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী

সাজানো হচ্ছে ভেলা। শুক্রবার মুর্শিদাবাদে।

তথা রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান, সাংসদ আবু তাহের খান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ, লালবাগ মহকুমা শাসক বনমালি রায় প্রমুখ। এছাড়া নবাব পরিবারের সদস্য রেজা আলি মির্জা যিনি এলাকায় ছোট নবাব বলে পরিচিত তিনিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বেড়া ভাসান উৎসবের ইতিহাস প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো। মোগল আমলে বাংলার নবাবরা দিল্লির দরবারে যেতেন গঙ্গাবক্ষ দিয়েই। অনেক সময় জলদস্যুদের আক্রমণ এবং দুর্ঘটনার মুখেও পড়তে হত। সেই সময় থেকেই জলদেবতা খাজা খিজিরকে তুষ্ট করতে এই উৎসবের সূচনা। খাজা খিজিরকে সন্তুষ্ট করার এই বেড়া ভাসান উৎসব খাজা খিজির উৎসব নামেও খ্যাত। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই উৎসব হয়। ১৯৮৫ সালে রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগ এই উৎসবের দায়িত্ব পায়। তখন থেকে বিচার বিভাগের উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ এস্টেটের পরিচালনায় এই উৎসব হয়। মুর্শিদাবাদ এস্টেট ম্যানেজার বিপ্লব সরকার বলেন, 'সব ধর্মের মানুষ অংশ নিয়েছিলেন এই উৎসবে।'

এই উৎসব উপলক্ষ্যে হাজারদুয়ারি থেকে ইমামবাড়া আলোর মালায় সেজে ওঠে। নিজামের শহর হায়দরাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ ঘুরতে আসা পর্যটক কায়েম আলি বলেন, 'বহুদিন ধরে ইচ্ছে ছিল এই নবাবের শহরে আসার। এই উৎসবের কথা জানতে পেরে ভাবছি আরও কয়েকটা দিন থেকে যাব।' একইরকম উত্তেজনা ছিল মালদার লালন শেখের গলায়ও। তিনি বলেন, 'শহরে পা রেখেই জানতে পারলাম ঐতিহাসিক বেড়া উৎসব হবে রাতভর। পরিবারের সকলে এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারলাম।' মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর জানান, 'এই উৎসব এক অনন্য সম্প্রীতির নজির। এই উৎসব সমাজের মানবিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।'

সাজল শহর

- পাঁচ বছর পর ফের এই উৎসব শুরু হল
- এই উৎসব নবাব আমল থেকে চলছে
- এই উৎসবের জন্য আলোর মালায় সেজে উঠল নবাবের শহর
- আলোয় সাজানো বিশাল বড় ভেলা ভাসল ভাগীরথীতে

'শান্তিদূত' সুশীলা

প্রথম পাতার পর

দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সুশীলাকে নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছিল জেন জেড-এর একাংশ তাঁকে মেনে নিতে না চাওয়ায়। বৃহস্পতিবার রাতের বৈঠকে অবশ্য সব পক্ষই শেষপর্যন্ত সুশীলার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সহমত হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সুশীলার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, অরাজক পরিস্থিতি শেষ করে গণতান্ত্রিক পথে দেশকে ফিরিয়ে আনা। এখনও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তি, বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির থেকে ফেরার পথে ভারতীয় পর্যটকদের একটি বাসে হামলা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা পর্যটকদের ওই বাসে পাথর ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর বাসে উঠে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। যাত্রীদের ব্যাগ, টাকা এবং মোবাইল ফোন লুট করেছে হামলাকারীরা। ঘটনায় ৮ ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। সেনা ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে এদিনও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫১।

নেপালে জেন জেড বিক্ষোভের আঁচে প্রাণ গিয়েছে এক ভারতীয় পর্যটকের। অশান্ত নেপালে হিংসার বলি হয়েছেন গাজিয়াবাদের ওই মহিলা। তাঁর নাম রাজেশ গোলা। তাঁর স্বামী রামবীর সিং গোলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রাজেশ (৫১) ও রামবীর (৫৮) নেপালে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার গোলা দম্পতির থাকার পাঁচতারা হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। নীচের তলাগুলি যখন জ্বলছিল হোটেলের চারতলায় থাকা গোলা দম্পতি পর্দাকে দড়ির মতো ব্যবহার করে ঘরের জানলা দিয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেন। তখনই হাত ফসকে পড়ে যান রাজেশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রামবীরের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

রাজেশ গোলার বড় ছেলে বিশাল বলেন, 'জনতা হোটেলে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়ি ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ায় আমার বাবা জানালার কাচ ভেঙে ফেলেন, চাদর বেঁধে একটি গদিতে লাফিয়ে পড়েন। আমার মা নামার চেষ্টা করার সময় পিছলে পড়ে যান।' দুর্ঘটনার দু'দিন পর তাঁরা বাবা-মায়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন বলে বিশাল জানিয়েছেন। কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের তরফে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ বিশালের।

শুক্রবারও নেপালের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ভারতীয় পর্যটক আটকে রয়েছেন। মুজফফরনগর থেকে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনে যাওয়া ১০ জনের একটি দল হোটেলে কার্যত বন্দি হয়ে রয়েছে বলে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা সুনীলকুমার তাওয়াল জানিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের চারটি পরিবারের ১৪ জন সদস্য আটকে পড়েছেন নেপালে। ২২ তেলুগু পর্যটককে ইন্ডিগোর বিমানে করে দেশে ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাদে ভারত থেকে নেপালে পণ্য এবং যাত্রী পরিষেবা এখনও বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার এদেশ থেকে ১৯টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার সহ ৩৬টি ট্রাক দার্জিলিংয়ের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপালে পৌঁছেছে।

কলেজ চত্বরে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে বিতর্ক

বহরমপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : কলেজে ক্লাস চলাকালীন 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর শিবিরে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকঢোল আর মাইকের দাপট ঘিরে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম এলাকায়।

কলেজে তখন চলছে স্নাতকের একাধিক বিভাগের প্রথম সিমেস্টার ও পঞ্চম সিমেস্টারের ক্লাস। অন্যদিকে সেই কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে জোরে জোরে বাজছে ঢাক, মাইক, হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এ সমস্তটাই ঘটেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খানের উপস্থিতিতে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ আফসার আলির মতো অনেক পড়ুয়াই। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে বিরাধীরা। যদিও স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক আশিস মার্জিতের ব্যাখ্যা, 'সরকারি প্রোগ্রাম সরকারি জায়গাতেই হবে। এটা উন্নয়ন প্রকল্প। যাঁরা সমালোচনা করার তাঁরা করবেন। কলেজের ক্ষতি হয়নি।' এই বিষয়ে অধ্যক্ষ অনীলেশ দে'র সাফাই, 'অডিটোরিয়াম সাউন্ডপ্রুফ। ওঁদের ঢোকার সময় কিছুটা শব্দ এসেছে। কিন্তু তা সাময়িক। যদি কেউ পড়তে চায়, জানতে চায়, তাদের পড়াশোনার বাধা কিছু হতে পারে না। আমরা সবটা দেখছি।'

বাড়িতে চুরি, ধৃত ২

ইটাহার, ১২ সেপ্টেম্বর : চুরির অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠাল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আবদুল আলি ও জামরুল হোসেন। আবদুলের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার অভোর গ্রামে এবং জামরুল শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার ইটাহার থানার পাজোল গ্রামে দিনদুপুরে একটি ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে সোনা ও রুপোর গয়না সহ নগদ কিছু টাকা চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গৃহকর্ত্রী আফরোজা খাতুন। এদিকে, ঘটনার পরের দিন পাজোল এলাকায় এক টোটোচালককে ভাড়া বাবদ একটি রুপোর মালা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যান আবদুল আলি। ওই টোটোচালক সানারুল হক সম্পর্কে আফরোজার ভাইপো। একজন যাত্রী নগদ টাকার পরিবর্তে ভাড়া বাবদ রুপোর মালা দিচ্ছেন দেখেই সন্দেহ হয় সানারুলের। এরপর ওই যাত্রীকে আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আটক আবদুল আলিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জেরা করেই জামরুল হোসেনের নাম পায় পুলিশ। এরপর জামরুলকেও তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার একসঙ্গে দুজনকেই রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক দুজনকেই ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখার পাশাপাশি চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

মহিলার হাড় নিয়ে

তিনের পাতার পর

কথা বলে জানা গেল, রাকেশকে নাকি এলাকায় খুব একটা দেখা যেত না। বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরেই থাকতেন। কখনও ভুটান, কখনও বিহার, আবার কখনও উত্তরপ্রদেশে থাকতেন। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ায় প্রতিবেশীরা মনে করছেন, হয়তো এই হাড় পাচারের কাজেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। প্রতিবেশীদের মতে, হয়তো রাকেশ নিজেই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যদিও এলাকায় তাঁর আচার-আচরণে তন্ত্রসাধনার কোনও প্রভাব কেউ দেখেননি। কৃষ্ণ কুমার নামে রাকেশের এক প্রতিবেশীর মন্তব্য, 'ও তো মাসের ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র দিন দশেক বাড়ি থাকত। ওদের বাড়ির সকলে একটু কুসংস্কারপ্রবণ। তবে রাকেশ যে হাড় পাচার করতে পারে, এটা শুনে অবাক হচ্ছি।'

ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচল

তিনের পাতার পর

যাওয়ার জন্য সীমান্তে বেরুবাড়িতে পৌঁছায়। কিশোরীর অভিযোগ, দালাল পরিচয় দিয়ে স্থানীয় দুই তরুণ পরিবারের অন্য সদস্যদের টোটোতে চাপিয়ে খোলা সীমান্তের দিকে পাঠায়। টোটোয় জায়গা না থাকায় তাকে নিজেদের বাইকে তুলে নেয়। এরপর লালবাজারপাড়া এলাকায় নির্জন একটি জায়গায় নতুন সেতু সংলগ্ন চা বাগানের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে বাইক থামিয়ে তার মুখ চেপে ধরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। তাদের হাত থেকে নিজেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে সে দৌড়াতে থাকে। একসময় সামনে একটি বাড়ি দেখে সেখানে ঢুকে আশ্রয় চায়।

এদিকে, দুই স্থানীয় দালাল তাকে ধাওয়া করলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাইক রেখে পালিয়ে যায়। ওই বাড়ির মালিক সুবোধ রায় বলেন, ''বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ একটি মেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করতে করতে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তার কাছে সব শোনার পর তৎক্ষণাৎ বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দিই।''

স্থানীয়দের অভিযোগ, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর বিএসএফের তরফে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় পরিষ্কার যে তারপরেও অনুপ্রবেশ চলছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দিচ্ছে।

ঘটনায় খবর পেয়ে রাতেই লালবাজারপাড়ায় চলে আসেন বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার, মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জিবা প্রধান। পুলিশ কিশোরী এবং দালালদের বাইক দুটি উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি জিবা প্রধান জানান, ওই কিশোরীকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে। তার পরিবারের বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। অভিযুক্ত দালালদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সকলের খোঁজ চালানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রোগী-ভোগান্তি

তিনের পাতার পর

সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিজনদের।'

দিনভর কর্মবিরতি চালিয়ে গেলেও, বিষয়টি মেডিকেলের অভ্যন্তরীণ হওয়ায়, তা নিয়ে ইন্টার্নদের তরফে কেউই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে সমস্যা মেটাতে চাইছেন তাঁরা। সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এদিন তাঁরা সুপারের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে আলোচনাও করেন। ইন্টার্নদের কর্মবিরতি বা ঘর না ছাড়ার অভিযোগ নিয়ে হাউসস্টাফদেরও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে মেডিকেলে ইন্টার্নদের কর্মবিরতির কথা স্বীকার করেছেন সুপার প্রসেনজিৎ বর। তিনি বলেন, 'ঘর বরাদ্দ হওয়ার পরেও হাউসস্টাফরা হস্টেল ছাড়ছেন না। এমনই অভিযোগে ইন্টার্নরা সকাল থেকে কর্মবিরতি করছেন। দ্রুত দু'পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

মেডিকেল সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে এখানে ৪৭ জন হাউসস্টাফ রয়েছেন। দুজনের জন্য একটি করে ঘর বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁরা ইন্টার্নদের হস্টেল ছাড়ছেন না। এতেই সমস্যায় পড়ে এদিন সকাল থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হন ইন্টার্নরা। সমস্যায় পড়তে হয় রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্লেনের খাবার কেন স্বাদহীন

৩০০০০ ফুট উচ্চতায় বিমানে উড়তে উড়তে খাবার মুখে তুললেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? কিন্তু জানেন কি, এর কারণ বিমান সংস্থার স্বাদহীন খাবার নয়, বরং আপনার শরীর! বিমানের ভেতরে থাকা শুকনো বাতাস এবং কম চাপের কারণে আমাদের স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি কমে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মিষ্টি আর নোনতা স্বাদের প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। তাই বিমানে খাবারকে সুস্বাদু করতে বেশি মশলা ব্যবহার করা হয়। পরের বার যখন বিমানে বিরিয়ানি খাবেন, তখন আর অভিযোগ করবেন না!

জাপানে ক্লাস পরিষ্কার করে ছাত্ররা

জাপানের স্কুলগুলোতে কোনও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই! সেখানে ছাত্রছাত্রীরাই প্রতিদিন নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে। এই পদ্ধতিকে তারা বলে 'সোওজি'। এটি জাপানের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, দলগত কাজ এবং পরিবেশের প্রতি সম্মান শেখানো হয়। এটি তাদের শৃঙ্খলা শেখায় এবং স্কুলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বাড়াতেও সাহায্য করে।

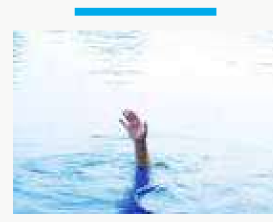

আত্মহত্যার সেতুতে এক দেবদূত!

চিনের নানজিং ইয়াংজি নদীর সেতুকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সেতু হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এখানে এক দেবদূত আছেন! তাঁর নাম চেন সি। ২০০৩ সাল থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে এই সেতুতে এসে তাঁদের খোঁজেন, যাঁরা নিজেদের জীবন শেষ করতে চায়। নিজের পকেট থেকে খরচ করে তিনি শত শত জীবন বাঁচিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রায় ৪৬৯ জনেরও বেশি জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ তাঁকে শুধু স্থানীয় নায়ক নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের এক প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো ওষুধ

১১০০ শতাব্দীর একটি পুরোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা 'বাল্ডস আইসালভ' নামে পরিচিত, এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এটি ছিল রসুন, পেঁয়াজ, ওয়াইন এবং গোরুর পিত্তর এক মিশ্রণ, যা চোখের সংক্রমণ নিরাময়ে ব্যবহার করা হত। বিজ্ঞানীরা যখন এই মিশ্রণটি তৈরি করে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া MRSA-র বিরুদ্ধে পরীক্ষা করেন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। এই মিশ্রণটি প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটিরিয়া মেরে ফেলে! এই আবিষ্কার আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প অনুসন্ধানে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে।

জলে ডুবে মৃত্যু

তিনের পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা জিয়াউর রহমান বলেন, 'রাতে নদীর গর্জন শুনে মনে হচ্ছিল ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বাঁশ বাগান গিলে খেল গঙ্গা। এখন তো বাড়িঘরও ভাঙনের মুখে।' আরেক বাসিন্দা অভিরূপ হালদারের কথায়, 'আমরা দিনরাত আতঙ্কে থাকি। কখন যে গঙ্গা আমাদের ঘরবাড়ি নিয়ে যাবে বলা মুশকিল। এর স্থায়ী সমাধান চাই।' বৈষ্ণবনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা স্বাধীন সরকার গঙ্গার ভাঙন রুখতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের উচিত কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় করা।'

শুক্রবার সকাল থেকে দেখা গিয়েছে, মানুষজন বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে দূরদূরান্তে আত্মীয়স্বজনের বাড়ির দিকে ছুটছেন। অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জীবনেও। বহু কিশোর-কিশোরী এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তারা আতঙ্কে বলছে, 'এই অবস্থায় কোথায় পড়াশোনা করব, পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কী হবে আমরা জানি না।'

ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সারোয়ার জাহান বাপ্পার কথায়, 'প্রতিদিন ভাঙনে বহু পরিবার সর্বস্ব হারাচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

সিপিএম নেতা রেজাউল করিমের অভিযোগ, 'শুধু আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না। এবার যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, বহু মানুষকে গৃহহীন হতে হবে।' কালিয়াচক-৩ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হজরত শেখ আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা দ্রুত করা হবে।'

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না

প্রথম পাতার পর

কাঠমান্ডুর রাস্তায় শুধু বচসা নয়, ভারত বা বাংলা ছাড়ুন, সেই কবের প্রত্যাশা কি পূরণ হল নেপালেও। কার হাতে যাবে স্বপ্ন-শাসনের জাদুকাঠি? হাতাহাতি-মারামারিতে যুক্ত তাঁরা। নতুন দেশ গঠনের ডাক দিয়ে পুরোনো শাসকদের রক্তাক্ত করেছিল যে জেন জেড, প্রধানমন্ত্রী বাছাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে যা চলছে, তাতে বাংলায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মনোনয়ন ঘিরে খণ্ডযুদ্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ক'দিন আগে বিজেপির কর্মকর্তা মনোনয়নের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে দলের কর্মীদের রোষ আছড়ে পড়েছিল জেলা দপ্তরে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেলা সম্পাদক নির্বাচন করতে না পেরে সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন অসমাপ্ত রাখতে হয়েছিল। নেপালে যেন তারই রেপ্লিকা। নতুন সংবিধান তৈরি করে স্বপ্নের দেশ প্রতিষ্ঠার নামে সদ্য বিদ্রোহের পর পাহাড়ি রাষ্ট্রটা এখন নৈরাজ্য দেখছে। যেমন নৈরাজ্য দেখেছে ভারতের আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশ।

মারদাঙ্গা, খুন, ধর্ষণে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত পদ্মা-যমুনার পাড়। বাস্তবে বাংলাদেশ বলুন আর নেপাল বলুন, বিদ্রোহের নামে যা ঘটেছে, তাকে নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না! হ্যাঁ, নৈরাজ্যই! শেখ হাসিনার বাসভবনে লুটপাটের পর মহিলাদের অন্তর্বাস হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে কি বিপ্লব বলা যায়! নেপালে লুটপাট, জেল ভাঙা, প্রাক্তন মন্ত্রীদের রাস্তায় ফেলে মার, মহিলা মন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই না দেওয়া, রাজনৈতিক দল, দেশের প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ভাঙচুর, আগুন তো চরম নৈরাজ্যেরই উদাহরণ।

নেপালের জেন জেড নেতৃত্ব সাফাই দিচ্ছে, বিদ্রোহে বহিরাগতরা ঢুকে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখানেই আসে কিশোরকুমারের গানের সেই পুতুল নাচের কথা। বিদ্রোহ পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়েও সুযোগসন্ধানীদের হাত। দূর থেকে কেউ পুতুল নাচালে স্বপ্নদ্রষ্টা ও ধান্দাবাজদের দ্বন্দ্ব তো নৈরাজ্যের চেহারা নেবেই। বাংলাদেশ, নেপালে পুতুল নাচের সুতো কার বা কাদের হাতে, যত দিন যাবে ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে হাসিনার একনায়কতন্ত্র কিংবা নেপালে কেপি শর্মা ওলির দুর্নীতিরাজকে উচ্ছেদের লক্ষ্য ছিল নবযৌবনের। অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নকে ব্যবহার করেছে পুতুল নাচিয়ের দল। যত দিন যাবে, তত উপলব্ধি হবে কিশোরকুমারের গানের ভাষায়, 'যখন ছিঁড়বে সুতো/ বুঝবি রে তুই/ আগুন নেভা ছাই... বন্ধ মনের অন্ধ হয়ে/ করলি কারে বরণ...।' সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে বিদ্রোহ না হলে, বিদ্রোহের পেছনে সুসংহত নেতৃত্ব না থাকলে এবং পুতুল নাচের জাদুকরদের সুতো নাচানো থাকলে এই পরিণতিই হয়।

অন্যায়, কুশাসন, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, জীবিকা ও খাদ্যের সংকট, দুর্নীতিতে উজাড় হলে যে কোনও দেশে নবীন প্রজন্মের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, অসন্তোষ জমতে থাকা স্বাভাবিক। যা বিদ্রোহের চেহারায় ফেটে পড়তেই পারে। কিন্তু তাতে ইন্ধনের সুতো সুযোগসন্ধানী, বহিরাগত শক্তির হাতে থাকলে সেই বিদ্রোহ ক্রমে নৈরাজ্যে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও নেপাল সেই শিক্ষাই দিল।

অনেকের স্বপ্ন জাগছে, এবার তাহলে ভারতের, বাংলার পালা! সমাজমাধ্যমের পাতা, বিভিন্ন ব্লগ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সেই প্রত্যাশায়। পোস্টে পোস্টে বিদ্রোহের আগমনী সুর এই শরতেই। বিদ্রোহে অবশ্য সবসময় বসন্ত আসে না। ভারতে বা বাংলায় প্রত্যাশার আগে ভাবতে হবে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে আমাদের কত ফারাক। এদেশেও জনকল্যাণের নামে ব্যক্তির, দলের কল্যাণের উদাহরণ আছে। আকাশছোঁয়া দুর্নীতি ও পক্ষপাত, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে ভোটব্যাংক তৈরির মরিয়া চেষ্টা ইত্যাদি আছে বৈকি।

জনপরিসরে অসন্তোষ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদিও কম নয়। কিন্তু দেশের সংবিধান পালটে দেওয়ার কথা এখানে কেউ বলে না। সংবিধানকে আঁকড়ে এগোনোর কথাই বরং বলে সবাই। এমনকি, ও একসময় 'এ আজাদি হ্যায় ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দেনেওয়ালারা বিপ্লবের ঝান্ডা ফেলে সংবিধান মেনে ভোটের পথে ক্ষমতা দখলে মরিয়া। যত ত্রুটি বা স্বৈরশাসনের ঝোঁক থাকুক না কেন, ভারতে গণতন্ত্রের শিকড় মানুষের মনের অনেক গভীরে।

ভারত বলুন কিংবা বাংলা অথবা অন্য কোনও রাজ্য, ভোট দিয়ে বদলে বিশ্বাসী বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা মনে করেন ভোট দিয়ে আখেরে কোনও বদল ঘটবে না। তাঁরা হয় বন্দুক হাতে তথাকথিত মাওবাদী কিংবা কেরিয়ার সর্বস্ব মানসিকতায় নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। মাওবাদীরা জনবিচ্ছিন্ন। আগের মতো সহানুভূতি, সমর্থন তাঁদের প্রতি নেই। কেরিয়ার সর্বস্বরা দেশের কথা ভাবেনই না।

বাকি রইল কিছু মৌলবাদী বা জঙ্গি। যারা সক্রিয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় নজরদারি ব্যবস্থাটাকে এড়িয়ে বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলা কঠিন। পুতুল নাচানেওয়ালারা ভারতকে ব্যবহার করতে চায় বৈকি। তবে ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক পথে। বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে বিদ্রোহ তৈরি করার মতো পরিস্থিতি এখনও তাদের নাগালে ততটা নেই। তাছাড়া দমনপীড়ন, কোণঠাসা করা ইত্যাদি চেষ্টা এদেশে শাসকের থাকলেও বিরোধী স্বর বাংলাদেশের মতো অত দুর্বল নয়।

ফলে জন অসন্তোষ কিছুটা জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পায় বিরোধী স্বরে। যাতে ক্ষোভের তীব্রতা কমে। বিদ্রোহের সম্ভাবনা ফিকে হয়।

মণিপুরে আজ মোদি

প্রথম পাতার পর

সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে চূড়াচাঁদপুরে মোদির কাটআউটে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এর জেরে গোটা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে মণিপুর প্রশাসন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে প্রতীকী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শুক্রবার মণিপুরের মুখ্যসচিব পুনীতকুমার গোয়েল জানিয়েছেন, শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মিজোরামের আইজল থেকে চূড়াচাঁদপুরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। রক্তক্ষয়ী কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে যাঁরা ভিটেচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মণিপুরের জন্য ৭৩০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি। পরে পিস গ্রাউন্ডে একটি জনসভা করবেন তিনি। তাঁর আশা, প্রধানমন্ত্রীর সফর মণিপুরে শান্তি, স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিকাশের রাস্তা খুলে দেবে। চূড়াচাঁদপুরের পাশাপাশি ইম্ফলের কাংলাতেও যাবেন মোদি। ১৪ তারিখ সেখান থেকে অসমে যাওয়ার কথা তাঁর।

দীর্ঘদিন মণিপুর অশান্ত থাকলেও একটিবারের জন্যও মণিপুরে যাওয়ার কথা ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী। বরং সেই সময়কালে একাধিক বিদেশ সফর সেরেছেন। যা নিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। যদিও মোদি তাতে কোনও গা করেননি। এতদিন বাদে তিনি মণিপুর যাচ্ছেন শুনে স্বাগত জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার গুজরাটের জুনাগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মণিপুরের বিষয়টি তো চলছে অনেকদিন ধরে। উনি যে এখন যাচ্ছেন সেটা তো ভালো কথা। তবে দেশের প্রধান ইস্যু হল ভোট চুরি। কর্ণাটকে আমরা ভোট চুরি ধরে ফেলেছি। কিন্তু মহারাষ্ট্র, হরিয়ানাতেও ভোট চুরি করা হয়েছিল।' এর আগে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মেরেকেটে তিন ঘণ্টা থাকবেন মণিপুরে। তাঁর এই স্বল্প সময়ের সফর আদতে মণিপুরের লোকজনকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

চূড়াচাঁদপুরকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তাঁর সফরের জন্য বেছে নিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিংসায় সবথেকে ক্ষতি হয়েছিল এই জেলারই। কুকিরা এই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে, ইম্ফলে মেইতেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই তিনি চূড়াচাঁদপুর ও ইম্ফলকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে অনুপ্রেরণা শুভমানের

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : শেষ কয়েক মাসে তাঁর জীবনটাই বদলে গিয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের টেস্ট থেকে অবসরের পর তাঁকে জাতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে বেশ চাপে ছিলেন শুভমান গিল। পড়ে গিয়েছিলেন টেনশনে। পরবর্তী সময়ে সেই টেনশন থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। বাকিটা এখন ইতিহাস। বিলেত সফরে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে দলকে সামনে থেকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে শুভমান সফল। নেতৃত্ব যে তাঁর ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি, ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

শুভমান আপাতত দুবাইয়ে। ভারতীয় দলের এশিয়া কাপ অভিযানে রয়েছেন তিনি। এখানেও দলের সহ অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই থেকেই এক পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। সেখানেই তিনি শুনিয়েছেন তাঁর সাফল্যের গুরুমন্ত্র। যার নেপথ্যে শচীন তেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি। প্রথমজনের ক্রিকেটীয় স্কিল খুব কাছ থেকে দেখেছেন। নানা সময়ে পেয়েছেন মূল্যবান পরামর্শ। অপরজন কোহলি। যাঁর সঙ্গে খেলেছেন শুভমান। শুধু তাই নয়, কোহলির সাফল্যের খিদে শুভমানের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের কথায়, 'আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যারের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যররের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যারের কথাই ভাবতাম।'

> আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যারের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যররের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যারের কথাই ভাবতাম।
>
> -শুভমান গিল

পরবর্তী সময়ে তালিকায় কোহলির নামও যোগ করেছেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ব্যাটিং দেখতে খুব ভালো লাগত আমার। ক্রিকেটের প্রতি ওর প্যাশন, দায়বদ্ধতা, সাফল্যের খিদে আমার অনুপ্রেরণা। বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, কীভাবে খেলার আগে নিজেকে তৈরি করতে হয়।' শচীন-কোহলিরা তাঁর অনুপ্রেরণা হলেও মাস খানেক আগে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের আগে যখন তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়, বেশ টেনশন অনুভব করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দলের একজন সদস্য হিসেবে খেলা, আর দলের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামা এক নয়। আমি শুরুতে টেনশনে পড়লেও পরবর্তী সময়ে এই চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছি। এখনও করছি।' বিলেত সফরের ফল হয়েছিল ২-২। সিরিজ জিততেও পারত ভারত। বাস্তবে সেটা হয়নি। কিন্তু অধিনায়ক ও ব্যাটার শুভমানকে তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছে, বার্মিংহাম টেস্ট জয়। সেই টেস্টে দ্বিশতরান করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দারুণ উপভোগ্য একটা সিরিজ হয়েছে। ফল হয়েছে ২-২। আমরা জিততেও পারতাম। কিন্তু সেটা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার চিরকাল মনে থেকে যাবে বার্মিংহাম টেস্ট জয়। অতীতে কখনও সেখানে জিততে পারিনি আমরা। তাছাড়া ওই টেস্টে দ্বিশতরানও করেছিলাম।'

ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে শুভমান এখন তৃপ্ত। আপাতত তিনি এশিয়া কাপের চ্যালেঞ্জে ডুবে রয়েছেন। তার আগে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন শুভমান। জানিয়েছেন, পাঞ্জাবি ছাড়াও ভাষা না জানলেও ফরাসি গান তিনি পছন্দ করেন। পাঁচ টেস্টের সিরিজের সময় ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় গিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে কার্ডিফ তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ছোট থেকে তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পিছনে বাবার অবদানের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন শুভমান।

ব্রঙ্কো পরীক্ষায় সূর্য-হার্দিকরা

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : মরুদেশে মহারণের দামামা বেজে গেল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আজ রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। আর চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরুর মঞ্চেই একসঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটল। এক, ভারতীয় ক্রিকেটারদের আজ ব্রঙ্কো পরীক্ষা হল। জানা গিয়েছে, আগামীদিনেও এমন পরীক্ষা নিয়মিতভাবে চলবে। দুই, রবিবারের ভারত-পাক মহারণে দুই প্রতিবেশীর খারাপ কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব বাইশ গজে পড়বে না, সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক।

সময়ের সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা। চড়ছে ভারত-পাক মহারণের পারদ। তার মধ্যেই রবিবারের মহারণের সব টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি বলে তথ্যও আজ সামনে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রবিবারের মহারণের আসর হাউসফুল হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে সীমান্তের দুই পারে রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ক্রিকেটের সব বিভাগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছে ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে আজ পাক ব্যাটাররা রান করে দলকে স্বস্তি দিয়েছেন। এমন অবস্থায় রবিবারের ভারত-পাক মহারণের আগে আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচমকাই ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে একটি ভিডিও আজ প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লা রু-র নজরদারিতে ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিয়েছেন। কেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য ব্রঙ্কো পরীক্ষা? স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ লা রু তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে। আগামীদিনেও এই পরীক্ষা চলবে। এটা নতুন কোনও পদ্ধতি নয়। অনেক খেলার আসরেই ব্রঙ্কো পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর ফলে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, সহজে বোঝা যাবে।

শুরু পাক ম্যাচের মহড়া

ক্রিকেটাররাও সেটা বুঝতে পারবেন অনায়াসে।' ব্রঙ্কো পরীক্ষা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। লা রু-র কথায়, 'এই পরীক্ষা মাঠে দিতে হয়। দুনিয়ার যে কোনও মাঠে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্রিকেট দলগত খেলা ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে স্কিল ও দক্ষতার বিষয়টি রয়েছে। তাই ব্রঙ্কো পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ক্রিকেটার অনায়াসে নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন।' রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। দুটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছেন আজ। এক, দুই প্রতিবেশীর কূটনৈতিক সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, রবিবারের বাইশ গজে তার প্রভাব পড়বে না। সেরা খেলাটা খেলে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। দুই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ে তাঁকে ব্যাট হাতে নামতে হয়নি। সিতাংশু জানিয়েছেন, অতীতে টি২০ ক্রিকেটে কখনও ৫ বা ৬ নম্বরে ব্যাটিং না করলেও এশিয়া কাপে দলের ভারসাম্যের কারণে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি সঞ্জু। ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কথায়, 'সঞ্জু অতীতে পাঁচ বা ছয় নম্বরে ব্যাটিং করেনি ঠিকই। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে নয়া চ্যালেঞ্জ নিতে ও তৈরি।'

পহলগাম কাণ্ড ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথমবার মাঠে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামছে ভারত-পাকিস্তান। তাই স্বাভাবিকভাবেই রবিবার দুবাইয়ের বাইশ গজে উত্তেজনা থাকবে, ধরেই নিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। এমন ভাবনার সঙ্গে একমত নন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় দুই দলের ক্রিকেটারদের ফোকাস থাকবে খেলার দিকেই। মাঠের বাইরের নানা ঘটনার প্রভাব খেলার মাঠে পড়বে বলে মনে হয় না।'

ভারতের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসায় গুল

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : দামামা বাজতে শুরু করেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই রবিবার সন্ধ্যায় দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাবে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে সূর্যকুমার যাদবের ভারত বনাম সলমন আলি আঘার পাকিস্তানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মরুদেশে বাড়ছে উত্তাপ। পহলগাম কাণ্ড, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর ফের দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামার আগে তাল ঠুকছে দুই পক্ষই।

তার মধ্যেই আজ প্রাক্তন পাকিস্তান পেসার উমর গুল ভারতীয় দলের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। জানিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরাহর মতো তারকা ও ম্যাচ উইনারকে যেভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিশ্রাম দিয়ে ব্যবহার করছে, তার প্রশংসা করেছেন গুল। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের ক্রিকেটে এমন ঘটনা দেখা যায় না। পাক সংবাদমাধ্যমে উমর আজ বলেছেন, 'পাকিস্তানে সচরাচর এমনটা হয় না। কেরিয়ার দীর্ঘ করার পাশে চোট থেকে বুমরাহকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ড যেভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, এমন ঘটনা পাকিস্তান ক্রিকেটে দেখাই যায় না।' আর কয়েক ঘণ্টা পরই দুবাইয়ে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে গুল আজ বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার মাঠে সবসময় নামতে চায়। খেলতে চায় ম্যাচ। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, পুরো ফিট হয়ে মাঠে না নামলে সমস্যা বাড়তে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে।' পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে গুলের হতাশার মাঝে আজ আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ মুখ খুলেছেন ভারত-পাক মহারণ নিয়ে। ম্যাচের ফল কী হবে, তা নিয়ে কিছু না জানালেও পাক ব্যাটার সাইম আয়ুব টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার বুমরাহকে ছয় ছক্কা হাঁকাবেন বলে জানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি।

'রবিবারের মহারণে ভারত ফেভারিট'

পাকিস্তানের জিতলে হবে অঘটন : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই অন্যরকমের আবহ। ভারত বনাম পকিস্তান মানেই বাড়তি স্নায়ুর চাপ। ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই সীমান্তের দুই পারেই বাড়তি আবেগ ও উন্মাদনা।

রবিবারের দুবাইয়েও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে দুই প্রতিবেশীর মহারণ। ম্যাচের ফল কী হতে পারে? কোন দল ফেভারিট? কারা জিতবে? আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবারের মহারণে সূর্যকুমার যাদবের ভারতকে ফেভারিট তকমা দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, সলমন আলি আঘার পাকিস্তান ভারতকে হারিয়ে দিলে সেটা হবে অঘটন। সৌরভের কথায়, 'এশিয়া কাপে ভারত ফেভারিট। আমি অন্তত এমন কোনও দলকে দেখতে পাচ্ছি না, যারা টিম ইন্ডিয়াকে চাপে ফেলতে পারে। স্পষ্ট বলছি, রবিবার যদি পাকিস্তান ভারতকে হারিয়েও দেয়, তাহলে সেটা হবে অঘটন।'

কেন এমন মনে হচ্ছে মহারাজের? নিজের দীর্ঘ বর্ণময় কেরিয়ারে বহু ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দেশকে উপহার দিয়েছেন স্মরণীয় জয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সৌরভ আজ বলেছেন, 'সূর্যকুমার যাদবের দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে সঠিক পরিবর্ত রয়েছে ভারতের। তুলনায় দল হিসেবে পাকিস্তান অনেকটাই পিছিয়ে।' দিন কয়েক আগেই দুবাইয়ে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের ছাড়াই দল হিসেবে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছেন সলমনরা। কিন্তু তারপরও সৌরভ বলছেন, 'দুবাইয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের চাপ, আবহ এক নয়। আমি আবারও বলছি, ভারত ফেভারিট।'

ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হলেন পাকিস্তানের সাইম আয়ুব।

> রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

এদিকে, দুবাইয়ে আগামী রবিবার ভারত-পাক মহারণের আগে সূর্যকুমারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ ধুমল। গত এপ্রিলে পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতীয় সেনা মে মাসের শুরুতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে জবাব দিয়েছিল পাকিস্তানকে। অপারেশন সিঁদুর শুরুর ঠিক আগে ধরমশালায় চলছিল আইপিএলের ম্যাচ। আচমকাই সেই ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। মাঠে নেমে সেইদিন দর্শকদের মাঠ ছাড়তে অনুরোধ করেছিলেন ধুমল। পরে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনওরকম ম্যাচ খেলাই উচিত নয়। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি ও ভাবনা বদলেছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধানেরও। আজ তিনি রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নথিভুক্ত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১২ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নথিভুক্ত করল আল নাসের।

১৭ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে এসিএল টু-তে অভিযান শুরু করবে নাসের। ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসির ম্যাচ খেলতে ভারতে আসবে সৌদি আরবের ক্লাবটি। রোনাল্ডোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেজিস্ট্রেশন করানোয় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি ভারতের মাটিতে খেলতে দেখা যাবে পর্তুগিজ মহাতারকাকে?

সিআর সেভেনের সঙ্গে আল নাসেরের যে চুক্তি তাতে করে অন্তত এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। নতুন চুক্তি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনও অ্যাওয়ে ম্যাচেই খেলতে বাধ্য নন তিনি। তবে স্বইচ্ছায় দলের সঙ্গে যেতেই পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজে যদি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ভারতে আসতে চান, তবেই রোনাল্ডো-দর্শনের সুযোগ পেতে পারেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা।

রোনাল্ডো ছাড়াও সাদিও মানে, কিংসলে কোমান, জোয়াও ফেলিক্সদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য নথিভুক্ত করেছে আল নাসের। এদিকে সৌদির ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে পুরোনো ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ে ফিরে গেলেন এমেরিক লাপোর্তে।

সামাজিকমাধ্যমে নতুন ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে রোমান্টিক ছবি পোস্ট করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

শ্বশুর সুনীল শেট্টির সঙ্গে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে লোকেশ রাহুল।

আয়ুষকে হারিয়ে শেষ চারে লক্ষ্য

হংকং, ১২ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের শেষ চারে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারালেন ভারতেরই আয়ুষ শেট্টিকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১৬, ১৭-২১, ২১-১৩। প্রথম গেমে লক্ষ্যর কাছে হারলেও দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন আয়ুষ। কিন্তু তৃতীয় গেমে লক্ষ্যর সামনে সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।

সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের শেষ চারে উঠেছেন ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ২১-১৪, ২০-২২, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার মহম্মদ আরিফ-রয় কিংকে। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকরা মুখোমুখি হবেন চাইনিজ তাইপেইয়ের চেন চ্যাং কুন-লিন বিং ওয়েইয়ের।

হংকং ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইয়ের মাঝে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

এশিয়া কাপে আজ

বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

দলীপে শতরান রজত-যশের

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় মধ্যাঞ্চল। সৌজন্যে রজত পাতিদার ও যশ রাঠোরের জোড়া সেঞ্চুরি।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে সারাংশ জৈনদের স্পিনের জাদুতে মাত্র ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ হয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে রজত পাতিদাররা বিনা উইকেটে ৫০ রান সংগ্রহ করেছিল। শুক্রবার সারাদিন ব্যাট করে মধ্যাঞ্চল ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান সংগ্রহ করেছে। অধিনায়ক রজত ১১৫ বলে ১০১ রান করে আউট হন। যশ ১৮৮ বলে ১৩৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। চতুর্থ উইকেটে রজত-যশ ১৬৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। আপাতত ২৩৫ রানের লিড নিয়ে ম্যাচে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল।

ম্যাচে ফিরতে গেলে শনিবার দ্রুত মধ্যাঞ্চলকে অল আউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় স্কোর খাড়া করতে হবে দক্ষিণাঞ্চলকে। সেই লক্ষ্য নিয়ে তৃতীয়দিনে খেলতে নামবেন মহম্মদ আজহারউদ্দিনরা।

শতরানের পর মধ্যাঞ্চলের যশ রাঠোর। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

আজ মহমেডানের সামনে রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার রেলওয়ে এফসি ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলেই অবনমনের ভ্রূকুটি থেকে কার্যত মুক্ত হয়ে যাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবনমন পর্বে সাদার্ন সমিতি প্রথম ম্যাচ না খেলায় নিয়ম অনুযায়ী ওই ম্যাচের ৩ পয়েন্ট পাবে সাদা-কালো বাহিনী। এদিকে লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এমনিতেই প্রথম ডিভিশনে নেমে যাবে আর্মি রেড। আর এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে অবনমন পর্বে বাকি ম্যাচ খেললেও সর্বাধিক ১২ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে সাদার্ন। যদিও শনিবারও কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে তারা দল নামাচ্ছে না বলেই খবর। সেখানে সাদার্ন ম্যাচের পুরো পয়েন্ট পেলে এবং রেলওয়ে এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই মহমেডান পৌঁছে যাবে ১৫ পয়েন্টে।

সুপার কাপ নিয়ে প্রশ্ন ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সুপার কাপে খেলার বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাব।

আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো ক্লাবগুলি। কিন্তু দুই মরশুম আগের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল একটি চিঠি দিলেও সেটাকে সম্মতি বলা যায় না। কারণ একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানতে চেয়েছেন লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য আদৌ এএফসি-র স্লট থাকছে কিনা, ব্রডকাস্টিংয়ের দায়িত্বে কারা থাকছে, কতজন বিদেশি খেলানো যাবে, প্রাইজমানি ও দলগুলির জন্য অ্যাপিয়ারেন্স ফি, সবকিছুই জানতে চেয়ে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। যার উত্তর এখনও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি এবং শুধু

সংশয় মুম্বই সিটি, ওড়িশা এফসি-কে নিয়ে

ইস্টবেঙ্গলই নয়, কেরালা ব্লাস্টার্স ও চেন্নাইয়ান এফসি-ও আর্থিক বিষয় ও ব্রডকাস্টিংয়ে স্বচ্ছতার শর্তসাপেক্ষে সম্মতি দিয়েছে বলে খবর। আগেই গত দুই মরশুমের কোচ ওয়েন কোয়েলকে বিদায় দিয়েছে চেন্নাইয়ান। এই মরশুমের কোচ হিসাবে তারা এবার ভারতীয় কোচের দিকেই ঝুঁকল। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার সঙ্গে যাবতীয় শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার পর দুই পক্ষই ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে খবর। ফলে আশা করা যায়, সুপার কাপে খেলার জন্যই ক্লিফোর্ডকে নিয়োগ করা হবে। ওড়িশা এফসি-ও ফুটবলারদের বেতন দেওয়া শুরু করেছে বলে খবর। যদিও সুপার কাপ খেলার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ওড়িশা। একই অবস্থা মুম্বই সিটি এফসিরও। তারা বেতন বন্ধ বা অপারেশনস বন্ধ না করলেও সুপার কাপ খেলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। এদেশের ফুটবল-চিত্র যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে ততদিন সিটি গ্রুপও হাত গুটিয়ে বসে আছে। এমনকি অনুশীলন কবে থেকে শুরু হবে সেই বিষয়েও কোনও খবর নেই মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে। মুম্বইয়ের তরফে কোনও খবর না থাকলেও ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরু এফসি প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে। শুধু আইএসএল নয়, আই লিগের ক্লাবগুলির তরফেও এখনও কোনও সম্মতির খবর শোনা যায়নি।

ফলে ফেডারেশন সুপার কাপের তারিখ জানিয়ে দিলেও টুর্নামেন্ট আদৌ সফল হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই গেল। মনে করা হচ্ছে যতক্ষণ না ভারতীয় ফুটবলের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারীর বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ ক্লাবগুলোও বাড়তি আগ্রহ হয়তো দেখাবে না এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে।

গাছ ভাঙল মোহনবাগানে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান লনে একটি গাছ ভেঙে পড়ে। মোহনবাগান ক্লাবের সেলফি জোনের ওপরেই গাছটি পড়েছে। সেই সময় ওখানে অবশ্য কোনও সমর্থক ছিলেন না। এদিকে শনিবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবে আহল এফকে ম্যাচের অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে।

অশান্ত নেপাল, উদ্বিগ্ন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : পুড়ছে সংসদ ভবন, জনরোষের মুখে নেতা-মন্ত্রীরা। অশান্ত নেপাল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন উত্তাল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

সম্প্রতি কলকাতায় 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে'-র এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেপাল প্রসঙ্গ উঠতেই ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বলেছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আগে বাংলাদেশকেও একই পরিস্থিতিতে দেখেছি, এখন নেপাল। আমি সিকিমের বাসিন্দা, শিলিগুড়িতে অনেকটা সময় কাটাই। তাই নেপাল-বাংলাদেশের অবস্থা আমাদের ওপরও প্রভাব ফেলে।'

শুধু তাই নয়, নেপালে তাঁর অনেক বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনও রয়েছেন। বাইচুং জানালেন, নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। বলেছেন, 'সিকিমের অনেক পরিবারের সঙ্গেই নেপালের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমারও আত্মীয় আছেন ওখানে। খোঁজখবর রাখছি। সৌভাগ্যবশত এখনও তাঁরা নিরাপদেই আছেন।' পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নতুনদের নেতৃত্বে চাইছেন তিনি। বাইচুংয়ের মতে, 'আমি চাই নেপাল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব পাক। এটা প্রমাণিত, তাদের পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে। আশা করছি ওদের হাত ধরে আশার আলো দেখবে দেশটা। সঠিক পথেই এগোবে নেপাল।'

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-র অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া।

এদিকে 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে কলকাতা'-র এবার দশ বছর। প্রতিযোগিতার আসর বসবে ২১ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার বাইচুংয়ের উপস্থিতিতেই টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত কলকাতা ম্যারাথনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। শুক্রবার প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হল।

নেপাল থেকে উদ্ধার ভারতের ভলিবল দল

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : অগ্নিগর্ভ নেপাল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই পোখরায় আটকে পড়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভলিবল লিগ সম্প্রচারকারী সংস্থার সঞ্চালিকা উপাসনা গিল ও ভারতের একটি দল।

ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য চেয়ে সমাজমাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন ওই উপস্থাপিকা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একটি ভলিবল লিগ আয়োজনের জন্য নেপালে এসেছিলাম। পোখরায় আটকে রয়েছি আমি। ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।' এমনকি যে হোটেলে উপাসনা ছিলেন সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হয় তাঁকে। সমাজমাধ্যমে উপাসনার কাতর আর্তি ছড়িয়ে পড়তেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ওই উপস্থাপিকা ও ভারতের ভলিবল দলটিকে। ইতিমধ্যে সঞ্চালিকা উপাসনা ও দলটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। দলের অধিকাংশ সদস্যকে ইতিমধ্যেই দেশে ফেরানোও হয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হারের হ্যাটট্রিক গুকেশের

সমরখন্দ, ১২ সেপ্টেম্বর : ফিডে গ্র্যান্ড সুইস প্রতিযোগিতায় হারের হ্যাটট্রিক করলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ। জিতে প্রতিযোগিতায় শীর্ষে উঠে এলেন নিহাল সারিন।

শুক্রবার প্রতিযোগিতার সপ্তম রাউন্ডে তুরস্কের ১৬ বছরের দাবাড়ু এডিজ গুরেলের কাছে পরাজিত হন গুকেশ। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিমন্যু মিশ্র ও গ্রিসের নিকোলাস থিওডোরৌয়ের কাছে হেরেছিলেন ভারতের এই দাবাড়ু। সপ্তম রাউন্ডের শেষে গুকেশের সংগ্রহ মাত্র ৩ পয়েন্ট। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাকি সব ম্যাচেই জিততে হবে গুকেশকে।

এদিকে, ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার পারহাম মাগসুদুলকে হারিয়েছেন ভারতের নিহাল। তিনি ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার শীর্ষে রয়েছেন। ম্যাথিয়াস এদিন হারিয়েছেন ভারতের অর্জুন এরিগাইসিকে।

ভারত ম্যাচের আগে অস্বস্তিতে পাক ব্যাটাররা

পাকিস্তান-১৬০/৭

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে চলতি এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করেছে ভারত। শুক্রবার মাঠে নামল পাকিস্তান। তবে ভারত ও পাকিস্তান-দুই দলের চোখ রবিবারের মহারণে। ব্লকবাস্টার ম্যাচের আগে এদিন দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যাটাররা খানিকটা হতাশই করলেন।

সাইম আয়ুব নাকি ভারত-পাক ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহকে ছয় ছক্কা মারবেন। এদিন এমনই আজগুবি দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ। সেই সাইম এদিন খাতা খোলার আগেই ফিরলেন। এরপর অবশ্য অন্য ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানকে (২৯) নিয়ে খেলা ধরেন উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ হ্যারিস (৬৬)। ৮৫ রানের জুটিতে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ট্র্যাকে ফেরান ফারহান-হ্যারিস।

ফারহান ফেরার পর বেশিক্ষণ টেকেননি হ্যারিসও। সাইমের মতো দশা হয় পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘারও (০)। শুরুর দিকে লাগামছাড়া বোলিং করলেও শেষ ৭-৮ ওভারে আমির কালিম (৩১/৩), শা ফয়জলরা (৩৪/৩) চাপ বাড়িয়েছিলেন। কালিম তো ১৩তম ওভারের শেষ দুই বলে জোড়া উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফয়জলদের আটোসাঁটো বোলিংয়ের জন্যই পাকিস্তান ৭ উইকেটে ১৬০ রানের বেশি এগোতে পারেনি।

অর্ধশতরানের পথে পাকিস্তানের মহম্মদ হ্যারিস। দুবাইয়ে।

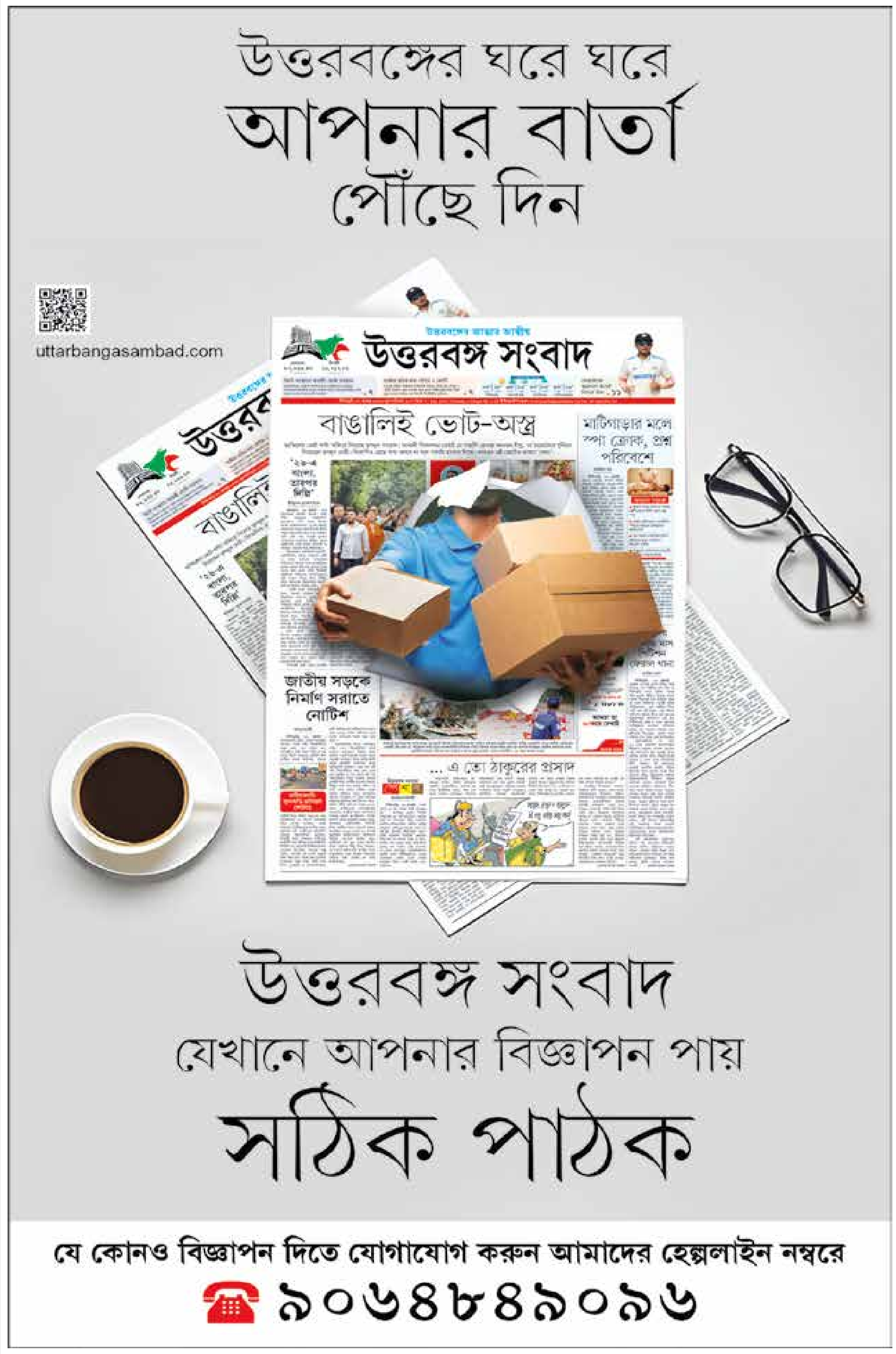

ফাইনালে সাজেরপাড়

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল খাকড়িবাড়ি সাজেরপাড় একাদশ। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে মাথাভাঙ্গা গাদোপোতা যুব সংঘকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন রহিত তিরকি। অন্যটি ম্যাচের সেরা জিসাই রাভার। সবুজ সংঘের সচিব অজিত বর্মন জানিয়েছেন, সোমবার ফাইনাল দুপুর ৩টায় শুরু হবে। অর্ধসমাপ্ত প্রথম সেমিফাইনাল খেলাটি দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইনালে ময়নাগুড়ি

ময়নাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : উত্তর মৌয়ামারি আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগারের মদেয়া রায় ও গণেশচন্দ্র রায় ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল ময়নাগুড়ি একাদশ। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ময়নাগুড়ি ২-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জিওয়াইএস-কে হারিয়েছে। ময়নাগুড়ির কৈলাস ছেত্রী ও দেব রায় গোল করেন। মাথাভাঙ্গার গোলটি আলো রায়ের।

ফাইনালে নবীন

পলাশবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে ফাইনালে উঠল জলদাপাড়ার নবীন সংঘ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। মহাকালধামের মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা মদন রায়। জোড়া গোল অমিত কার্জির। নবোদয়ের গোলস্কোরার দীপক বর্মন। রবিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে বাবুরহাট একাদশ ও মথুরা চা বাগানের নাওথোয়াটারি।

মাস পেরোলেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। প্যাড পরে অনুশীলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন রোহিত শর্মা। এই ছবি পোস্ট করে হিটম্যান লিখলেন, 'আমি আবার ফিরে এসেছি।'

যুব সংঘকে হারাল পাঠানপাড়া

হলদিবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে শুক্রবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ৩-২ গোলে ভারতীয় যুব সংঘ জ্ঞানদাসকে হারিয়েছে। শুভম রায়, রনি অধিকারী ও কিষান দাস গোল করেন। যুব সংঘের গোলস্কোরার ফিরোজ হক ও গনি মহম্মদ। শনিবার খেলবে কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার ও রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদ।

জয়ী সিধু কানু, নবোদয়

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে শুক্রবার টাউন ক্লাব মাঠে ইটাহারের জয়হাট সিধু কানু একাদশ ১-০ গোলে কালিয়াগঞ্জ বিরসা মুন্ডা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ বিনায়ক দামোদর সাভারকার টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে কালিয়াগঞ্জ সুকান্ত ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে গোল হয়নি। হেমতাবাদ নবোদয় আদিবাসী যুবক একাদশ টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে কালিয়াগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডিজি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। রায়গঞ্জ জীবনানন্দ পাঠাগার অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে করণদিঘি ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জিতেছে।

মাছোল আদিবাসী পাড়া ফুটবল দল ২-০ গোলে ইটাহার বিবেকানন্দ স্মৃতি দলকে হারিয়েছে। কালিয়াগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ সংঘ ৪-২ গোলে রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।

ফাইনালে কোতোয়ালি একাদশ

ম্যাচের সেরা হয়ে রকি রায়।

মাথাভাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : ঝংকার ক্লাবের কল্পনা বর্মন ট্রফি ৬ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল কোচবিহার কোতোয়ালি একাদশ। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কোতোয়ালি ৪-০ গোলে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। এটিম মাঠে ম্যাচের সেরা রকি রায় জোড়া গোল করেন। অন্যটি রাকিব হোসেনের। বাকি গোলটি আত্মঘাতী।

ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

বড় জয় চিত্তরঞ্জন অ্যাকাডেমির

বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে শুক্রবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে তপনের মাদার টেরেজা আদিবাসী ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বালুরঘাট বীর সাভারকার দলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা গোলকিপার সূর্য সোরেন।

কুশমণ্ডির মাস্টারদা সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে একলব্য গঙ্গারামপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর সরকার।

বুনিয়াদপুর চিত্তরঞ্জন ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে কুমারগঞ্জের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা নিরদ মুর্মু জোড়া গোল করেন। জোড়া গোল সন্দীপ সোরেনের। অন্য গোলটি করেন সঞ্জিত সোরেন। হরিরামপুরের আশুতোষ লায়ন্স ক্লাব ১-০ গোলে তপনের অটল কালচারাল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা অবিনাশ সোরেন।